CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-166 ■ 17 March, 2026 ■ আগরতলা ১৭ মার্চ, ২০২৬ ইং ■ ২ চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

CMYK

২০২৬-২৭ অর্থ বছরের

৩৪,২১২.৩১ কোটি টাকার বাজেট পেশ

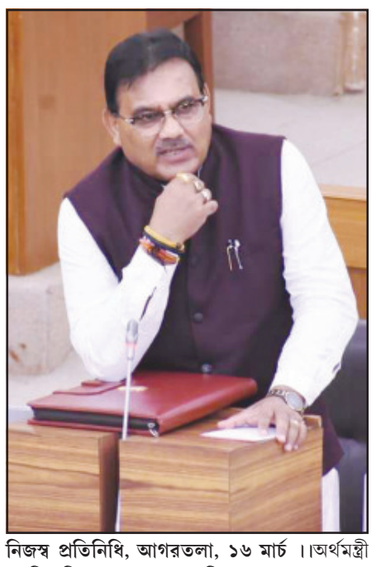

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ ।।অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় আজ রাজ্য বিধানসভায় ২০২৬-২৭ অর্থবছরের ৩৪,২১২.৩১ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব পেশ করেছেন। এবারের বাজেট গত অর্থবছরের অনুমিত বাজেটের তুলনায় ৫.৫২ শতাংশ বেশি। এবারের বাজেটেও নতুন করে কোন কর আরোপের প্রস্তাব করা হয়নি। বাজেটে ঘাটতি দেখানো হয়েছে ২৪০.৭২ কোটি টাকা।

২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাব পেশ করার পর দুপুরে বিধানসভায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করতে এবারের বাজেট প্রস্তাবে মূলধনী ব্যয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে মূলধনী ব্যয় ধরা হয়েছে ৮,৯৪৫.৯২ কোটি টাকা, যা ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটের তুলনায় ১৩.১৯ শতাংশ বেশি। অর্থমন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করা এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যকে সামনে রেখে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ এবছরের বাজেট পেশ করেছেন। রাজ্যেও কেন্দ্রের সঙ্গে সাজুয্য রেখে বিকশিত ত্রিপুরা গঠনের রোড ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে এবং এ বিষয়টি সামনে রেখে এবারের বাজেট প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিকাঠামো তৈরির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় আজ রাজ্য বিধানসভায় ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্যে যে বাজেট প্রস্তাব পেশ করেছেন তাতে স্বাস্থ্য খাতে ২,৪৪১.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা ২০২৫-২৬ অর্থবছরের তুলনায় ২৫.২৯ শতাংশ বেশি। গ্রামীণ উন্নয়ন খাতে ৪০৯৪৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা ২০২৫-২৬ সালের তুলনায় ১৭.৫০ শতাংশ বেশি। কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতের জন্য ১৯৮৫.৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা ২০২৫-২৬ সালের তুলনায় ৫.৩১ শতাংশ বেশি। শিক্ষা খাতে ৬,৪৩৯.৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যা গতবছরের তুলনায় ৪.৪৩ শতাংশ বেশি। বিভিন্ন বিকাশকেন্দ্রিক উদ্যোগের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র, যেমন☛৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করতে বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ ।। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের রাজ্য বাজেটে ৩৪ হাজার ২১২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। যা গত অর্থবছরের তুলনায় ৫.৫২ শতাংশ বেশি। আজ ত্রিপুরা বিধানসভায় অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় ২০২৬-২৭ অর্থবছরের যে বাজেট পেশ করেন তার উপর সাংবাদিকদের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা।

সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এবারের বাজেটে সাপ্লিমেন্টারি গ্র্যান্ট হিসাবে ৪৬৭৬.৮১ কোটি টাকা অনুমোদনের জন্য রাখা হয়েছে। রাজ্যের অর্থনীতিকে আরও গতিশীল করতে বাজেটে মূলধনী ব্যয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে মূলধনী ব্যয় ধরা হয়েছে ৮ হাজার ৯৪৫ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা। যা গত বছরের তুলনায় ১৩.১৯ শতাংশ বেশি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এবারের বাজেটে নতুন কোন কর আরোপের প্রস্তাব করা হয়নি। তিনি বলেন, রাজ্যের স্বাস্থ্য খাতের জন্য গত বছরের তুলনায় ২৫.২৯ শতাংশ বেশি হিসাবে মোট ২ হাজার ৪৪১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তাছাড়া

গ্রামোন্নয়নে ৪ হাজার ৯৪ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা, কৃষি ও সংশ্লিষ্টখাতে ১ হাজার ☛৬ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন

বিজেপির প্রথম তালিকা প্রকাশ, ১৪৪ প্রার্থীর নাম ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ১৬ মার্চ ।। আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল ভারতীয় জনতা পার্টি। সোমবার দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির বৈঠকের পর ১৪৪ জন প্রার্থীর নামের তালিকা অনুমোদন করা হয়েছে।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতি জোরদার করতেই এই তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তালিকায় বেশ কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে প্রার্থী করা হয়েছে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে, বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী-কে দুটি আসন থেকে প্রার্থী করা হয়েছেনন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর।

গত বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকেই শুভেন্দু অধিকারীকে প্রার্থী করেছিল বিজেপি। সেই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রাম থেকে তাঁর বিরুদ্ধে নির্বাচনে লড়ার ঘোষণা করেন। পাশাপাশি ভবানীপুর কেন্দ্র থেকেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তিনি।

নন্দীগ্রামে দু'জনের মধ্যে তীব্র লড়াই দেখা যায় এবং সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরাজিত হন। তবে ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে জয়ী হন তিনি। এবার সেই রাজনৈতিক সমীকরণকে সামনে রেখে শুভেন্দু অধিকারীকে নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুরদুই কেন্দ্র থেকেই প্রার্থী করেছে বিজেপি।

এদিকে শাসক দল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস মঙ্গলবার তাদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করতে পারে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

এর আগে নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করেছে যে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ভোটগ্রহণ হবে দুই দফায়২৩ এপ্রিল এবং ২৯ এপ্রিল।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানিয়েছেন, নির্বাচন প্রক্রিয়া সহজ ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ধাপের সংখ্যা সীমিত রাখা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি আসাম, কেরালা, তামিলনাড়ু এবং ☛৬ এর পাতায় দেখুন

২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট দিশাহীন বাজেট ঃ সুদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ ।। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট একটি সম্পূর্ণ দিশাহীন বাজেট। এই বাজেটে কাজের কাজ কিছুই হবে না। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই দাবি করলেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, রাজ্যের সাধারণ মানুষ এই বাজেটে সন্তুষ্ট হবেন না। তাঁর মতে, বাজেটে রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কার্যকর কোনও দিকনির্দেশনা নেই।

কংগ্রেস বিধায়কের অভিযোগ, রাজ্যে বেকারত্ব একটি বড় সমস্যা হলেও এবারের বাজেটে বেকার যুবকদের জন্য নতুন ☛৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য সরকারি কর্মী ও পেনশন ভোগীদের জন্য ৫ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ ।। আর্থিক চাপের মধ্যেও ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের জন্য ৫ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) বৃদ্ধির ঘোষণা করেছে। সোমবার ত্রিপুরা বিধানসভার অধিবেশনে এই ঘোষণা দেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক(ডা.) মানিক সাহা।

২০২৬—২৭ অর্থবর্ষের বাজেট পেশের পর বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী জানান, এদিন অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ☛৬ এর পাতায় দেখুন

২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট অন্তঃসারশূন্য জীতেন্দ্র চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ ।। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট দিশাহীন বাজেট। এবারের বাজেটে কোনও অভিনবত্ব নেই এবং বিগত দুই বছরের অন্তঃসারশূন্যতা থেকে এবারের রাজ্য বাজেটও বেরিয়ে আসতে পারেনি। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি তীব্র সমালোচনা করলেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি অভিযোগ করেন, প্রস্তাবিত বাজেট মূলত জোড়াতাপ্পি লাগানো একটি আর্থিক প্রস্তাব। যেখানে বাস্তব উন্নয়নের রূপরেখার বদলে শুধুই পরিসংখ্যানের বাগাড়ম্বর তুলে ধরা হয়েছে। তার মতে, বাজেটে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলির জন্য কোনও সুস্পষ্ট দিশা বা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেই। জীতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে নড়বড়ে অবস্থায় রয়েছে, কিন্তু বাজেটে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কার্যকর কোনও পরিকল্পনা বা দিকনির্দেশনা দেখা যায়নি। ☛৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসির ২৮টি আসনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬মার্চ ।। ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের নির্বাচন কমিশনার গত ১৩ মার্চ, ২০২৬ তারিখে ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের ২৮টি আসনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছেন। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুসারে ২৮টি নির্বাচনী কেন্দ্রে মোট ভোটারের সংখ্যা হচ্ছে ৯,৬২,৬৯৭ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ☛৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন বিজ্ঞপ্তি জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ ।। ভারতের নির্বাচন কমিশন আজ ৫৬-ধর্মনগর বিধানসভা নির্বাচনী কেন্দ্রের উপনির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে উপনির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন হচ্ছে আগামী ২৩ মার্চ, ২০২৬। মনোনয়নপত্র পরীক্ষা করা হবে আগামী ২৪ মার্চ, ২০২৬। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ ☛৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি সরকারের প্রচার ও বাস্তবের মধ্যে বিস্তর ফারাক ঃ প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ ।। কেন্দ্র ও বিভিন্ন বিজেপি শাসিত রাজ্যের সরকারের প্রচার এবং বাস্তব পরিস্থিতির মধ্যে বড় ফারাক রয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। সোমবার এক প্রেস বিবৃতিতে প্রদেশ কংগ্রেসের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তী দাবি করেন, 'বিকশিত ভারত' নামে যে ব্যাপক প্রচার চালানো হচ্ছে, তা মূলত সরকারি অর্থে পরিচালিত একতরফা প্রচারণা মাত্র।

বিবৃতিতে বলা হয়, সরকারি প্রচারযন্ত্র, বড় বড় মিডিয়া হাউস, সংবাদপত্র, আইটি সেল এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও বিভিন্ন প্রকল্পের সাফল্যের যে চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে, বাস্তবে তার সঙ্গে মাটির বাস্তবতার বড় অমিল রয়েছে। সাম্প্রতিক বাজেট অধিবেশনে বিভিন্ন দফতরের মন্ত্রীরা সংসদে যে তথ্য পেশ করেছেন, তা থেকেই এই বৈপরীত্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বলে দাবি করেন তিনি। প্রেস বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, কেন্দ্র সরকারের বহুল প্রচারিত জনধন অ্যাকাউন্ট প্রকল্পে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশে মোট ৫৬ কোটি ৯৮ লক্ষ অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৩৫ কোটি অ্যাকাউন্টের সঙ্গে আধার সংযোগ সম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ৩০ শতাংশ অ্যাকাউন্টে কোনও লেনদেন নেই এবং আরও ১০ শতাংশ অ্যাকাউন্টে কখনও কোনও অর্থ জমা পড়েনি। অর্থাৎ প্রায় ৪০ শতাংশ অ্যাকাউন্টই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে। সক্রিয় ☛৬ এর পাতায় দেখুন

২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেট জনকল্যাণমুখী ও শক্তিশালী ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ ।। ২০২৬—২৭ অর্থবছরের বাজেট জনকল্যাণমুখী, অভূতপূর্ব এবং শক্তিশালী বাজেট। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই দাবি করেছেন প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী। সাথে যোগ করেন, রাজ্য সরকার উন্নয়ন ও জনকল্যাণকে অগ্রাধিকার দিয়ে এই বাজেট পেশ করেছে। এর জন্য মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

সাংবাদিক সম্মেলনে সুব্রত চক্রবর্তী বলেন, ২০২৬—২৭ অর্থবছরের বাজেটে পর্যটন, শিক্ষা, কৃষি ও জনজাতি উন্নয়নের ক্ষেত্রে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যা রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে সহায়ক হবে। বাজেটে তীর্থমুখ মেলা প্রাঙ্গণের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য ১৫ কোটি ☛৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

Page 1.pmd 1 17-03-2026, 00:34

জাগরণ আগরতলা,১৭ মার্চ, ২০২৬ ইং
২ চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

বিজ্ঞানে সত্য, যুক্তি বিদ্যমান

বিজ্ঞানে আমরা সাধারণত সত্য, যুক্তি এবং প্রমাণের সন্ধান করি। কিন্তু এই ”নিষ্ঠুর সত্য” খোঁজার মানুষগুলো বা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সবসময় বৈষম্যের ঊর্ধ্বে থাকিতে পারেনি। বিজ্ঞানের ইতিহাস ঘাঁটিলে দেখা যায়, প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও কেবল লিঙ্গ, বর্ণ বা জাতিগত পরিচয়ের কারণে অনেক বিজ্ঞানীকে প্রাপ্য সম্মান বা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে।ইতিহাসের পাতায় অসংখ্য নারী বিজ্ঞানী তাহাদের প্রাপ্য স্বীকৃতি পাননি। একে প্রায়ই ”মাটিল্ডা ইফেক্ট” বলা হয়, যেখানে নারী বিজ্ঞানীদের কাজকে তাহাদের পুরুষ সহকর্মীদের নামে চালাইয়া দেওয়া হয় বা তাহাদের অবদানকে ছোট করিয়া দেখা হয়।বিজ্ঞানে আমরা সাধারণত সত্য, যুক্তি এবং প্রমাণের সন্ধান করি। কিন্তু এই ”নিষ্ঠুর সত্য” খোঁজার মানুষগুলো বা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সবসময় বৈষম্যের ঊর্ধ্বে থাকতে পারেনি। বিজ্ঞানের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও কেবল লিঙ্গ, বর্ণ বা জাতিগত পরিচয়ের কারণে অনেক বিজ্ঞানীকে প্রাপ্য সম্মান বা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে।ইতিহাসের পাতায় অসংখ্য নারী বিজ্ঞানী তাহাদের প্রাপ্য স্বীকৃতি পাননি। একে প্রায়ই ”মাটিল্ডা ইফেক্ট” বলা হয়, যেখানে নারী বিজ্ঞানীদের কাজকে তাহাদের পুরুষ সহকর্মীদের নামে চালাইয়া দেওয়া হয় বা তাহাদের অবদানকে ছোট করিয়া দেখা হয়।রোজালিন্ড ফ্র্যাঙ্কলিন: ডিএনএ-র ডাবল হেলিক্স কাঠামো আবিষ্কারে তাহার অবদান ছিল অনস্বীকার্য। কিন্তু নোবেল পুরস্কার পাইয়াছিলেন ওয়াটসন এবং ক্রিক, যেখানে ফ্র্যাঙ্কলিনের নাম অনেকটা আড়ালেই রহিয়া গিয়াছিলেন।জসেলিন বেল বার্নেল: পালসার আবিষ্কার করিয়াও তিনি নোবেল পাননি, পাইয়াছিলেন তাহার সুপারভাইজার।পাশ্চাত্য কেন্দ্রিক বিজ্ঞানের জয়গান গাইতে গিয়া অনেক সময় প্রাচ্যের বা অনুন্নত অঞ্চলের বিজ্ঞানীদের অবদানকে উপেক্ষা করা হইয়াছে। এছাড়া কৃষ্ণাঙ্গ বা সংখ্যালঘু বিজ্ঞানীদের গবেষণার সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে এখনো কাঠামোগত বাধা বিদ্যমান।বৈষম্য কেবল বিজ্ঞানীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, গবেষণার ক্ষেত্রেও দেখা যায়। দীর্ঘকাল ধরিয়া বেশিরভাগ ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল বা ওষুধের পরীক্ষা কেবল পুরুষদের শরীরের ওপর ভিত্তি করিয়া করা হইয়াছে। ফলে অনেক ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নারীদের ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে কাজ করিলেও তাহা অজানাই থাকিয়া গেছে।বর্তমানের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অনেক সময় বর্ণবাদী বা লিঙ্গবাদী আচরণ করে, কারণ যে ডাটা দিয়া এদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তাহাতে মানুষের তৈরি করা বৈষম্যগুলোই প্রতিফলিত হয়।উন্নত দেশগুলোর হাতে গবেষণার বিশাল তহবিল থাকায় তাহারা বিজ্ঞানের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণ করে। এর ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোর নিজস্ব সমস্যাগুলো (যেমন: ক্রান্তীয় রোগ বা স্থানীয় কৃষি সমস্যা) অনেক সময় গবেষণার মূল স্রোতে গুরুত্ব পায় না।বিজ্ঞান নিজে বৈষম্য করে না, কিন্তু বিজ্ঞান চর্চার পদ্ধতি এবং সমাজ ব্যবস্থা বৈষম্যমুক্ত নয়। বর্তমানে ”শিক্ষায় বৈচিত্র্য আনিবার চেষ্টা চলিতেছে, যাহাতে মেধা কোনো গণ্ডিতে আটকাইয়া না থাকে। বিজ্ঞানের আবিষ্কার মানব সভ্যতাকে আদিম অন্ধকার যুগ থেকে টানিয়া আনিয়া আজকের আধুনিক, গতিশীল এবং আরামদায়ক পৃথিবীতে পৌঁছিয়া দিয়াছে। একসময় মানুষ প্রকৃতির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিল, কিন্তু আজ মানুষ প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা অর্জন করিয়াছে।মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে বিজ্ঞানের ভূমিকা মূলত তিনটি প্রধান স্তম্ভের ওপর দাঁড়াইয়া আছে। বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় অবদান সম্ভবত চিকিৎসাবিজ্ঞানে। একসময় গুটিবসন্ত বা কলেরার মতো রোগে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হইয়া যাইত। আজ টিকা অ্যান্টিবায়োটিক এবং উন্নত অস্ত্রোপচার পদ্ধতি মানুষের গড় আয়ু দ্বিগুণ বাড়াইয়া দিয়াছে। মানুষ এখন নিজের শরীরের ব্লুপ্রিন্ট পড়িতে পারে।বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষের হৃদপিণ্ড বা কিডনি প্রতিস্থাপন করিয়া জীবন বাঁচানো সম্ভব হইতেছে।

বিলোনিয়ায় রবীন্দ্র পরিষদের উদ্যোগে ‘বসন্ত উৎসব’ ও রবীন্দ্র সাহিত্য আলোচনা সভা

বিলোনিয়া, ১৬ মার্চ : ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদ, বিলোনিয়া শাখার উদ্যোগে এবং বিলোনিয়া পুর পরিষদের সহযোগিতায় ১৫ই মার্চ বিলোনিয়ার পুরাতন টাউন হলে অনুষ্ঠিত হল এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষানবীশদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে এদিন আয়োজন করা হয় রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য ‘বসন্ত উৎসব’ এবং রবীন্দ্র সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা সভা।

অনুষ্ঠান শুরুর আগে বিলোনিয়া রবীন্দ্র পরিষদ এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা সারিবদ্ধভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গাইতে পরিষদ ভবন ‘প্রাচী গৃহ’ থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে টাউন হলে প্রবেশ করেন। উৎসবমুখর এই শোভাযাত্রা পথচারী ও শহরবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সকলেই এই সুন্দর উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

অনুষ্ঠানের মূলপর্বে উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া মহকুমা শাসক দেবজ্যোতি রায়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে তিনি ও অন্যান্য অতিথিরা অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। স্বাগত ভাষণে বিলোনিয়া রবীন্দ্র পরিষদের সম্পাদক গোপাল চন্দ্র দাস পরিষদের গত ৩৭ বছরের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন এবং রবীন্দ্র ভাবনায় বসন্ত উৎসবের তাৎপর্য নিয়ে আলোকপাত করেন।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. নির্মল দাশ। তিনি তাঁর বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনের নানা দিক এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর আত্মিক সম্পর্কের বিষয়টি তুলে ধরেন। বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও ভাষা গবেষক অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. রবীন্দ্র দত্তও কবিগুরুর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. শৌভিক বাগচী রবীন্দ্র বিষয়ক আলোচনার পাশাপাশি মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম সফলভাবে সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করার জন্য বিলোনিয়া রবীন্দ্র পরিষদকে ধন্যবাদ জানান। এছাড়াও পরিষদের নৃত্যভানু শাখার শিক্ষক ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক রত্নদীপ রায় রবীন্দ্র নৃত্যভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন।সাংস্কৃতিক পর্বে পরিষদের গীতালি শাখার শিক্ষিকা তথা রবীন্দ্রভারতীর প্রাক্তনী তানিয়া দে-র পরিচালনায় শিল্পী সৌম্য সাহা সহ অন্যান্য শিল্পী ও ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশনায় গীতিআলেখ্য ‘বসন্তোৎসব’ মঞ্চস্থ হয়। নৃত্যভানু শাখার শিক্ষিকা তৃণা কর্মকারের নৃত্য পরিচালনায় বসন্ত উৎসবের নৃত্যানুষ্ঠানও দর্শকদের মুগ্ধ করে। বিশেষভাবে বিশ্বভারতীর গবেষক রত্নদ্বীপ রায়ের নৃত্য পরিবেশনাও উপস্থিত সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। সমগ্র অনুষ্ঠানে ভাষ্যপাঠ করেন শিক্ষিকা সায়ন্তিকা ভট্টাচার্য্য।উল্লেখ্য, গতবারের মতো এ বছরও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম বিলোনিয়া রবীন্দ্র পরিষদে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষণ চলাকালীন রবীন্দ্রনাথের জীবন, দর্শন ও সাহিত্য নিয়ে বিশেষ ক্লাস নেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ও জেলা দায়রা আদালতের প্রাক্তন বিচারক তথা বিলোনিয়া রবীন্দ্র পরিষদের সভাপতি আশীষ পাল। তিনি তাঁর বক্তব্যে বিলোনিয়া পুর পরিষদ এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পরিষদের সহ-সভাপতি বিনয় পাল এবং সহ-সম্পাদক অরিজিৎ চৌধুরী উপস্থিত শ্রোতা, অভিভাবক ও সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের ধন্যবাদ জানিয়ে ভবিষ্যতেও এভাবে পাশে থাকার আহ্বান জানান।

পরিশেষে ‘রাঙিয়ে দিয়ে যাও’ গানের তালে তালে রঙ উৎসবের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। রবীন্দ্র ভাবনায় অনুপ্রাণিত এই দোল উৎসব উপস্থিত সকলেই আবেগভরে উপভোগ করেন।

বিজ্ঞান চর্চায় এগিয়ে কলকাতা তবে প্রদীপের নীচে অন্ধকারও আছে

শোভনলাল চক্রবর্তী

বিশ্বের বড় বড় শহর ও “মেট্রোপলিটন এরিয়া”র বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানগুলিতে গবেষকরা কেমন কাজ করছেন, কত সংখ্যক এবং কত উচ্চমার্গের বিজ্ঞান-বিষয়ক পেপার প্রকাশিত হচ্ছে তাঁদের সেই তথ্যের ভিত্তিতে প্রতি বছর বিশ্বের সেরা দু’শো বিজ্ঞান-নগরীর তালিকা প্রকাশ করে “সায়েন্স ইন্ডেক্স”। গত বছরের তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি তালিকাটি প্রকাশ পেল সম্প্রতি, সেখানেই দেখা গেল, প্রথম একশোয় স্থান পেয়েছে ভারতের কলকাতা, বেঙ্গালুরু ও মুম্বাই, যথাক্রমে ৮৪, ৮৫ ও ৯৮ নম্বরে; ১২৪ নম্বরে আছে দিল্লিও। এই ভারতীয় শহরগুলি এর আগেও স্থান পেয়েছিল এই তালিকায়, কোভিডধ্বস্ত ২০২০ সালেও বেঙ্গালুরু ও কলকাতা ছিল একশোর মধ্যে। তবে তাক লাগিয়ে দিয়েছে চিন: এ বারের তালিকায় প্রথম ও দ্বিতীয় সেরা শহর বেজিং ও শাংহাই, প্রথম কুড়ির মধ্যে দশটিই চিনের। নিউ ইয়র্ক, বস্টন, সান ফ্রান্সিসকো, বাল্টিমোর, টোকিয়ো, প্যারিস, সোল, লন্ডন, লস অ্যাঞ্জেলেস, শিকাগোও আছে প্রথম কুড়িতে চিন এক বিরল ও প্রবল ব্যতিক্রম: অ্যাথলেটিক্স থেকে বিজ্ঞান, বুলেট ট্রেন থেকে নগর-পরিকল্পনা, সব কিছুতেই সেরার শিরোপা পেতে তাদের সরকার স্থিরলক্ষ্য ও দরাজ। অন্য শহরগুলির নাম ও মানচিত্রের অবস্থান দেখলেও বোঝা যাবে, সেরা বিজ্ঞান- নগরী তালিকায় তারাই উপরের দিকে, রাষ্ট্রীয় ভাবে যাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পরিকাঠামো নির্বিকল্প। আবার শহরের নাগরিক পরিকাঠামো ও সুযোগ- সুবিধা যে বিজ্ঞান-গবেষণার কাজে ছাপ ফেলতে পারে তাও প্রমাণিত। “নেচার ইন্ডেক্স” কর্তৃপক্ষ উদাহরণ দিয়েছেন সান ফ্রান্সিসকো বে এরিয়া-য় অস্বাভাবিক বেশি বাড়িভাড়া বা খরচের, গবেষকরা সেই ভাড়া গুনতে অপারগ হলে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের সরে যেতে হবে অন্যত্র, তার জেরেও একটি বড় শহরের ”ক্রমাবনতি” ঘটতেই পারে! আবার তথাকথিত ছোট অনেক চিনা শহর যে এ বছর তালিকায় ঈর্ষণীয় স্থানে তার কারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এক-একটি বিশেষ ক্ষেত্র ধরে ধরে এক-একটি শহর বা অঞ্চলকে তৈরি করা হচ্ছে বিশ্বমানের। এই যেখানে সার্বিক চিত্রটি, তার পাশে প্রথম একশোর মধ্যে বেঙ্গালুরু ও বিশেষ করে কলকাতার স্থান পাওয়া, উপরন্তু সেই গৌরব ধরে রাখতে পারার ধারাবাহিকতাকে প্রশংসা না করে উপায় নেই। বিজ্ঞান-গবেষণার পরিকাঠামো, উন্নত সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সহজলভ্যতা থেকে শুরু করে গবেষকদের আর্থিক ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা- কোনও দিক থেকেই কলকাতার ছবিটি অত্যুজ্জ্বল কি? রাজ্য বা কেন্দ্র, কোনও সরকারেরই এ বিষয়ে ভাবনা বা আগ্রহের প্রমাণ মেলে না, বিজ্ঞানে বরাদ্দ হ্রাস ও বহুবিধ অব্যবস্থা নিয়ে এ শহর, রাজ্য স্থান করে নিয়েছে। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতেও বহু নামী গবেষক কাজ করে গেছেন। বসু বিজ্ঞান মন্দির, মেঘনাদ সাহা ইনস্টিটিউটে একাধিক গবেষণাপত্র বিশ্বের নামী জার্নালগুলিতে প্রকাশিত হয়। কথা হচ্ছে এর পরেও যদি রাষ্ট্রের ঘুম না ভাঙে, তবে তা হবে আরও দুর্ভাগ্যের।

বিজ্ঞান- চর্চার সুযোগ মানে যে স্রেফ এআই-এর পাঠক্রম খুলে দেওয়া নয়, বিজ্ঞান- গবেষণা ও গবেষক উভয়েরই সামগ্রিক ও সযত্ন লালন, বুঝতে হবে সবার আগে। ২০২১ সালে মাধ্যমিক-উত্তীর্ণদের মাত্র ১০ শতাংশ (৮০ হাজার) বিজ্ঞানে ভর্তি হয়েছে। তাদের মধ্যে আবার গণিত-সহ বিজ্ঞান পড়তে চায় মাত্র ২০ হাজার ছাত্রছাত্রী। গণিতে অনীহার কারণগুলি খুঁজে বার করার দায়িত্ব কি রাজ্য শিক্ষা দফতরের নয়? সামাজিক অসাম্যের প্রশ্নও ওঠে। গণিত-সহ বিজ্ঞানে ভাল নম্বর পাচ্ছে যারা, তাদের কত শতাংশ গ্রামের ছেলেমেয়ে। গ্রামাঞ্চলের কতগুলো সরকারি স্কুলে নতুন করে বিজ্ঞান- শাখার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে? বিজ্ঞান শিক্ষকের অভাবে কতগুলো স্কুলের বিজ্ঞান শাখার অনুমোদন বাতিল হয়েছে? কতগুলো স্কুলে নতুন করে বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরি তৈরি হয়েছে? উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান এড়িয়ে যাওয়ার একটা প্রধান কারণ, পড়াশোনার খরচ। বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে চাইলে আগে চাই ভাল প্রাইভেট টিউটর। কিন্তু কেন? আর যদি বা বিজ্ঞান-শিক্ষার খরচ বেশি হয়, স্কলারশিপের ব্যবস্থা কি করা যায় নাংচারটি স্তম্ভের উপরে দাঁড়িয়ে থাকে শিক্ষাব্যবস্থা, সিলেবাস, পাঠ্যবই, শ্রেণিকক্ষের অনুশীলন, মূল্যায়ন ব্যবস্থা। বিজ্ঞান-শিক্ষকদের একটি বড় অংশের অভিযোগ, উচ্চ মাধ্যমিকের সিলেবাস সর্বভারতীয় সিলেবাসকে অনুসরণ করে তৈরি হলেও, রাজ্যের নবম-দশম শ্রেণির সিলেবাসের সঙ্গে একাদশ-দ্বাদশের সিলেবাসের বিস্তর দূরত্ব। সিবিএসই বা আইসিএসই বোর্ড তাদের সেকেন্ডারি সিলেবাস, শ্রেণিকক্ষের পঠনপাঠন ও মূল্যায়ন পদ্ধতি যতটা উচ্চ মাধ্যমিক সিলেবাসের মূল্যায়ন পদ্ধতির কাছাকাছি আনতে পেরেছে, এ রাজ্যে সে দিকে অনেকটাই ফারাক থেকে গিয়েছে, বিশেষত বিজ্ঞানের বিষয়গুলিতে। অনেকে মনে করছেন, মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিষয়ভিত্তিক নম্বর বাড়ানোর দিকেই জোর থাকছে বেশি। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কাঙ্ক্ষিত শিখন-দক্ষতা (লার্নিং আউটকাম) কতটা তৈরি হচ্ছে, সে দিকে নজর থাকছে না। যার ফলে দেখা যাচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের আত্মবিশ্বাসের অভাব, উচ্চ মাধ্যমিকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার অনীহা। শিশু-কিশোর মননে কতটা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জিত হল, যা প্রতিফলিত হতে পারত জাতির জীবনে তা কে ভাবছে? বিজ্ঞান-শিক্ষার সুফল পেল কি তারা, না কি অন্ধ উপভোক্তার মতো ইন্টারনেটে আসক্তিতেই মগ্ন রইল? সেই অন্যমনস্কতা, উপেক্ষার সুযোগে বিজ্ঞান-শিক্ষার পরিসর সঙ্কুচিত হচ্ছে। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি স্কুলে বিজ্ঞান শাখায় পড়ুয়ার সংখ্যা যেখানে তিন লক্ষ, ২০২৪ সালে সেই পড়ুয়ার সংখ্যা কমতে কমতে দাঁড়িয়েছে এক লক্ষে (১,০৫,৮১০)। রাজ্যের কলেজগুলোতে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিদ্যার মতো বিষয়ে “সিট” ফাঁকাই পড়ে থাকছে। গোটা দেশের ছবিটাও আশাজনক নয়- দশম শ্রেণির পর মোট পড়ুয়ার মাত্র ১৫-১৭ শতাংশ ভর্তি হচ্ছে বিজ্ঞান শাখায়। ২০১৬, ২০১৭ এবং ২০১৮ সালের একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, রাজ্যের সরকারি স্কুলগুলিতে বিজ্ঞান-শিক্ষায় পড়ুয়াদের সংখ্যা দ্রুত কমে যাচ্ছে। উদ্বিগ্ন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ রাজ্যের স্কুলগুলির প্রধানদের চিঠি পাঠিয়ে আবেদন করে, ক্লাসে বিজ্ঞান-শিক্ষার গুণগত মান বাড়ানো হোক। তাতে কাজ হয়নি। ৯০ শতাংশের বেশি নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রী কলাবিভাগ থেকেই বেশি। আর বিজ্ঞানমনস্কতার কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা এখনও বগলামুখী কবজেই পড়ে আছে। শরীরে পশ্চিমি পোশাক, হাতে, কানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যন্ত্রাদি, কিন্তু কোমরে বা হাতে রয়েছে মন্ত্রপূত মাদুলি, এ দৃশ্যে আমরা এতটাই অভ্যস্থ হয়ে গেছি যে এই অভূতপূর্ব বৈপরীত্য আমাদের মনে কোনও প্রশ্নের জন্ম দেয় না। দৃশ্য মাধ্যম ছেয়ে গেছে জ্যোতিষী আর তন্ত্রসাধকদের বিজ্ঞাপনে। যে শহরের চার মাথার মোড়ে শোভা পায় ভাগ্য ফেরানোর জন্য আসল গ্রহরত্নের বিশাল বিজ্ঞাপন, সেই শহরই আবার বিজ্ঞান চর্চার সেরার মুকুট জয় করে, এই অসম্ভব দ্বান্দ্বিকতার আরেক নামই হয়ত কলকাতা। **(সৌজন্যে - দৈ :স্টেটসম্যান)**

‘ধূসর পাহাড়ের’ শিল্পী জয়তুর জয়

পার্থ শঙ্কর সাহা

লেখার বদলে বাংলা, ইংরেজি, অঙ্কের খাতা ভরা থাকত ছবিতে। শুধু খাতা কেন, কোনো কাগজ পেলেই ছেলেটা ছবি আঁকত। এ জন্য অবশ্য মা-বাবা কখনো বকাঝকা করেননি; বরং উৎসাহ দিয়েছেন। ছেলেটার আঁকা ছবিতে থাকত তাঁর দেখা চারপাশ। পাহাড়-জুম খেত-জুমিয়া-বসতবাড়ি আর কাপ্তাই লেক। নৌকাযোগে ওই কাপ্তাই লেক পাড়ি দিয়েই যেতে হয় মোবাছড়ি; যেখানে শিল্পী জয়তু চাকমার জন্ম, যেখানে আজও সরবরাহের বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। অথচ এই কাপ্তাই লেক করার জন্য পাহাড়ের বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয় গত শতকের পঞ্চাশের দশকে। ভেসে যায় লক্ষাধিক পাহাড়ি মানুষের জমি ও আবাসস্থল। সেই দুর্দশা, উন্নয়নের স্বপ্ন দেখানো প্রকল্পের অভিঘাত, পাহাড়ি মানুষের দুর্গতি বারবার উঠে এসেছে জয়তু চাকমার ছবিতে। এই যুবকের এসব ছবি এ বছর জাতিসংঘের একটি সংস্থার পুরস্কার জিতেছে। বিশ্বের আট ‘সংখ্যালঘু শিল্পী’র মধ্যে ছিলেন রাঙামাটির জয়তু চাকমা। পুরস্কার সম্প্রতি নিয়েও এসেছেন সুইজারল্যান্ডের জেনেভা থেকে। সেসব কথায় পরে আসছি।

জাতিসংঘের মানবাধিকার---বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের (ওএইচসিএইচআর) ওয়েবসাইটে জয়তুর পুরস্কার জয়ের কথা জেনে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি। কথামতো রাজধানীর কাজীপাড়ায় একটি রেস্তোরাঁয় তাঁর সঙ্গে কথা হয় মধ্য অঘ্রানের এক বিকেলে।

বাবা প্রভাত কিশোর চাকমা ও মা বুদ্ধমালা চাকমার দুই ছেলের মধ্যে ছোট জয়তু চাকমা। রাঙামাটি সদর থেকে ইঞ্জিনচালিত নৌকায় করে জয়তুদের বাড়ি প্রায় আধঘণ্টার পথ। গ্রামের স্কুলেই পড়েছেন দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত। প্রতি শুক্রবার বাড়িতে থাকা নৌকা চালিয়ে জয়তুকে তাঁর বাবাই নিয়ে যেতেন রাঙামাটি চারুকলা একাডেমিতে। সেখানে শিল্পী রতিকান্ত তঞ্চঙ্গ্যার কাছেই ছবির প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা শুরু। এএসসি ও এইচএসসি পাস করেছেন রাঙামাটি থেকে। এরপর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটে ভর্তি হন। সেখান থেকে পেইন্টিংয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষক ঢালী আল মামুন ও অলোক রায়ের সাহচর্য তাঁকে সমৃদ্ধ করেছে, স্বীকার করেন জয়তু। এরপর বৃত্তি নিয়ে যান রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারপর দেশে ফিরে ঢাকাতেই থিতু হয়েছেন। তবে ছবির অনুষঙ্গ এখনো সেই পাহাড়।

এ শিল্পীর কাজগুলোর একটা বড় অংশজুড়েই কাপ্তাই লেক ও ধ্বংসের মুখে থাকা প্রকৃতি। লেকের পানিতে জয়তুদের আদি বাড়িটিও নিমজ্জিত হয়েছিল। সেই গল্প তিনি শুনেছেন বাড়ির বয়স্কদের কাছে। লেক এখন ভ্রমণপিপাসু পর্যটকদের বড় আকর্ষণের স্থান। কিন্তু তাঁর এক ছবিতে দেখি ত্রিভুজাকৃতির ফ্রেমের মধ্যে গোলাকার এক জলাশয়। সেখানে একজন ডুবে আছে। দেখা যাচ্ছে তার হাতটুকু। সেই হাতও বাঁধা সুতায়।

জয়তু বলছিলেন, ‘যেভাবে পাহাড়ের বাইরের মানুষ কাপ্তাই লেককে দেখেন, আমরা পাহাড়িরা তো সেভাবে দেখি না। এই সৌন্দর্য উৎপন্ন করতে গিয়ে লক্ষাধিক পাহাড়ি উদ্বাস্তু হয়েছেন। আমি তাঁদের কথাই বলতে চেয়েছি।’

পাহাড় তো সবুজ হয়। মূলত তার গায়ের সবুজ গাছগাছালিই এই রং ছড়ায়। সেই পাহাড়ের বুকে থাকে ঝরনা। গাছে বাসা বাঁধে হরেক রঙের পাখি। কিন্তু জয়তুর ছবির পাহাড়ের বেশির ভাগই বিবর্ণ, ধূসর। এমন এক ছবিতে দেখি, গাছহীন বিবর্ণ পাহাড়। রক্ত ঝরছে তার বুক থেকে। পাহাড়ের ঠিক মাথায় একাকী এক রংরাঙ পাখি বসে আছে।

পাহাড়ের ঠিক মাথায় একাকী এক রংরাঙ পাখি বসে আছে।

জয়তুর পাহাড় বিবর্ণ কেন? শিল্পীর জবাব, ‘এখন পাহাড় অনেক উন্নত। পাহাড়ের সীমানায় এখন যান চলাচলের রাস্তা। এখন পাহাড়ের চূড়ায় উঠে সুইমিংপুলের শীতল জলে সাঁতরানো যায়। কিন্তু তার বদৌলতে পাহাড়িরা কী পাচ্ছে?’

জয়তু এসব প্রশ্নই তোলেন তাঁর ছবিতে। ওএইচসিএইচআরের যে পুরস্কার জয়তুসহ আটজন শিল্পী পেয়েছেন, তাঁরা সবাই-ই নিজ দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। ওএইচসিএইচআর বলেছে, এসব শিল্পী শুধু শিল্পী নন, একেকজন মানবাধিকারকর্মী। তাঁরা তাঁদের আত্মপরিচয়কে উন্মোচন করেন রঙে, ভাস্কর্যে নানা ঢঙে।

‘ইন্টারন্যাশনাল মাইনরটি আর্টিস্ট অ্যাওয়ার্ড’---এর ‘ইয়ুথ’(তরুণ) ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেয়েছেন জয়তু। তাঁর ছবি প্রসঙ্গে ওএইচসিএইচআরের চিত্র প্রতিযোগিতার বিচারকেরা বলেছেন, ‘তাঁর শিল্পকর্মে পার্বত্য চট্টগ্রামের না---বলা মর্মান্তিক নানা কথা, পাহাড়ের মানুষের নিরন্তর সংগ্রামের চিত্র ফুটে ওঠে।’ জয়তুর ছবির সঙ্গে অনেক আগে থেকেই পরিচিত আরেক গুণী পাহাড়ি শিল্পী কনক চাঁপা চাকমা। তিনি বলছিলেন, ‘পাহাড়ের ধ্বংস হতে থাকা প্রকৃতি, বাস্তুতন্ত্রএই সবই ও তুলে ধরে ভিন্নমাত্রায়। দেখবেন ওর সব ছবি ত্রিভুজাকৃতির। অর্থাৎ একটা পাহাড়ের আদল ও দেওয়ার চেষ্টা করে ফ্রেমেও। এটা আমি খুব কম দেখেছি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের জীবন ও প্রকৃতিকে রংতুলিতে তুলে ধরার ইতিহাস একেবারে নতুন নয়। গত শতকের পঞ্চাশের দশকে শিল্পী চুনীলাল দেওয়ান এর পথিকৃৎ। তিনি ছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের সহকর্মী। চুনীলাল দেওয়ান কলকাতা আর্ট কলেজেরও ছাত্র ছিলেন। আর জয়তু যে পুরস্কার পেয়েছেন, এর আগে তুফান চাকমা নামে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও একজন শিল্পী পেয়েছিলেন। চিত্রকলার ক্ষেত্রে তুফান ও জয়তুদের এসব আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাহাড়ের তরুণদেরও আকৃষ্ট করবে বলেই মনে করেন শিল্পী কনক চাঁপা।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অন্য রূপ

আব্দুল্লাহ আল মাকসুদ

ক্ষুধা, দারিদ্র্য, জরামুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন কে না দেখে। কিন্তু সেই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করতে সবচেয়ে ভালো কাজ করতে পারেন বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানী দম্পতি ড. উইল ও এভলিন ক্যাস্টর কাজ করছেন এমন স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য। তাঁদের বিশ্বাস, বর্তমান পৃথিবীর হাজারো সমস্যার সবচেয়ে সুন্দর সমাধান দিতে পারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। নিখুঁতভাবে স্মৃতি মনে রাখতে পারে না মানুষের মস্তিষ্ক। নতুন করে তথ্য নেওয়াও কঠিন আর সময়সাপেক্ষ। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এসব সমস্যা নেই। মুহূর্তের মধ্যেই পৃথিবীর সব জ্ঞান কাজে লাগিয়ে সিদ্ধান্ত বা নতুন কিছু আবিষ্কার কেবল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাই করতে পারে। যদি সেভাবে তৈরি করে নেটওয়ার্কে সংযুক্ত করা যায়, মানবজাতি যে সমাধানের জন্য হাজার বছর খেটেছে, শক্তিশালী কোনো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার তা বের করতে হয়তো লাগবে কয়েক মুহূর্ত।

এ তো গেল বিজ্ঞানীদের চিন্তা। এর বিপরীতেও আছে কিছু মানুষ। তারা ভাবে ভিন্নভাবে। তারা মনে করে, এমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা থাকা উচিত নয়। তাই এই কার্যক্রম বন্ধ করতে মরিয়া তারা। চরমপন্থা অবলম্বনেও কোনো অসুবিধা নেই তাদের। কনফারেন্স শেষে বের হয়ে তাদের এক সদস্যের হাতে গুলিবিদ্ধ হন উইল ক্যাস্টর। এগিয়ে চলে মুভির গল্প।

শেষ পর্যন্ত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কত দূর এগিয়েছিল? বিজ্ঞানী দম্পতির প্রত্যাশা কি পূরণ হয়েছিল, নাকি বেরিয়ে এসেছিল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভয়ংকর রূপ? জানতে হলে দেখতে হবে পুরো মুভিটি। ট্রানসেনডেন্স মুভিটি পরিচালনা করেছেন মার্কিন চলচ্চিত্র সিনেমাটোগ্রাফার ও পরিচালক ওয়ালি ফিস্টার। ক্রিস্টোফার নোলানের একাধিক মুভিসহ বিভিন্ন পরিচালকের অর্ধশতাধিক মুভিতে কাজ করেছেন চিত্রগ্রাহক হিসেবে। গুণী এই মানুষ ইনসেপশন মুভির চিত্রগ্রহণের জন্য ২০১০ সালে অস্কারও জিতেছেন। বড় পর্দায় পরিচালক হিসেবে এটাই তাঁর প্রথম কাজ। চলচ্চিত্রটিতে ড. ক্যাস্টর উইলের চরিত্রে অভিনয় করেছেন জনি ডেপ। এ ছাড়া মরগান ফ্রিম্যান, রেবেকা হল, পল বেটানি, কিলিয়ান মারফি ও কোল হাউসারের মতো শক্তিমান শিল্পীরা অভিনয় করেছেন এতে। প্রত্যেকেই দারুণ অভিনয় করেছেন। তবে চলচ্চিত্রটিতে অভিনয়ের জন্য বেশ সমালোচিত হয়েছিলেন জনি ডেপ। মার্কিন চিত্রনাট্যকার জ্যাক প্যাগলেনের এই চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য সবার মন কেড়ে নেয়। হলিউডের ইতিহাসে সবচেয়ে জনপ্রিয় চিত্রনাট্যগুলোর একটি হিসেবে ধরা হয় এটাকে।

দুর্দান্ত চিত্রনাট্য, বিখ্যাত সব অভিনেতা থাকা সত্ত্বেও ব্যবসায় ব্যর্থ মুভি ট্রানসেনডেন্স। প্রায় দেড় কোটি মার্কিন ডলার খরচ করে নির্মিত হয়েছিল ছবিটি। আয় করেছে মাত্র এক কোটি মার্কিন ডলারের মতো। দর্শক হিসেবে এর কারণ আমার কাছে অস্পষ্ট। সমালোচকদের মতে, এর গল্পের কাঠামো, চরিত্রায়ণ এবং সংলাপ বেশ দুর্বল। যার কারণে ব্যবসাসফল হতে পারেনি বলে ধারণা করা হয়। অন্যদিকে মুভিটির সিনেমাটোগ্রাফি, অভিনয় এবং ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরের মতো দিকগুলো বেশ প্রশংসিত হয়েছে দর্শকদের কাছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বলা হয়েছে মুভিটির পুরো গল্প। প্রযুক্তি কত দূর যেতে সক্ষম, তার একটি ছবি আঁকা হয়েছে ট্রানসেনডেন্স---এ। চমৎকার ভিএফএক্সের সঙ্গে গল্পে এমন কিছু দেখতে পাবেন, যা হয়তো এত দিন কল্পনাও করতে পারেননি। অথচ নিজের মনেই হয়তো বলে উঠবেন, অসম্ভব নয়। এ হয়তো নিকট ভবিষ্যতেরই গল্প। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কাল্পনিক গল্পের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে আছে ভালোবাসা আর আবেগের এক ভিন্ন গল্প। আছে মানুষের চরমপন্থার চিরাচারিত ভয়াবহতা। মোটকথা, বিজ্ঞান কল্পগল্প, অ্যাকশন, ড্রামাএই তিন শাখার স্বাদ আছে মুভিটিতে। সরল অথচ উত্তেজনাপূর্ণ কাহিনি হওয়ায় দেখতে বসলে ছেড়ে ওঠা কঠিন। ব্যক্তিগতভাবে চলচ্চিত্রটি আমার কাছে দারুণ লেগেছে। সায়েন্স ফিকশন পছন্দ করেন, এমন যেকোনো মানুষের ভালো লাগবে আশা করা যায়। হাতে সময় থাকলে পরিবার নিয়ে দেখতে পারেন ট্রানসেনডেন্স। সময়টা উশুল হবে, এটুকু বলতে পারি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শূকর পালনকারীদের জন্য দুই দিনের আন্তঃরাজ্য এক্সপোজার ভিজিট আয়োজন

আগরতলা, ১৬ মার্চ : ত্রিপুরা গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিষেবা সরবরাহ প্রকল্প (টিআরইএসপি)-এর আওতায় পশুসম্পদ সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর, ত্রিপুরা সরকারের প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট-এর উদ্যোগে শূকর পালনকারী প্রযোজক গোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য দুই দিনের আন্তঃ রাজ্য এক্সপোজার ভিজিটের আয়োজন করা হয়েছে। এটি পিগারি প্রযোজক গোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য দ্বিতীয় ব্যাচের এক্সপোজার ভিজিট কর্মসূচি।এই কর্মসূচিতে গোমতী ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার টিআরইএসপি-এর অধীন গোমতী ডিপিএমইউ এলাকার পিগারি প্রযোজক গোষ্ঠীর সদস্যরা অংশগ্রহণ করছেন। এর মূল লক্ষ্য হলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শূকর পালন, উন্নত প্রজনন ব্যবস্থা, সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনা, রোগ প্রতিরোধ এবং আধুনিক শূকর উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে কৃষকদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা।এই কর্মসূচিতে টিআরইসপি-এর অধীনে শূকর পালন কার্যক্রমে যুক্ত মোট ২১ জন প্রযোজক গোষ্ঠীর সদস্য অংশগ্রহণ করছেন। দুই দিনের ই এক্সপোজার ভিজিট অনুষ্ঠিত হচ্ছে ১৬ ও ১৭ মার্চ ২০২৬ তারিখে আসামের রানিতে অবস্থিত আইসিএআর—ন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টার অন পিগ-, যা ভারতে শূকর গবেষণা ও উন্নয়নের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠান। অংশগ্রহণকারীরা ১৫ মার্চ ত্রিপুরা থেকে যাত্রা শুরু করেছেন এবং কর্মসূচি শেষে ১৮ মার্চ ফিরে আসবেন।এই সফরের সময় অংশগ্রহণকারীরা আইসিএআর—এনআরসিপি-র বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন। পাশাপাশি আধুনিক শূকর পালনের প্রযুক্তি, উন্নত জাতের শূকর, খাদ্য প্রস্তুতির পদ্ধতি, রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং বৈজ্ঞানিক খামার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সরাসরি ধারণা লাভ করবেন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষকরা আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করে উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই পশুপালনের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির সুযোগ পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে।এই এক্সপোজার ভিজিটের আয়োজন করেছে পিআইইউ, এআরডিডি, টিআরইসপি বং এতে সহযোগিতা করেছেন টিআরইসপি-এর পিমইউ-এর সংশ্লিষ্ট লাইভস্টক স্পেশালিস্ট, জেলা ও ব্লক পর্যায়ের টিআরইসপি আধিকারিক এবং টেকনিক্যাল সাপোর্ট এজেন্সি।দলটির সঙ্গে রয়েছেন পশু চিকিৎসক ডা. লিটন রিয়াং, করবুক ভেটেরিনারি ডিসপেনসারির ভেটেরিনারি অফিসার ও সফর কর্মসূচির বাস্তবায়নকারী আধিকারিক, গোমতী ডিপিমইউ টিআরইসপি-এর জেলা কর্মসূচি ব্যবস্থাপক কিনর ভৌমিক, করবুক বিপিমইউ টিআরইসপি-এর ব্লক প্রোগ্রাম ম্যানেজার অজয় ভাদুড়ি এবং টেকনিক্যাল সাপোর্ট এজেন্সির সিনিয়র টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞ ডা. কাবুয়েল দেববর্মা।এছাড়াও এই কর্মসূচিতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করছেন টেকনিক্যাল সাপোর্ট এজেন্সির টিম লিডার ডা. নিধিশ ভারতদ্বাজ।টিআরএসপি-এর অধীনে এ ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে ত্রিপুরার গ্রামীণ শূকর পালনকারীদের জীবিকা আরও শক্তিশালী করা এবং পশুপালন খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে।

বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন: বিজেপির প্রথম তালিকায় বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিত্ব

কলকাতা, ১৬ মার্চ: আগামী মাসে অনুষ্ঠিত হতে চলা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ১৪৪ জন প্রার্থীর প্রথম তালিকা প্রকাশ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি।

সোমবার প্রকাশিত এই তালিকায় বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধিত্ব লক্ষ করা গেছে।

তবে ২০২১ সালের নির্বাচনের তুলনায় এবার চলচ্চিত্র ও গ্ল্যামার জগতের প্রতিনিধিত্ব অনেকটাই কম। এই তালিকায় মাত্র দু'জন প্রার্থী রয়েছেন এই ক্ষেত্র থেকেঅভিনেতা থেকে রাজনীতিতে আসা রুদ্রনীল ঘোষ, শিবপুর (হাওড়া) কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছেন, এবং ফ্যাশন ডিজাইনার থেকে রাজনীতিতে আসা অগ্নিমিত্র পল, আসানসোল দক্ষিণ (পশ্চিম বর্ধমান) কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হয়েছেন। অগ্নিমিত্রা পাল বর্তমানে এই কেন্দ্রের বিধায়কও।

প্রকাশিত তালিকায় শিক্ষাক্ষেত্রের প্রতিনিধিত্ব উল্লেখযোগ্য। মোট ১৪৪ জন প্রার্থীর মধ্যে ৩২ জনই শিক্ষক।

এছাড়া তালিকায় রয়েছেন আটজন সমাজকর্মী, ছয়জন আইনজীবী, পাঁচজন চিকিৎসক, তিনজন প্রাক্তন সাংবাদিকযাদের মধ্যে রাজ্য বিজেপির সহ-সভাপতি জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় অন্যতমএছাড়া তিনজন আধ্যাত্মিক নেতা এবং তিনজন অবসরপ্রাপ্ত প্রতিরক্ষা কর্মীও রয়েছেন।

প্রার্থীদের তালিকায় আরও রয়েছেন এক প্রাক্তন ক্রিকেটার, যিনি বর্তমানে বিধায়ক, এবং অবসরপ্রাপ্ত প্রশাসনিক আধিকারিক সুমিত্রা চট্টোপাধ্যায়। তিনি 'বন্দে মাতরম'-এর রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর পঞ্চম প্রজন্মের বংশধর।

প্রকাশিত তালিকায় মোট ৪১ জন বর্তমান বিজেপি বিধায়ক রয়েছেন। এছাড়া তিনজন প্রাক্তন বিধায়ক এবং দু'জন প্রাক্তন সাংসদও রয়েছেন।

মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ১১ জন। পাশাপাশি তরুণ প্রার্থীদেরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে১৪৪ জনের মধ্যে ৩৬ জনের বয়স ৪০ বছরের নিচে।

বয়সভিত্তিক হিসেবে দেখা যাচ্ছে, ৭২ জন প্রার্থী ৪১ থেকে ৫৫ বছরের মধ্যে, ৩২ জনের বয়স ৫৬ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে এবং চারজনের বয়স ৭০ বছরের বেশি।

এই তালিকার অন্যতম বড় চমক হলো পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-কে দুটি কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা। তিনি তাঁর বর্তমান কেন্দ্র নন্দীগ্রাম (পূর্ব মেদিনীপুর) এবং ভবানীপুর (দক্ষিণ কলকাতা) থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

বর্তমানে ভবানীপুর কেন্দ্রের বিধায়ক এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি যদি আবার এই কেন্দ্র থেকে নির্বাচন লড়েন, তবে ২০২১ সালের পর দ্বিতীয়বারের মতো সরাসরি নির্বাচনী লড়াই হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু অধিকারীর মধ্যে।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের নির্বাচনে নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকে শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূল প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করেছিলেন। পরে উপনির্বাচনে ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে টানা তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন চালিয়ে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিহার থেকে রাজ্যসভার পাঁচ আসনেই জয় এনডিএর

পাটনা, ১৬ মার্চ: বিহার থেকে রাজ্যসভার পাঁচটি আসনের নির্বাচনে সবকটি আসনেই জয় পেল জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ)। এই ফলাফল বিরোধী মহাগঠবন্ধন-এর জন্য বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এনডিএর তরফে প্রার্থী করা হয়েছিল বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, বিজেপি নেতা নিতিন নবীন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাম নাথ ঠাকুর, উপেন্দ্র কুশওয়াহা এবং বিজেপি প্রার্থী শিবেশ রাম-কে। পাঁচজনই নির্বাচনে জয়লাভ করেছেন।

ভোটগ্রহণের সময় বিহার বিধানসভায় এনডিএর ২০২ জন বিধায়ক ভোট দেন। অন্যদিকে মহাগঠবন্ধনের ৩৭ জন বিধায়ক ভোটদানে অংশ নেন।

বিরোধী শিবিরের তরফে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এর তিন বিধায়কমনোজ বিশ্বাস, সুরেন্দ্র কুশওয়াহা ও মনোহর প্রসাদ সিংএবং রাষ্ট্রীয় জনতা দল-এর বিধায়ক ফয়সল রহমান ভোটদানের সময় অনুপস্থিত ছিলেন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিহার কংগ্রেস সভাপতি রাজেশ রাম অভিযোগ করেন যে বিজেপি তাদের তিন বিধায়ককে অপহরণ করেছে। তাঁর দাবি, গত ১৩ মার্চ পর্যন্ত ওই বিধায়করা নিয়মিত যোগাযোগে ছিলেন, কিন্তু পরে তাদের গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে।

ভোটগণনা শুরু হয় বিকেল ৫টায়। প্রথম পছন্দের ভোটের ভিত্তিতে নীতীশ কুমার, নীতিন নবীন, রামনাথ ঠাকুর এবং উপেন্দ্র কুশওয়াহা জয়লাভ করেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় পছন্দের ভোটে জয় নিশ্চিত করেন শিবেশ রাম। বিরোধী মহাগঠবন্ধনের প্রার্থী এ. ডি. সিং মোট ৩৮টি ভোট পান।

উল্লেখ্য, ২৪৩ সদস্যের বিহার বিধানসভায় পাঁচটি রাজ্যসভা আসনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মোট ছয়জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকলেও বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে শেষ পর্যন্ত সব আসনই জিতে নেয় এনডিএ।

ফলাফল ঘোষণার পর বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী নীতিন নবীনকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, নবীনের নেতৃত্ব, সংগঠন দক্ষতা এবং জনসেবার প্রতি তাঁর নিষ্ঠা দলকে নতুন শক্তি দেবে।

অন্যদিকে উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহা বলেন, "আজ আরজেডি ও কংগ্রেসের প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ্যে এসেছে। তাদের নিজের বিধায়কেরাই ভোট দিতে আসেননি। আগে জনগণ তাদের ভোট দেয়নি, আর এখন তাদের বিধায়করাও ভোট দিতে অস্বীকার করছেন।"

ছত্তীসগড়ের চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয় কেলেঙ্কারি: ৮০.৩৬ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ইডির

রায়পুর, ১৬ মার্চ: ছত্তীসগড়ে চিকিৎসা সরঞ্জাম ক্রয় সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলায় প্রায় ৮০.৩৬ কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে বাজেয়াপ্ত করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন বা পিএমএলএ আইনের অধীনে রায়পুর জোনাল অফিস এই পদক্ষেপ নিয়েছে।

ইডি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ১৩ মার্চ ২০২৬ তারিখে এই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। অভিযোগ, ছত্তিশগড় মেডিকেল সার্ভিসেস কর্পোরেশন লিমিটেড (সিজিএমএসসিএল) - কে চিকিৎসা সরঞ্জাম ও রিএজেন্ট সরবরাহের ক্ষেত্রে বড় ধরনের দুর্নীতি হয়েছিল।

এই মামলার তদন্ত শুরু হয় দুর্নীতি দমন ব্যুরো ও ইকোনমিক অফেন্সেস উইং-এর দায়ের করা এফআইআর ও চার্জশিটের ভিত্তিতে। তদন্তে মোকিশ কর্পোরেশন-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে।

ইডির অভিযোগ, সংস্থাটির অংশীদার শশাঙ্ক চোপড়া স্বাস্থ্য পরিষেবা দফতর ও সিজিএমএসসিএল-এর কিছু আধিকারিকের সঙ্গে যোগসাজশ করে টেন্ডার প্রক্রিয়া কারচুপি করেছিলেন। অভিযোগ অনুযায়ী, কৃত্রিম চাহিদা তৈরি করে অত্যধিক দামে চিকিৎসা সরঞ্জাম ও রিএজেন্ট সরবরাহ করা হয়, যার ফলে রাজ্যের কোষাগারে বড়সড় ক্ষতি হয় এবং অভিযুক্তরা অবৈধভাবে লাভ করেন।

তদন্তে আরও জানা গেছে, টেন্ডার কারচুপির মাধ্যমে পাওয়া অর্থ বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঘুরিয়ে (লেয়ারিং) রাখা হয়েছিল। ভুয়ো সার্ভিস ও রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি দেখিয়ে বিপুল অর্থ নগদে তোলা হয় অথবা ঘুষ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। সেই অর্থ দিয়েই বিভিন্ন সম্পত্তি কেনা হয়েছিল বলে অভিযোগ।

অবৈধ অর্থ পাচার রোধে পিএমএলএ আইনের ধারা ৫ অনুযায়ী ১৩ মার্চ প্রায় ৮০.৩৬ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে ছত্তীসগড় ও মহারাষ্ট্র-এর বিভিন্ন জায়গায় থাকা আবাসিক প্লট, ফ্ল্যাট, কারখানা এবং অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি।

এর আগে পিএমএলএ আইনের ধারা ১৭ অনুযায়ী তল্লাশি চালিয়ে ৪৩ কোটির বেশি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা ফ্রিজ করা হয়েছিল। এর মধ্যে পোর্শে, মার্সিডিজ-বেঞ্জ এবং মিনি কুপার-এর মতো বিলাসবহুল গাড়িও ছিল, যা ১৪ জানুয়ারি ২০২৬-এ জব্দ করা হয়। এই মামলায় ১৯ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে শশাঙ্ক চোপড়াকে গ্রেফতার করা হয়।

সর্বশেষ বাজেয়াপ্তির পর এই মামলায় মোট বাজেয়াপ্ত, জব্দ বা ফ্রিজ করা সম্পত্তির মূল্য প্রায় ১২৩ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। অবৈধ অর্থের আরও উৎস খুঁজে বের করতে এবং জড়িত অন্য ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে তদন্ত এখনও চলছে।

মধ্যরাতে প্রশাসনিক বদলি নিয়ে ইসিকে প্রশ্ন মমতার, বিজেপির পক্ষপাতের অভিযোগ

কলকাতা, ১৬ মার্চ (আইএএনএস): রাজ্যের প্রশাসনে বড়সড় রদবদল নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার তীব্র আক্রমণ শানালেন নির্বাচন কমিশন (ইসি)-র বিরুদ্ধে। তাঁর অভিযোগ, এই পদক্ষেপে বিজেপির প্রতি পক্ষপাতিত্বের ছাপ রয়েছে।

রাতের মধ্যে নেওয়া এই সিদ্ধান্তে রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী এবং স্বরাষ্ট্রসচিব জে. পি. মীনা-কে বদলি করা হয়েছে। পাশাপাশি ডিজিপি ও কলকাতা পুলিশ কমিশনার-সহ একাধিক শীর্ষ পুলিশ আধিকারিককেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "রাত ১টায় আমি একটি বার্তা পেয়েছি। কখনও শুনেছেন মাঝরাতে এভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়? মুখ্যসচিব একজন বাঙালি মহিলা। তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা বাঙালি-বিরোধী এবং নারী-বিরোধী।"

তিনি আরও দাবি করেন, আগে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নির্বাচন কমিশন রাজ্য সরকারের কাছে নামের প্যানেল চাইত।

মমতার কথায়, "আগে তারা রাজ্যের কাছে তিনটি নাম চাইত, সেখান থেকে একজনকে বেছে নিত। এবার নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেন এটা 'দিল্লি কা লাড্ডু' বা কোনও জমিদারি। যখন দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন, একে একে সবাইকে তুলে এনে আঘাত করবেন, তখন দেশের সুরক্ষা কীভাবে হবে? এ ধরনের কথা একজন প্রধানমন্ত্রীর মানায় না।"

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বিজেপি পর্দার আড়াল থেকে 'ডার্ক হর্স'-এর মতো কাজ করছে এবং বিভিন্ন মাধ্যমে নাশকতার চেষ্টা চালাচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, বিজেপি শুধু বাঙালি-বিরোধী নয়, অ-বাঙালিদের প্রতিও বিরূপ। "রাজ্যের ডিজিপি কে ছিলেন? পীযূষ পাণ্ডে। তাকেও সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাঙালি ও অ-বাঙালি উভয়কেই সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আসলে বিজেপির স্বার্থে কাজ করবে কিনা, তা দেখেই মানুষ বেছে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যাকেই পাঠান না কেন, শেষ পর্যন্ত তারা মানুষের জন্যই কাজ করবে," বলেন তিনি।

এদিন রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে কলেজ স্কোয়ার থেকে ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত মিছিল করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকেই তিনি প্রশাসনিক এই রদবদলের তীব্র সমালোচনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সবকিছু বদলে দিন তবুও বাংলার সরকার বদলাবে না। এটা লিখে রাখুন।"

একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, তাঁর বাসভবনেও হামলার চেষ্টা হতে পারে, যেমনটি সম্প্রতি রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজা-র বাড়িতে হামলার অভিযোগ উঠেছিল নরেন্দ্র মোদী-র কলকাতার সভার আগে।

মমতা বলেন, "আজ এখানে আসার আগে একটি ভিডিও দেখছিলাম। সেখানে বলা হচ্ছিল, শশী পাঞ্জার বাড়িতে হামলা হয়েছে। এখন বলা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি, কালিঘাটে হামলা হবে। আমি বলি সাহস থাকলে এসে দেখান। আমরা লড়াই করব।"

তবে একই সঙ্গে মানুষকে শান্ত থাকার আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, "উস্কানিতে পা দেবেন না। আত্মবিশ্বাস রাখুন, শান্ত থাকুন।"

রাজ্যসভায় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন উদ্বেগ' তুলে ধরলেন রাঘব চাড্ডা, বাস্তবমুখী সংস্কারের প্রস্তাব

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ: সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার কথা রাজ্যসভায় তুলে ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বাস্তবসম্মত সংস্কারের দাবি জানালেন রাঘব চাড্ডা। সোমবার বাজেট অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে আম আদমি পার্টি-র রাজ্যসভার সাংসদ বলেন, এই সমস্যাগুলি কোটি কোটি ভারতীয়ের জীবনে প্রভাব ফেলছে।

তিনি তিনটি মূল বিষয় সামনে আনেনদম্পতিদের জন্য ঐচ্ছিক যৌথ আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার ব্যবস্থা, আহত সেনাদের প্রতিবন্ধী পেনশনে সম্পূর্ণ আয়কর ছাড় এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ন্যূনতম ব্যালান্স না রাখার জন্য জরিমানা তুলে দেওয়া।

রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে চাড্ডা বলেন, বর্তমানে ভারতে স্বামী-স্ত্রীকে আলাদা করে আয়কর রিটার্ন জমা দিতে হয়। এর ফলে অনেক পরিবারে, যেখানে একজনের আয় অনেক বেশি এবং অন্যজনের আয় কম বা নেই, সেখানে বেশি আয়ের ব্যক্তিকে তুলনামূলকভাবে বেশি কর দিতে হয়।

তিনি উল্লেখ করেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানি-সহ বেশ কয়েকটি দেশে দম্পতিদের যৌথভাবে আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। এতে দুইজনের আয় একত্রিত করে কর হিসাব করা হয় এবং করের বোঝা তুলনামূলকভাবে কমে।

চাড্ডার মতে, ভারতে ঐচ্ছিক যৌথ আয়কর রিটার্ন চালু করা হলে অনেক পরিবার আর্থিকভাবে উপকৃত হবে এবং সরকারের রাজস্বের ওপর বড় প্রভাবও পড়বে না।

দ্বিতীয় বিষয় হিসেবে তিনি সেনাবাহিনীর আহত জওয়ানদের প্রতিবন্ধী পেনশনের প্রসঙ্গ তোলেন। তাঁর দাবি, অতীতে সেনা কর্তব্য পালনের সময় আহত জওয়ানদের প্রতিবন্ধী পেনশনে সম্পূর্ণ আয়কর ছাড় ছিল।

কিন্তু সাম্প্রতিক নীতিগত পরিবর্তনের ফলে এখন শুধুমাত্র যেসব জওয়ান আহত হয়ে চাকরি থেকে অবসর নিতে বাধ্য হন, তারাই সম্পূর্ণ কর ছাড় পান। যারা আহত হওয়ার পরও চাকরিতে থেকে যান বা স্বাভাবিকভাবে অবসর নেন, তাদের পেনশনের একটি অংশে কর দিতে হচ্ছে।

চাড্ডা বলেন, দেশের সেবায় প্রাপ্ত আঘাতের জন্য দেওয়া পেনশনে এ ধরনের কর আরোপ অন্যায্য এবং এতে সেনাদের মনোবল ক্ষুণ্ণ হতে পারে। তাই তিনি পরিষেবা-সংক্রান্ত আঘাতের ক্ষেত্রে সব ধরনের প্রতিবন্ধী পেনশনে শতভাগ আয়কর ছাড় পুনরায় চালু করার দাবি জানান।

তৃতীয় বিষয় হিসেবে তিনি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ন্যূনতম ব্যালান্স না রাখলে যে জরিমানা ধার্য করা হয় তা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দেন।

চাড্ডা বলেন, অনেক ব্যাংক ন্যূনতম ব্যালান্স না থাকলে প্রতি মাসে ৫০ টাকা থেকে ৬০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা নেয়। শহুরে শাখায় সাধারণত ৫,০০০ থেকে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত ব্যালান্স রাখতে হয়, আধা-শহুরে এলাকায় ৩,০০০ থেকে ৪,০০০ টাকা এবং গ্রামীণ এলাকায় ১,০০০ থেকে ৩,০০০ টাকা পর্যন্ত।

তার মতে, এই জরিমানা বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষ, গ্রামীণ বাসিন্দা এবং প্রান্তিক গ্রাহকদের ওপর বেশি প্রভাব ফেলে।

তিনি বলেন, "ব্যাংক অ্যাকাউন্ট মানুষের আর্থিক নিরাপত্তা দেওয়ার কথা, কিন্তু বাস্তবে তা অনেকের জন্য আর্থিক চাপ তৈরি করছে।"

চাড্ডা আরও বলেন, ন্যূনতম ব্যালান্স না রাখার জরিমানার ওপর আবার ১৮ শতাংশ জিএসটিও ধার্য করা হয়, যা সাধারণ মানুষের ওপর বাড়তি বোঝা তৈরি করে।তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে হলে ছোট সঞ্চয়কারীদের সুরক্ষা দিতে হবে এবং ন্যূনতম ব্যালান্স সংক্রান্ত জরিমানা সম্পূর্ণভাবে তুলে দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত।

ভোটের সূচি বিজেপির সুবিধা মতো করা হয়েছে, অভিযোগ প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ : বিধানসভা নির্বাচনের সময়সূচি ও নির্বাচন পরিচালনা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিরোধী নেতারা। সোমবার কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভদ্রা এবং সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব অভিযোগ করেন, নির্বাচনের সময়সূচি বিজেপির সুবিধা মাথায় রেখেই নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলেন, "যেভাবে নির্বাচনসূচি তৈরি করা হচ্ছে, ধাপ ভাগ করা হচ্ছে এবং ভোটের তারিখ নির্ধারণ করা হচ্ছে, তাতে মনে হয় সবটাই বিজেপির সুবিধার জন্য করা হচ্ছে।"

অন্যদিকে অখিলেশ যাদব অভিযোগ করেন, যে সব রাজ্যে কেন্দ্রের শাসক দল ক্ষমতায় নেই, সেখানে নির্বাচনের আগে প্রশাসনিক স্তরে বদলির ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়।

তিনি বলেন, "যখনই নির্বাচন হয় এবং যদি দিল্লি বা রাজ্যের সরকার তাদের না হয়, তখন প্রথমেই ডিরেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (ডিজিপি), মুখ্যসচিবসহ বিভিন্ন শীর্ষ আধিকারিককে সরিয়ে দেওয়া হয়।"

তিনি আরও প্রশ্ন তোলেন, উত্তর প্রদেশে কখনও কি ডিজিপিকে নির্বাচনকালে সরানো হয়েছে? তাঁর কথায়, "উত্তর প্রদেশে কখনও কি ডিজিপি সরানো হয়েছে? সেখানে নির্বাচন হলে নির্বাচন কমিশনের কাছে বহু অভিযোগ করা হয়েছে। কিন্তু কমিশন কি কখনও কাউকে সরিয়েছে?"

উল্লেখ্য, রবিবার নির্বাচন কমিশন অসম, কেরল, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরির বিধানসভা নির্বাচনের সূচি ঘোষণা করেছে।

নির্বাচন কমিশনের ঘোষণায় বলা হয়েছে, অসম, কেরল এবং পুদুচেরিতে ৯ এপ্রিল এক দফায় ভোটগ্রহণ হবে। তামিলনাড়ুতেও ২৩ এপ্রিল একদিনেই ভোট হবে। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে দুই দফায় ২৩ এপ্রিল এবং ২৯ এপ্রিল ভোটগ্রহণ হবে। সব রাজ্যের ভোটগণনা হবে ৪ মে।

এদিকে নির্বাচনসূচি ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী এবং স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশ প্রসাদ মীনাকে সরানোর নির্দেশ দেয় নির্বাচন কমিশন। সোমবার রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি পিয়ূষ পাণ্ডে এবং কলকাতা পুলিশের কমিশনার সুপ্রতিম সরকারকেও বদলি করা হয়েছে।

দেশে ৫৭.৭৮ কোটি জনধন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে এর মধ্যে ৫৫.৮ শতাংশ মহিলাদের: নির্মলা সীতারামন

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ : দেশে প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা (পিএমজেডিওয়াই)-এর অধীনে এখন পর্যন্ত মোট ৫৭.৭৮ কোটি জনধন অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে। এই অ্যাকাউন্টগুলিতে মোট আমানতের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২,৯৪,৭০২ কোটি টাকা। সোমবার লোকসভায় এই তথ্য জানান কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

তিনি জানান, মোট জনধন অ্যাকাউন্টের মধ্যে ৩২.২১ কোটি (৫৫.৮ শতাংশ) অ্যাকাউন্ট মহিলাদের নামে খোলা হয়েছে। এছাড়া প্রায় ৪৫.১৭ কোটি (৭৮.২ শতাংশ) অ্যাকাউন্ট গ্রামীণ ও অর্ধ-শহরাঞ্চলে খোলা হয়েছে।

অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা-এর আওতায় ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট ২৬.৮৮ কোটি মানুষ নাম নথিভুক্ত করেছেন। এই প্রকল্পে যে কোনও কারণে মৃত্যুর ক্ষেত্রে ২ লক্ষ টাকার জীবনবিমা সুরক্ষা দেওয়া হয়।

অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী নিরাপত্তা বিমা যোজনা-এর অধীনে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত মোট ৫৭.১১ কোটি নাম নথিভুক্ত হয়েছে। এই প্রকল্পে দুর্ঘটনায় মৃত্যু বা সম্পূর্ণ অক্ষমতার ক্ষেত্রে ২ লক্ষ টাকা এবং আংশিক স্থায়ী অক্ষমতার ক্ষেত্রে ১ লক্ষ টাকার বিমা সুরক্ষা দেওয়া হয়।

এছাড়া অটল পেনশন যোজনা-এর আওতায় চলতি বছরের ২৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট ৮.৮৪ কোটি মানুষ নাম নথিভুক্ত করেছেন, যাঁদের নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করলে মাসিক পেনশন দেওয়া হয়।

অর্থমন্ত্রী জানান, প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা-এর অধীনে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট ৫৭.২৬ কোটি ঋণ অনুমোদিত হয়েছে, যার মোট পরিমাণ ৩৯.৪৮ লক্ষ কোটি টাকা। এই প্রকল্পে উৎপাদন, ব্যবসা, পরিষেবা এবং কৃষি-সহায়ক কার্যকলাপের জন্য ক্ষুদ্র ও ছোট ব্যবসায়িক ইউনিটকে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন ঋণ দেওয়া হয়।

এছাড়া স্ট্যান্ড-আপ ইন্ডিয়া স্কিম-এর অধীনে ৩১ মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত তফসিলি জাতি, তফসিলি জনজাতি এবং মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য মোট ২.৭৫ লক্ষ ঋণ অনুমোদন করা হয়েছে, যার মোট পরিমাণ ৬২,৭৯০ কোটি টাকা। এই ঋণ উৎপাদন, ব্যবসা, পরিষেবা ও কৃষি-সহায়ক ক্ষেত্রের নতুন প্রকল্প শুরু করার জন্য দেওয়া হয়।

নির্মলা সীতারামন আরও জানান, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি জোরদার করতে সরকার জ্যাম ট্রিনিটি (জনধন-আধার-মোবাইল) প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে। এর মাধ্যমে জনধন অ্যাকাউন্টকে মোবাইল নম্বর ও আধার নম্বরের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে, যাতে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা সরাসরি উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

পশমী কাপড় শরীর উষ্ণ রাখে কীভাবে

আব্দুল্লাহ আল মাকসুদ

ইতিমধ্যেই গ্রামে পুরোদমে জেঁকে বসেছে শীত। শহরে শীতের তীব্রতা অবশ্য খানিকটা কম। তবে প্রতিদিনই ধীরে ধীরে বাড়ছে। এর মধ্যে শীতের আগমনে পশমি বা মোটা কাপড়ের পসরা সাজিয়ে বসেছেন দোকানিরা। অনলাইন, অফলাইনসব জায়গাই বিক্রেতাদের হাঁকডাকে সরগরম। ক্রেতারও অভাব নেই। কনকনে শীতের কামড় থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে তো! শরীর উষ্ণ না থাকলে কাজকর্ম করা তো দূরে থাক, ঘরে বসে থাকাও দায়।

পোষাক বাছাইয়ে ভিন্নতা থাকলেও শীতে সবাই মোটা কাপড়ের পোষাক পরেন। এ সময় পশমি কাপড়ের চাহিদা থাকে সবচেয়ে বেশি। কখনো ভেবেছেন, এ কাপড় কীভাবে আমাদের শরীর গরম রাখে?

খেয়াল করলে দেখবেন, সারাদিন পশমি কাপড় পরে ঘোরার পাশাপাশি রাতেও আমরা এই কাপড় ব্যবহার করি। না, রাতে জ্যাকেট গায়ে জড়িয়ে ঘুমানোর কথা বলছি না। বরং ঘুমানোর সময় আমরা যে কম্বল বা লেপ গায়ে দিই, তা সাধারণত পশমিই হয়। এগুলো দেখবেন, চাপ দিলে সংকুচিত হয়ে যায়। কারণ, সুতি কাপড়ে প্রচুর বাতাস থাকে। ভাবতে পারেন, বাতাসের সঙ্গে পশমি কাপড়ের সম্পর্ক কী? সম্পর্ক আছে। তার আগে জানা দরকার, তাপ কীভাবে চলাচল করে।

তাপ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত হয় তিন পদ্ধতিতে। পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণ। এর মধ্যে প্রথম দুটি পদ্ধতিতে কোনো বস্তুর তাপমাত্রা বাড়াতে চাইলে তা উচ্চ তাপের বস্তুর সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়। তৃতীয় ক্ষেত্রে কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন পড়ে না। তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ আকারে এতে তাপ শক্তি সঞ্চারিত হয়। সূর্য থেকে পৃথিবীতে তাপ আসে এই পদ্ধতিতে।

আমরা যে খাবার খাই, সেখান থেকে অণু-পরমাণু নিয়ে আমাদের দেহ নিজস্ব প্রক্রিয়ায় তাপ উৎপাদন করে নিজের জন্য। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ঠিকভাবে কাজ করার জন্য তাই বাইরের তাপের ওপর নির্ভর করতে হয় না। কিন্তু তাপ জিনিসটা একটু উদারমনা। পানি যেমন উঁচু স্থান থেকে নিচু স্থানের দিকে ছোটে, তেমনি তাপমাত্রাও বেশি থেকে কমের দিকে যায়। অর্থাৎ উষ্ণ বস্তু থেকে শীতল বস্তুতে স্থানান্তরিত হয়। তাই পরিবেশের তাপমাত্রা যখন দেহের চেয়ে কমে যায়, তখন শরীরে উৎপন্ন তাপ বাইরের নিম্ন তাপের পরিবেশে সঞ্চারিত হয়ে একটা ভারসাম্যে আসতে চায়। আর এখানেই জাদু দেখায় পশমি কাপড়। পরিবেশ ও শরীরের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাপ আদান-প্রদানে। আসলে পশমি কাপড় তাপ নিরোধক হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ এ কাপড়ে শরীর উষ্ণ হয় না, বরং শরীরের তাপটুকু ধরে রাখে এটি। আর তাতেই আমরা উষ্ণতা অনুভব করি। কিন্তু পশমি কাপড় নিরোধক হিসেবে কাজ করে কীভাবে?

ফুল বা ফল ঝরে গেলে করণীয়

. বিভিন্ন ধরনের কৃষিজ ফসলে সারের অভাবে অপুষ্টিজনিত বিভিন্ন লক্ষণ দেখা দেয়। যেসব সার ফসলের জন্য কম লাগে কিন্তু নির্ধারিত মাত্রায় ব্যবহার না করলে ফসলের জন্য সমস্যার সৃষ্টি হয় সেসব সারের মধ্যে বোরন অন্যতম। বোরনের অভাব গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। ফুল সংখ্যায় কম আসে এবং ফুল ঝরা বৃদ্ধি পায়। ফল আকারে ছোট হয় ও ফোটে যায়। ফল এবড়ো থেবড়ো বা বিকৃত হয়, আভ্যন্তরীণ দানা পুষ্ট হয় না, অপরিপক্ক অবস্থায় ফল ঝরে যায়। **বোরন সারের কাজ ঃ** গাছের কোষের দেওয়াল শক্ত করে, শিকড় ও ডগার বৃদ্ধি হয়, ফলে ফেটে যাওয়া রোধ করে, নিষক্তিকরণ ও সীম জাতীয় দানাদার ফলের দানার গঠনে সাহায্য করে, ফলন বৃদ্ধি করে। **প্রয়োগ মাত্রা বা পরিমাণ ঃ** ফল গাছে ফুল আসার আগে প্রয়োগ করলে ভাল রেজাল্ট পাওয়া যাবে, ছোট টবে আধা চা চামচ বড় টবে এক চা চামচ আর হাফড্রামে এক টেবিল চামচ। টবের উপরের মাটি এক/দেড় ইঞ্চি তুলে টবের ভেতরের মাটির সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে পরে ওই তোলা মাটি গুঁড়া করে সুন্দর করে ঢেকে দিতে হবে। ফল বৃদ্ধির সময় জিংক প্রতি লিটার জলে ১ গ্রাম, বোরন (বোরাক্স/ বরিক অ্যাসিড) প্রতি লিটারে ২ গ্রাম একত্রে লিটার জলে মিশিয়ে ২০-২২ দিন পর প্রথমবার এবং ৪০-৪৫ দিন পর দ্বিতীয়বার স্প্রে করলে ফল ঝরে পড়া ও ফাটা উভয় সমস্যা কমে যায়। যেসব গাছে বায়োমাস ফল থাকে ২ মাস পর পর, একবার ফল দেয় ওই গাছে বছরে একবার, দুইবার ফল দেয় ফুল আসার এক মাস আগে একবার বোরন প্রয়োগ করলে ভাল রেজাল্ট পাওয়া যাবে। বোরনের অভাব পূরণে যদি সময়মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাহলে ফসলের ভালো ফলন পাওয়া যায়। বোরন পরিমাণে যেমন খুব বেশি লাগে না, তেমনি বেশি প্রয়োগ করলেও উল্টো ফল দেয় অর্থাৎ বিষক্রিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়। ফলন কমে যায়। তাই সঠিক মাত্রায় ও সঠিক সময়ে বোরন প্রয়োগ করা জরুরি নয়তো অতিরিক্ত প্রয়োগের ফলে ফলন কমে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

ব্যায়াম করতে গিয়েই পেশিতে টান পড়ছে?

সুস্থ থাকতে প্রতি দিনের ডায়েটে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট থাকা যেমন জরুরি, তেমনই পর্যাপ্ত মাত্রায় ভিটামিন, খনিজ পদার্থও চাই শরীরের। আর এই খনিজের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ক্যালশিয়াম। আমাদের হাড়, দাঁত সুস্থ রাখতে সাহায্য করে ক্যালশিয়াম। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরে ক্যালশিয়ামের ঘাটতি হয়। তখনই শুরু হয় নানা রকমের শারীরিক সমস্যা। সমস্যা প্রতিরোধের জন্য সাপ্লিমেন্টও খাওয়ার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। তবে কোন কোন লক্ষণ দেখে বুঝবেন যে শরীরে এই খনিজের অভাব হচ্ছে? ১) শরীরে ক্যালশিয়ামের ঘাটতি হলে পেশি ব্যথা, ক্র্যাম্প এবং খিঁচুনি অনুভব করতে পারেন। হাঁটাহাঁটি বা নড়াচড়া করার সময় উরু ও বাহুতে ব্যথা ছাড়াও হাত, বাহু, পা ও মুখের চারপাশে অসাড়তাও অনুভব হতে পারে। এ ধরনের সমস্যা হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই শ্রেয়। ২) ক্যালশিয়ামের অভাব হলে চরম ক্লান্তিভাব আসতে পারে। সব সময়ে আলস্য বোধ হতে পারে। এর প্রভাবে অনিদ্রার সমস্যাও দেখা দিতে পারে। এ ছাড়া, হালকা মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা এবং ব্রেন ফগও হতে পারে যেটি মনোযোগের অভাব, ভুলে যাওয়া এবং বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। ৩) শরীরে ক্যালশিয়ামের ঘাটতি হলে ত্বক শুষ্ক, নখ ভঙ্গুর, চুল মোটা, এগজিমা, ত্বকের প্রদাহ, চুলকানি এবং সোরিয়াসিসের মতো সমস্যা হতে পারে। ৪) আমাদের শরীরে ক্যালশিয়ামের সামগ্রিক মাত্রা কমে গেলে, শরীর হাড় থেকে ক্যালশিয়াম শুষে নেয়। এ কারণে হাড় ভঙ্গুর এবং আঘাত প্রবণ হয়ে ওঠে। অস্টিওপরোসিস রোগ বাসা বাঁধে শরীরে।

জিবের নিচে থার্মোমিটার রেখে জ্বর পরীক্ষা করি কেন

আব্দুল কাইয়ুম

একটু জ্বর জ্বর লাগলে প্রথমে আমরা কপালে হাতের তালু ছুঁয়ে পরীক্ষা করি গরম কি না। কিন্তু এ পদ্ধতিতে সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রা বোঝা সম্ভব নয়। হয়তো বুঝতে পারি জ্বর আছে কি না, থাকলে বেশি না কম। দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা সাধারণত ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস (৯৮.৬ ডিগ্রি ফারেনহাইট) থাকে। এর বেশি হলে বলি জ্বর এসেছে। তখন প্রয়োজনীয় ওষুধ খেতে হয়। তাই সুনির্দিষ্ট তাপমাত্রা জানা দরকার। এ জন্য সাধারণত আমরা থার্মোমিটার ব্যবহার করি। প্রকৃত তাপমাত্রা জানার জন্য দরকার দেহের অন্তর্নিহিত তাপমাত্রা (কোর টেম্পারেচার) জানা। জিবের নিচের তাপমাত্রাই হলো এই কোর টেম্পারেচার। সে জন্যই থার্মোমিটার দিয়ে জিবের নিচের তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়। অবশ্য গুহ্যদ্বারেও (রেকটাম) থার্মোমিটার দিয়ে কোর টেম্পারেচার মাপা যায়। সেটা জটিল প্রক্রিয়া, তবে তাপমাত্রা পাওয়া যায় নিখুঁত। জিবের নিচের তাপমাত্রা মেপেও মোটামুটি কাজ চলে। জিবের নিচের অংশে অনেক রক্তনালিকা জালের মতো বিস্তৃত। এই অংশ ওপরের জিবে ঢাকা থাকে বলে বাইরের তাপমাত্রা দ্বারা প্রভাবিত হয় না। মোটামুটি দেহের নিখুঁত তাপমাত্রা পাওয়া যায়। বাহুর নিচে থার্মোমিটার রেখেও তাপমাত্রা বের করা যায়। কিন্তু বাইরের বাতাসের সংস্পর্শে সহজেই আসতে পারে বলে এ পদ্ধতিতে দেহের নিখুঁত তাপমাত্রা বের করা কঠিন। দেখা গেছে, বাহুতলে তাপমাত্রা যদি ৯৮ ডিগ্রি ফারেনহাইট হয়, তাহলে জিবের নিচে প্রায় ১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট পাওয়া যায়। অর্থাৎ গায়ে তখন জ্বর। এই বিভ্রান্তি যেন না হয়, সে জন্যই চিকিৎসক সাধারণত জিবের নিচের তাপমাত্রা দিয়েই জ্বর পরীক্ষা করেন। জ্বর পরিমাপের জন্য সাধারণত জিবের নিচে থার্মোমিটার ন্যূনতম ২ মিনিট রেখে পরীক্ষা করা নিয়ম।

টিফিন বাক্সের গন্ধ দূর হবে ঘরোয়া টোটকায়

গরমে অনেকেই বাইরের খাবার খাওয়া বন্ধ করেছেন। টিফিন আনছেন বাড়ি থেকেই। স্যান্ডউইচ, ভাত, রুটি প্রতি দিন ঘুরিয়ে- ফিরিয়ে খাবার আনছেন। তবে টিফিন বাক্স খুললেই খাবারের গন্ধ ছাপিয়ে গিয়ে অন্য এক গন্ধ নাকে প্রবেশ করছে। সে গন্ধ একেবারেই মন ভাল করা নয়। বরং গা গুলিয়ে ওঠে। টিফিন খাওয়ার পর বাক্সটি অফিসের বেসিনে ধুয়ে নেওয়ার সময় থাকে না সব সময়। এঁটো কৌটো বাড়ি ফিরে ধুতে ধুতে অনেকটা সময় কেটে যায়। কিন্তু মাজলেও খাবারের জেদি গন্ধ সহজে দূর হতে চায় না। তবে কয়েকটি ঘরোয়া টোটকাতেই লুকিয়ে আছে সমাধান। ভিনিগার-ভিনিগার টিফিন কৌটোর আঁশটে গন্ধ দূর করতে সাহায্য করতে পারে। তাই সাবান কিংবা সার্ফ দিয়ে মাজার বদলে ভিনিগার ব্যবহার করতে পারেন। ভিনিগার কৌটোর গায়ে লেগে থাকা ব্যাক্টেরিয়া দূর করে। কাঁচা আলু-টিফিন বাক্স মাজার পর কাঁচা আলুর টুকরো ভাল করে ঘষে নিন। ১৫-২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। তার পর আরও এক বার ধুয়ে নিন। কাঁচা আলু টিফিন কৌটোর গায়ে লেগে থাকা আঁশটে গন্ধ দূর করতে পারে। বেকিং সোডা- টিফিন বাক্স থেকে দুর্গন্ধ তাড়াতে বেকিং সোডার সাহায্য নিতে পারেন। এক টেবিল চামচ বেকিং সোডা জলে গুলে কৌটোতে মাখিয়ে রাখুন। ১০-১৫ মিনিট পরে কৌটোটি ভাল করে মেজে নিন। তার পর মেজে নিলেই আর দুর্গন্ধ বেরোবে না।

সিগারেট ছাড়তে ভেপিংয়ের নেশায় আসক্ত?

মধ্যরাতে হঠাৎ বুকে অসহ্য যন্ত্রণা, দমবন্ধ হয়ে আসার মতো লক্ষণ দেখে ভেবেছিলেন, হার্ট অ্যাটাক। কিন্তু চিকিৎসক জানান, তা আসলে ফুসফুসের সমস্যা। এবং তার কারণ হল ই-সিগারেট এবং ভেপিং। বছর ৩০-এর জর্ডন স্নোডন বহু দিন ধরেই ধূমপানে আসক্ত। কিন্তু এই ধরনের সমস্যা তাঁর কখনও হয়নি। তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকেরা পরীক্ষা করে জানান, নিয়মিত ধূমপানের ফলে জর্ডনের ফুসফুসে গুহার মতো একটি জিনিস তৈরি হয়েছে। যার জেরেই এই সমস্যা। সাধারণ সিগারেট থেকে নির্গত নিকোটিনের ধোঁয়া সব সময়ে ভাল লাগে না। পুদিনা, ভ্যানিলা, স্ট্রবেরি-সহ বিভিন্ন কৃত্রিম গন্ধ এবং স্বাদের ই-সিগারেটে টান দেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে। জর্ডনও তাঁর চিকিৎসকদের জানিয়েছেন, সাধারণ সিগারেটের চেয়ে শ্বাসনালিতে ই-সিগারেটের "ঠান্ডা", "চিনচিনে" অনুভূতি তাঁর ভাল লাগে। তবে, তা থেকে যে এমন শারীরিক সমস্যা হতে পারে, সে বিষয়ে তিনি একেবারেই সতর্ক ছিলেন না। এক সাক্ষাৎকারে জর্ডন বলেন, "বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে মাঝে মধ্যে ভেপিং করতাম। ক্রমে তা নেশায় পরিণত হয়। হঠাৎ এক দিন মধ্যরাতে বুকে যন্ত্রণা শুরু হয়। এমন অবস্থা হয় যে, ঠিক ভাবে শ্বাস নিতে পারছিলাম না। ভেবেছিলাম, হার্ট অ্যাটাক হল বুঝি।" তবে, চিকিৎসকদের তৎপরতায় তড়িঘড়ি অস্ত্রোপচার হওয়ায় এ যাত্রায় তিনি প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। তবে চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, পুরোপুরি সুস্থ হতে জর্ডনের মাসখানেক সময় লাগবে। ই-সিগারেট খেলে কিংবা ভেপিং করলে কী কী সমস্যা দেখা দিতে পারে? ১) নিয়মিত ভেপিং করলে অ্যাজমার সমস্যা দেখা দিতে পারে। ২) কৃত্রিম স্বাদ এবং গন্ধের জন্য ভেপিং যন্ত্রে বিশেষ একটি রাসায়নিক মেশানো হয়। যা ফুসফুসের জন্য ক্ষতিকর। ৩) নিকোটিনের প্রভাবে ফুসফুস ছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে হার্ট এবং মস্তিষ্ক। ৪) ভেপিং, "ই-সিগারেট"-এর প্রভাবে ফুসফুসে "ইভালি"-র মতো জটিল সমস্যা হতে পারে। যা পুরোপুরি নির্মূল করা যায় না। ৫) নিকোটিন নেশার বস্তু। নিয়মিত শরীরে প্রবেশ করলে মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা, গতিপ্রকৃতিও বদলে যায়। যার ফলে আচরণগত পরিবর্তনও আসে।

কাজের চাপে সব সময় জল খাওয়ার কথা মনে থাকছে না? বিকল্প কোন খাবারগুলি খেতে পারেন?

গরম কমার কোনও লক্ষণ নেই। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, বাড়বে উত্তাপ। প্রবল গরমে সুস্থ থাকতে জল খাওয়ার কোনও বিকল্প নেই। জানাচ্ছেন চিকিৎসকেরা। তবে উষ্ণতার পারদ যে ভাবে চড়ছে, তাতে শুধু জল খেয়ে সুস্থ থাকা সম্ভব নয়। তা ছাড়া কিছু ক্ষণ অন্তর যে জল খাওয়ার কথা মনে থাকছে, তাও নয়। ফলে শরীরের অন্দরে জলের ঘাটতি তৈরি হচ্ছে।

এই ঘাটতি যত বাড়বে, শরীরও অসুস্থ হয়ে পড়বে। এই গরমে সে ঝুঁকি না নেওয়াই শ্রেয়। তাই ব্যস্ততার মাঝেও শরীরের যত্ন নেওয়ার কথা ভুললে চলবে না। জলের বিকল্প হিসাবে কোন খাবারগুলি খেতে পারেন। দই গ্রীষ্মে পাতে টক দই রাখার কথা বলেন পুষ্টিবিদরা। প্রোটিনে ঠাসা দই গ্রীষ্মকালীন নানা সংক্রমণ থেকে রক্ষা করার পাশাপাশি প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। দইয়ের প্রোবায়োটিক উপাদান হজমের গোলমাল দূর করতেও সিদ্ধহস্ত।

ডাবের জল

ভিটামিন, খনিজ পদার্থ এবং ইলেক্ট্রোলাইট উপাদানে ভরপুর ডাবের জল এই গরমে বেশি করে খাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন পুষ্টিবিদরা। গরমে ঘামের পরিমাণ বেশি হয়। ফলে ঘামের সঙ্গে শরীরের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি বেরিয়ে যায় দেহের বাইরে। শারীরিক দুর্বলতা কাটাতে খেতেই হবে এই পানীয়।

তরমুজ

এই ফলে জলের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। গরমে তরমুজ শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী একটি ফল। তরমুজ ক্যানসার, উচ্চ রক্তচাপ, হার্ট অ্যাটাকের মতো নানা শারীরিক সমস্যার ঝুঁকি কমায়। পেটের স্বাস্থ্য ভাল রাখতেও এর ভূমিকা কম নয়। গরমে সুস্থ থাকতে খেতে পারেন তরমুজ।

অ্যাপ্ল সাইডার ভিনিগার বেশি মাত্রায় খেলে কী কী বিপদ হতে পারে?

অভিনেতা-অভিনেত্রী থেকে আর পাঁচজন সাধারণ মানুষ, স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন এমন অনকেই আছেন, যাঁরা দিনটা শুরু করেন অ্যাপ্লব সাইডার ভিনিগার মিশ্রিত জলে চুমুক দিয়ে। রক্তে কোলেস্টেরল ও শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতেও এর জুড়ি মেলা ভার। ত্বকের যত্নেও এই পানীয় বেশ উপকারী। কিন্তু অ্যাপ্লন সাইডার ভিনিগারে অম্লের মাত্রা বেশি থাকায়, খাওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছু নিয়ম মানা জরুরি।

দিনে ১৫ মিলিলিটার বা বড় এক চামচের বেশি অ্যাপ্লসাইডার ভিনিগার না খাওয়াই ভাল। অনেকেই রোগা হওয়ার আশায় দিনে দু' থেকে তিন বার এই পানীয়ে চুমুক দেন। এতে কিন্তু উল্টে শরীরের আরও ক্ষতি হয়। নির্দিষ্ট মাত্রার বেশি খেলে কী হতে পারে? ১) অ্যাপ্লসাইডার ভিনিগারে অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি। ফলে, তা হাড়ের ক্ষতি হতে পারে। হাড় দুর্বল এবং ভঙ্গুর হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। ২) অ্যাপ্লসাইডার ভিনিগার শরীরের বর্জ্য পদার্থ বার করে দেয়। সেগুলি প্রস্রাবের মধ্যে দিয়ে শরীরের বাইরে বেরিয়ে আসে। ঘন ঘন প্রস্রাব পায়। এর ফলে শরীরে জলশূন্যতা দেখা দিতে পারে। গরমের দিনে এই সমস্যা মারাত্মক হতে পারে।

৩) অ্যাপ্লসাইডার ভিনিগারে অম্লের ভাগ অত্যন্ত বেশি। ধারাবাহিক ভাবে এই পানীয় খাওয়ার প্রভাব পড়ে দাঁতে। অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার দাঁতের এনামেল ক্ষয় করে। ৪) অ্যাসিড যুক্ত পানীয় বেশি পরিমাণে খেলে শরীরে পটাশিয়ামের মাত্রা হ্রাস পায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে বলা হয় "হাইপোক্যালিমিয়া"। ৫) যাঁদের হজমের সমস্যা রয়েছে, তাঁদেরও বুঝেশুনে অ্যাপ্ল সাইডার ভিনিগার খাওয়া উচিত। অতিরিক্ত মাত্রায় এটি খেলে কিন্তু হজমের সমস্যা বেড়ে যেতে পারে।

ভারত ও নর্ডিক দেশগুলির মধ্যে সম্পর্ক আরও জোরদারের উপায় নিয়ে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ : ভারত ও নর্ডিক দেশগুলির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার বিভিন্ন উপায় নিয়ে আলোচনা হল সোমবার। বিদেশ মন্ত্রকের পশ্চিম বিভাগের সচিব সিবি জর্জ-এর সঙ্গে নর্ডিক দেশগুলির রাষ্ট্রদূতদের বৈঠকে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ডিজিটাল প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কোয়ান্টাম প্রযুক্তি, নবায়নযোগ্য শক্তি, পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি, আর্কটিক এবং মহাকাশসহ একাধিক ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা হয়।
নয়াদিল্লিতে নর্ডিক দেশগুলির রাষ্ট্রদূতদের সম্মানে আয়োজিত এক মধ্যাহ্নভোজ সভায় এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।
বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক্স-এ পোস্ট করে জানান, "পশ্চিম বিভাগের সচিব সিবি জর্জ নয়াদিল্লিতে নর্ডিক দেশগুলির রাষ্ট্রদূতদের জন্য একটি মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করেন। বৈঠকে ভারত ও নর্ডিক দেশগুলির সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার উপায় নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, ডিজিটাল প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কোয়ান্টাম, নবায়নযোগ্য শক্তি, পরিচ্ছন্ন প্রযুক্তি, আর্কটিক ও মহাকাশ সহযোগিতার বিষয় গুরুত্ব পায়।"
বৈঠকে ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এবং ভারত-ইএফটিএ বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তিকে কাজে লাগানোর গুরুত্বও তুলে ধরা হয়। নর্ডিক দেশগুলির মধ্যে রয়েছে ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, নরওয়ে এবং সুইডেন।
ভারতে ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত রাসমাস অ্যাবিল্ডগার্ড ক্রিস্টেনসেন বলেন, নর্ডিক দেশ এবং ভারতের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি এক্স-এ লেখেন, "নর্ডিক দেশ এবং ভারতের একে অপরকে দেওয়ার মতো অনেক কিছু রয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন-ভারত এবং ভারত-ইএফটিএ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির ফলে এই সুযোগ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।"
এদিকে চলতি মাসের শুরুতে ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার স্টাব ভারত সফরে এসেছিলেন। সেই সফরে ভারত ও ফিনল্যান্ডের সম্পর্ককে 'ডিজিটালাইজেশন ও স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে কৌশলগত অংশীদারিত্ব'-এ উন্নীত করা হয়।
নয়াদিল্লিতে ৫ থেকে ৭ মার্চ অনুষ্ঠিত রাইসিনা সংলাপ-এ প্রধান অতিথি হিসেবেও উপস্থিত ছিলেন তিনি। সফরকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র সঙ্গে বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা, অবকাঠামো, প্রতিরক্ষা, মহাকাশ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেমিকন্ডাক্টর ও শিক্ষা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ব্রিটিশ বিনিয়োগকারীদের মহারাষ্ট্রে বিনিয়োগের আহ্বান মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবীসের

মুম্বই, ১৬ মার্চ (আইএএনএস): শিল্প ও বিনিয়োগের জন্য মহারাষ্ট্রে চমৎকার পরিবেশ রয়েছে বলে ব্রিটিশ বিনিয়োগকারীদের রাজ্যে বিনিয়োগের আহ্বান জানালেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ।
সোমবার ব্রিটেনের সংসদ সদস্যদের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে তিনি বলেন, বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে ভারতের মধ্যে মহারাষ্ট্র শীর্ষস্থানে রয়েছে এবং এটি দেশের অর্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্রের পাশাপাশি 'স্টার্টআপ ক্যাপিটাল' হিসেবেও পরিচিত।
প্রতিনিধি দলটির নেতৃত্বে ছিলেন বার্মিংহামের সাংসদ লিয়াম বাইর্ন। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী জানান, মহারাষ্ট্র আগামী দিনে ১ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি হওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে।
তিনি বলেন, "মহারাষ্ট্র দেশের প্রযুক্তি কেন্দ্র, যা ভারতের মোট জিডিপির প্রায় ১৩ শতাংশ অবদান রাখে। পাশাপাশি দেশের মোট ডেটা সেন্টার ক্ষমতার প্রায় ৬০ শতাংশই এই রাজ্যে রয়েছে।"
ব্রিটেনের প্রতিনিধিদলকে "ব্রিটেনের প্রকৃত দূত" বলে উল্লেখ করে ফড়নবীস বলেন, ভারত ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে সম্ভাব্য সমন্বিত অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য চুক্তি মহারাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও জোরদার করবে।
তিনি আরও জানান, ২০৩০ সালের মধ্যে মহারাষ্ট্র তার মোট শক্তির চাহিদার ৫২ শতাংশ নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে পূরণের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে রাজ্য সরকার।
নতুন শিক্ষানীতির আওতায় বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ভারতে ক্যাম্পাস স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নবি মুম্বইয়ে একটি 'এডু-সিটি' গড়ে তোলা হচ্ছে। যেখানে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো তৈরি করা হচ্ছে।
তিনি জানান, ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ক্যাম্পাস খোলার জন্য 'লেটার অব ইন্টেন্ট' দেওয়া হয়েছে। চলতি বছর থেকেই সেখানে পাঠ্যক্রম শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং প্রায় এক লক্ষ শিক্ষার্থীর জন্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে।
বিনিয়োগের সম্ভাবনা তুলে ধরে ফড়নবীস বলেন, "লন্ডন ও মুম্বইয়ের অর্থনৈতিক বিকাশের সম্ভাবনা অনেকটাই একরকম। মুম্বইয়ে একটি বৈশ্বিক আর্থিক কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। একইভাবে, পুনে ও বার্মিংহাম অটোমোবাইল শিল্পের জন্য সমান সুযোগ প্রদান করে। মহারাষ্ট্র ও ব্রিটেনের অংশীদারিত্ব উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে।"
প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে থাকা লিয়াম বার্ন বলেন, মহারাষ্ট্র শুধু ভারতের অর্থনৈতিক শক্তিকেন্দ্রই নয়, এটি এখন বিশ্বব্যাপী বিনিয়োগকারীদের কাছেও বড় আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

ইসি-র বদলির পরই পুলিশ আধিকারিকদের নতুন দায়িত্ব দিল রাজ্য সরকার

কলকাতা, ১৬ মার্চ (আইএএনএস): নির্বাচন কমিশন (ইসি) সোমবার যেসব পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ও কলকাতা পুলিশের শীর্ষ আধিকারিকদের বদলি করেছিল, তাদের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই নতুন দায়িত্ব দিল রাজ্য সরকার।
ইসি এদিন ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (ডিজিপি), কলকাতা পুলিশ কমিশনার, ডিজিপি (ল' অ্যান্ড অর্ডার) এবং ডিজিপি (প্রিজনস)-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলির নির্দেশ দেয়। পরে রাজ্য সরকার ওই পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া আধিকারিকদের নতুন দায়িত্বে নিয়োগ করে।
পূর্বতন ডিজিপি পীযূষ পান্ডে-কে ডিরেক্টর অব সিকিউরিটি পদে নিয়োগ করা হয়েছে। অন্যদিকে এতদিন ডিরেক্টর অব সিকিউরিটি পদে থাকা মনোজ ভার্মা-কে অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল (এডিজি) সিকিউরিটি পদে বদলি করা হয়েছে।
কলকাতা পুলিশের কমিশনার পদ থেকেও সরানো হয়েছে [illegible]-কে। তাঁর জায়গায় নতুন কমিশনার হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে অজয় কুমার নন্দ-কে।
পদচ্যুত হওয়ার পর সুপ্রতিম সরকারকে অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল (সিআইডি) পদে নিয়োগ করা হয়েছে। পাশাপাশি তাঁকে কলকাতার ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের এডিজি-র অতিরিক্ত দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে।
এদিকে এতদিন ডিজিপি (ল' অ্যান্ড অর্ডার) পদে থাকা বিনীত গোয়েল-কে স্টেট ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ডিরেক্টর জেনারেল হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।
নতুন এডিজি (ল' অ্যান্ড অর্ডার) হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন অজয় মুকুন্দ রানাডে।
ডিজিপি (প্রিজনস) পদে নিয়োগ করা হয়েছে নটরাজন রমেশ বাবু-কে। অন্যদিকে আগে এডিজি (সিআইডি) পদে থাকা লক্ষ্মী নারায়ণ মীনা-কে এডিজি (প্রিজনস) পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
এর আগে সোমবার ইসি জানায়, যেসব আধিকারিককে তাঁদের পদ থেকে সরানো হয়েছে, নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের কোনও নির্বাচনী দায়িত্ব দেওয়া যাবে না। সেই অনুযায়ী বিকেলের মধ্যে তাঁদের অন্য দপ্তরে পুনর্বিন্যাস করা হয়।
উল্লেখ্য, রবিবার ইসি চারটি রাজ্য যার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গও রয়েছে এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা নির্বাচনের সূচি ঘোষণা করেছে। পশ্চিমবঙ্গে ভোটগ্রহণ হবে দুই দফায়, ২৩ এপ্রিল ও ২৯ এপ্রিল।
নির্বাচনের সূচি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই রাজ্যজুড়ে কার্যকর হয়েছে আদর্শ আচরণবিধি (মডেল কোড অব কন্ডাক্ট)। এই সময় প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে নির্বাচন কমিশন।

আগামীকাল চালু হচ্ছে '২৪ স্পিড পোস্ট', ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পার্সেল পৌঁছে দেবে ইন্ডিয়া পোস্ট

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ (আইএএনএস): পার্সেল ও গুরুত্বপূর্ণ নথি দ্রুত পৌঁছে দিতে নতুন পরিষেবা চালু করতে চলেছে ইন্ডিয়া পোস্ট। ২৪ ঘন্টার মধ্যে পার্সেল, কনসাইনমেন্ট ও অন্যান্য ডাকসামগ্রী পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে '২৪ স্পিড পোস্ট' নামে একটি নতুন এক্সপ্রেস পরিষেবা চালু করা হবে বলে সোমবার জানিয়েছে সরকার।
যোগাযোগ মন্ত্রক জানিয়েছে, আগামী মঙ্গলবার (১৭ মার্চ) ডাক বিভাগ এই '২৪ স্পিড পোস্ট' পরিষেবা চালু করবে। জরুরি ও সময়-সংবেদনশীল কনসাইনমেন্টের জন্য এই পরিষেবায় পরের দিন নিশ্চিত ডেলিভারির সুবিধা থাকবে।
নয়াদিল্লির আকাশবাণী ভবনের রং ভবন অডিটোরিয়ামে দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিষেবাটি উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য এম. সিন্ধিয়া এবং যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রশেখর পেম্মাসানি। অনুষ্ঠানে ডাক বিভাগের শীর্ষ আধিকারিকরাও উপস্থিত থাকবেন।
মন্ত্রকের মতে, '২৪ স্পিড পোস্ট' পরিষেবার মাধ্যমে দেশের বড় বড় মহানগরগুলির মধ্যে দ্রুত এক্সপ্রেস লজিস্টিক পরিষেবা আরও শক্তিশালী হবে। প্রথম পর্যায়ে পরিষেবাটি চালু হবে ছয়টি মহানগরে নতুন দিল্লি, মুম্বই, চেন্নাই, কলকাতা, বেঙ্গালুরু এবং হায়দরাবাদ।
এর পাশাপাশি ডাক বিভাগ '২৪ স্পিড পোস্ট' ও '৪৮ স্পিড পোস্ট' পরিষেবাও দেবে, যেখানে যথাক্রমে ডি১ এবং ডি২ দিনের মধ্যে ডেলিভারি নিশ্চিত করা হবে। এ জন্য বিশেষ প্রসেসিং ইউনিট এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিমানযোগে পরিবহনের ব্যবস্থা থাকবে।
নতুন পরিষেবায় থাকবে ওটিপি-ভিত্তিক নিরাপদ ডেলিভারি এবং এসএমএস অ্যালার্টসহ এন্ড-টু-এন্ড ট্র্যাকিং সুবিধা, যাতে গ্রাহকেরা তাঁদের পার্সেলের অবস্থা সম্পর্কে নিয়মিত আপডেট পান। ব্যবসায়িক গ্রাহকদের জন্য 'বাই নাউ পে লেটার' সুবিধা, বড় বুকিংয়ের ক্ষেত্রে বিনামূল্যে পিক-আপ, এপিআই ইন্টিগ্রেশন এবং কেন্দ্রীয় বিলিংয়ের ব্যবস্থাও থাকবে। নির্ধারিত সময়ে ডেলিভারি না হলে মানি-ব্যাক গ্যারান্টির সুবিধাও দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে মন্ত্রক।
এর আগে চলতি মাসে লোকসভায় লিখিত উত্তরে যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জানান, পার্সেল ও ই-কমার্স খাতে পরিষেবা উন্নত করতে ডাক বিভাগ একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে পার্সেল প্রসেসিং ও ডেলিভারি ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং সারা দেশে দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য পরিষেবা নিশ্চিত করার জন্য একীভূত প্রযুক্তি ব্যবস্থা চালু করা।
তিনি আরও জানান, নোডাল ডেলিভারি সেন্টারের মাধ্যমে শেষ মাইল ডেলিভারি শক্তিশালী করা হয়েছে এবং 'অ্যাডভান্সড পোস্টাল টেকনোলজি ২.০' প্রকল্পের আওতায় রিয়েল-টাইম ডেলিভারি আপডেট, ওটিপি-ভিত্তিক ডেলিভারি এবং ই-কমার্স অংশীদারদের সঙ্গে এপিআই সংযোগ চালু করা হয়েছে।

ভোটের আগে বাংলায় ইডির তল্লাশি, অবৈধ কল সেন্টার মামলায় ১০টি জায়গায় অভিযান

কলকাতা, ১৬ মার্চ (আইএএনএস): অবৈধ কল সেন্টার পরিচালনার অভিযোগে তদন্তের অংশ হিসেবে সোমবার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ১০টি স্থানে তল্লাশি চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার এক আধিকারিক এ তথ্য জানিয়েছেন। সূত্রের খবর, তল্লাশি চালানো হয়েছে শিলিগুড়ি, হাওড়া, বিধাননগর এবং দুর্গাপুর-সহ মোট প্রায় ১০টি জায়গায়। তদন্তের মূল লক্ষ্য একটি অবৈধ কল সেন্টারের কার্যকলাপ। তবে এই তদন্তের সঙ্গে রাজনৈতিক অর্থায়ন বা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সরাসরি কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। জানা গেছে, সুরজী কর, সম্রাট ঘোষ এবং শুভজিৎ চক্রবর্তী-সহ কয়েকজনের বাড়ি ও সংশ্লিষ্ট জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে। অভিযোগ, এই অবৈধ কল সেন্টারের মাধ্যমে বহু মানুষ প্রতারণার শিকার হয়েছেন। সেই কারণেই বিষয়টি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার নজরে এসেছে। তল্লাশি চলাকালীন ইডি আধিকারিকরা বিভিন্ন ডিজিটাল ডিভাইস, আর্থিক নথি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ খতিয়ে দেখছেন। সন্দেহভাজন কল সেন্টার চক্রের মাধ্যমে কীভাবে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং সেই অর্থ কোথায় ও কীভাবে বিনিয়োগ বা স্থানান্তরিত হয়েছে, তার সূত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে সংস্থা।

৩৪,২১২.৩১ কোটি টাকার বাজেট পেশ

● প্রথম পাতার পর

পরিকাঠামো সুদৃঢ়করণ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্বাস্থ্য ও পর্যটন ক্ষেত্রে উন্নয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের জনগণের সর্বাঙ্গীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। চলতি বছরের কেন্দ্রীয় বাজেট দৃঢ় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য একটি শক্ত ভিত্তি স্থাপন করেছে। এতে পরিকাঠামো উন্নয়ন, ডিজিটাল রূপান্তর ও গ্রামীণ ক্ষমতায়ন এবং বিশেষত যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবহণ, পর্যটন ও লজিটিকস ক্ষেত্রে উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর ফলে উত্তর পূর্ব ভারত উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হবে এবং এ অঞ্চলের মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবায়নের ব্যবধান দূর করতে এই কেন্দ্রীয় বাজেট অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। আজ বিধানসভায় ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট পেশ করে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় একথা বলেন।
বাজেট পেশ করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, কৃষিকাজ ত্রিপুরার গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদন্ড এবং রাজ্যের প্রায় ৪ লক্ষ ৭২ হাজার মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে কৃষকদের সুরক্ষার লক্ষ্যে ৯৬ হাজার জন কৃষকের উৎপাদিত ফসলকে প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার অধীনে আনা হয়েছে। স্বল্পমেয়াদি ঋণের মাধ্যমে কৃষকদের সহায়তার জন্য ৪৫ হাজার ৭৮০টি কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রদান করা হয়েছে এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে মোট ২৫৭ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার সহজ ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরার মোহনপুরে কৃষি খামার যন্ত্রপাতি প্রচার ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপনের প্রস্তাব করছি, যার জন্য ৮ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে গবাদি পশু ও পাখির টিকাকরণে রাজ্য সরকার একটি স্পেশাল ড্রাইভ অভিযান গ্রহণ করেছে। ৮৭ লক্ষ ৫১ হাজার গবাদিপশুকে টিকাকরণ করা হয়েছে। এম.ভি.ইউ. কর্মসূচির আওতায় ১,২০৩টি স্বাস্থ্য শিবির আয়োজিত হয়েছে, যেখানে ৯৫ হাজার ৬৫০টি পশু এবং ২ লক্ষ ১৭ হাজার ২০৬টি পাখির চিকিৎসা করা হয়েছে। রাজ্যে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোহনপুর মহকুমার বামুটিয়া আর.ডি. ব্লকে চল্লিশ হাজার লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ সালের সুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী মোট ২ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ৩১০ মেট্রিকটন দুধ উৎপাদিত হয়েছে এবং দৈনিক মাথাপিছু দুধের প্রাপ্তির পরিমাণ ১৬৩.৩৮ গ্রাম। ত্রিপুরাকে মাছ উৎপাদন এবং মাছের পোনা উৎপাদনে স্বনির্ভর করে তুলতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মুখ্যমন্ত্রী মৎস্য বিকাশ যোজনার অধীনে ১৪ হাজার চারশো ১৮ জন বেনিফিসিয়ারিকে বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে এবং এই খাতে ৬ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
অর্থমন্ত্রী বলেন, আগরতলার গোর্খাবস্তিতে একটি ত্রিপুরা রাজ্য মৎস্য সচেতনতা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে, যার জন্য ১২ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হবে। এছাড়া কুমারঘাট, কমলপুর, সাব্রুম ও বিলোনীয়াতে মৎস্যচাষ জ্ঞান কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে, যার জন্য চার কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। সমগ্র শিক্ষা অভিযানের অধীনে ১২৫টি নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৩৪৫টি পুরোনো শ্রেণিকক্ষ সংস্কার করা হয়েছে। পাশাপাশি ১ হাজার ৫৬টি ছাত্রছাত্রীদের শৌচাগার নির্মাণ এবং ৪ হাজার ২৩৮টি নিরাপদ পানীয়জলের সংস্থান করা হয়েছে, যার ফলে একটি শিশুবান্ধব ও নিরাপদ শিক্ষার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। পি.এম. পোষণ প্রকল্পের আওতায় ৪ লক্ষ ১০ হাজার জন ছাত্রছাত্রীকে পুষ্টিকর মধ্যাহ্ন আহার প্রদান করা হয়েছে, যা বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি বাড়াতে কিশোরদের পুষ্টি সুনিশ্চিত করতে সহায়তা করেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে নব ২/৬ হাজার ৮০০ জন ছাত্রীকে সাইকেল বিতরণ করা হচ্ছে, যাতে তাদের বিদ্যালয়ে যাতায়ত সহজ হয় এবং বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বাড়ে। ট্রুজ্জঙ্গচ-এর অধীনে ৭৯ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২টি উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণের প্রস্তাব করছি। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রাজ্য সরকার নলছড়ে একটি নতুন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে তার একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হবে। তাছাড়া আমবাসা, কাকড়াবন ও করবুকে নবনির্মিত তিনটি সরকারি ডিগ্রি কলেজে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
তিনি বলেন, রাজ্যের ছেলেমেয়েরা ৬৯তম ন্যাশনাল স্কুল গেমসে অংশগ্রহণ করে জিমন্যাস্টিক্সে ৯টি, জুডোতে ৩টি, যোগায় ২টি, কুরাশে ৬টি, থাং-তায় ২টি পদক অর্জন করেছে। আগরতলায় অবস্থিত নেতাজি সুভাষ রিজিওন্যাল কোচিং সেন্টারে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি নতুন ইন্ডোর জিমন্যাসিয়াম হল নির্মাণ করা হবে এবং রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ২০টি ওপেন জিমন্যাসিয়াম স্থাপন করা হবে, যার জন্য ২ কোটি ব্যয় ধার্য করা হয়েছে। বাধারঘাটস্থিত দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ৩০ হাজার আসন বিশিষ্ট গ্যালারি নির্মাণ করা হবে এবং এর জন্য ৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ত্রিপুরার ককবরক এবং অন্যান্য ৭টি সংখ্যালঘু ভাষার উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ককবরক ভাষার জন্য প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত একটি সুশৃঙ্খল ও সময়োপযোগী পাঠক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত করা হয়েছে। গারো, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ও মণিপুরী প্রভৃতি সংখ্যালঘু ভাষার পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা ও পাঠ্যক্রম উন্নীতকরণের কাজ চলছে। আই.এম.এ.-এ (মাদার"এর মণিপুরী অনুবাদ) এবং জো তাওয়াং গ্রামারের মতো বই প্রকাশিত হয়েছে। পাশাপাশি ককবরক, কুকি, মিজো, চাকমা, মণিপুরী এবং বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীতেও বেশ কিছু বই প্রকাশের কাজ চলছে। আধুনিক চিকিৎসা পরিকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার (এ.বি.-পি.এম.জে.এ.ওয়াই) আওতায় ১ লক্ষ ১৪ হাজার ১৩২ জন রোগী ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা পেয়েছেন। এছাড়া চিফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনার অধীনে ৪৩ হাজার ৯৭৫ জন রোগী ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা গ্রহণ করেছেন।
রাজ্যের মোট ১ হাজার ১৩৯টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে ৫২৮টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র (৪৬.৩৬ শতাংশ) ন্যাশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স স্ট্যান্ডার্ডস (এনকোয়াস)-এর অধীনে স্বীকৃতি লাভ করেছে, যা সারা দেশের মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ অর্জন। ধলাই জেলা হাসপাতালে একটি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক স্থাপন করা হবে। তেলিয়ামুড়া, খোয়াই ও বিশ্রামগঞ্জে ট্রমা কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হবে, যাতে দুর্ঘটনাজনিত ও জরুরিকালীন রোগীদের দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা যায়। রাজ্য সরকার গোমতী জেলায় একটি আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ এবং আগরতলাস্থিত নেতাজি সুভাষ রাজ্য হোমিওপ্যাথি হসপিটালে একটি হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই কলেজগুলিতে বছরে ৬০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হবে। এই লক্ষ্যে ভারত সরকারের আয়ুষ মন্ত্রক ১৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। কলেজগুলি আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যক্রম শুরু করবে। তাছাড়া ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষার স্বার্থে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সেস স্থাপন করা হবে।
অর্থমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার রাজ্যের বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পাশাপাশি শিক্ষা ও জীবিকার মানোন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রাজ্য সরকার ৪০৭টি জনজাতি হোস্টেলে বসবাসকারী ৩৩ হাজার ৬৩৫ জন ছাত্রছাত্রীকে বোর্ডিং হাউস স্টাইপেন্ড প্রদান করেছে। বোর্ডিং ভাতা প্রতিদিন প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য ৮০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০ টাকা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, যা ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে কার্যকর হয়েছে। নবম ও দশম শ্রেণির ১২ হাজার ৩৬ জন শিক্ষার্থীকে প্রাক প্রাথমিক বৃত্তি এবং ৩২ হাজার ৩০৭ জন শিক্ষার্থীকে উচ্চমাধ্যমিক বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৬ হাজার ৮০৪ জন শিক্ষার্থীকে মেধা পুরস্কার এবং ৭৪৬ জন জনজাতি শিক্ষার্থীকে এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া বিনামূল্যে পাঠ্যবই প্রকল্পের আওতায় ১১ হাজার ৩৭০ জন জনজাতি শিক্ষার্থী আর্থিক সাহায্য পেয়েছে। ৪০৮টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ১০ হাজার ১২২ জন জনজাতি আবাসিক ছাত্রছাত্রীকে বিশেষ কোচিং স্তরের পরিপূরক শিক্ষার অধীনে ৯ হাজার ৮৬০ জন শিক্ষার্থীকে কোচিং প্রদান ৩/৬ রাজ্যের ১০০টি জনজাতি হোস্টেলে স্মার্টক্লাস স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি ৬টি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের উদ্বোধন করা হয়েছে এবং কার্যক্রম শুরু করেছে। জুমচাষ সাহায্য প্রকল্পের অধীনে ২ হাজার ১৫৩টি চিরাচরিত জুমিয়া পরিবারকে জুমচাষের বীজ সরবরাহ করা হয়েছে। চিফ মিনিস্টার্স রাবার মিশনের মাধ্যমে ৮০৬ জন বেনিফিসিয়ারির জন্য মোট ২২০০০.০৯ হেক্টর নতুন রাবার বাগান স্থাপন করা হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে রাজ্য সরকার ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের জন্য মোট ৯১৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা প্রদান করবে। তাছাড়া এই বরাদ্দের বাইরেও টি.টি.এ.এ.ডি.সি.-র সার্বিক পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য আর.আই.ডি.এফ. ও এস.এ.এস.সি.আই-র অধীনে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ থাকবে। ট্রাইবেল সাবপ্ল্যান অর্থাৎ টি.এস.পি.র আওতায় মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৭৫৪২.০৬ কোটি টাকা, যা রাজ্যের মোট উন্নয়ন খাতের ব্যয়ের প্রায় ৩৯.৩৯ শতাংশ। ট্রাইবেল সাবপ্ল্যানের আওতাভুক্ত অধিকাংশ অর্থরাশি টি.টি.এ.এ.ডি.সি. এলাকায় ব্যয় হবে।
অর্থমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার তপশিলি জাতিভুক্ত জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে রাজ্য সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে সংশ্লিষ্ট বিভাগটি সরাসরি ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরত ১৩ হাজার ২৮৫ জন তপশিলি জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীকে প্রি-মেট্রিক বৃত্তি প্রদান করেছে এবং এ খাতে ৫৩ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। নবম ও দশম শ্রেণির ৫ হাজার ৭২৫ জন ছাত্রছাত্রীকে ২৪ লক্ষ ৭ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে প্রিমেট্রিক বৃত্তি প্রদান করা হবে। তাছাড়া ১০ হাজার ৫২০ জন তপশিলি জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৩২৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ব্যয়ে পোস্টমেট্রিক বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি ৬ হাজার ৯ জন তপশিলি জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীকে ড. বি.আর. আম্বেদকর মেরিট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে আনুমানিক ২০ হাজার জন শিক্ষার্থীকে ২ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে প্রিমেট্রিক বৃত্তি (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি), আনুমানিক ৭ হাজার ৬৬১ জন শিক্ষার্থীকে ২ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে প্রিমেট্রিক বৃত্তি (নবম ও দশম শ্রেণি) প্রদান করা হবে। তাছাড়া প্রায় ২২ হাজার ৫৭ জন শিক্ষার্থীকে ৬৯ কোটি ৫৫ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তায় পোস্টমেট্রিক বৃত্তি এবং ৮ হাজার ২০০ জন শিক্ষার্থীকে ড. বি.আর. আম্বেদকর মেরিট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে, যার জন্য ৮০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ রয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে এন.এস.পি. পোর্টালের মাধ্যমে আনুমানিক ২২ হাজার জন ওবিসি শিক্ষার্থীকে পোস্টমেট্রিক বৃত্তি প্রদান করা হবে। এছাড়া আনুমানিক ৭ হাজার ৫০০ জন ওবিসি শিক্ষার্থীকে এন.এস.পি. পোর্টালের মাধ্যমে প্রিমেট্রিক বৃত্তি প্রদান করা হবে। ১৭২ জন অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল কিন্তু মেধাবী শিক্ষার্থীকে এককালীন ১ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনাও করা হয়েছে। বর্তমানে সদ্য চালু হওয়া চিফ মিনিস্টার্স স্কিম ফর মেন্টালি চ্যালেঞ্জড পার্সনস সহ ৩৫টি ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক পেনশন প্রকল্পের অধীনে ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার জন বেনিফিসিয়ারি সামাজিক সুরক্ষা পেনশন পাচ্ছেন।
অর্থমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণের অধীনে (পি.এম.এ.ওয়াই.জি.) ৩ লক্ষ ৭৬ হাজারেরও বেশি পাকা বাড়ি গ্রামীণ পরিবারগুলিকে প্রদান করা হয়েছে এবং ১১ মার্চ ২০২৬ ইং তারিখ পর্যন্ত পি.এম. জনমনের অধীনে রিয়াং পরিবারগুলিকে ১৭ হাজার ২১৫টি পাকা বাড়ি প্রদান করা হয়েছে। এম.জি.এন.আর.ই.জি.এ.-এর অধীনে গ্রামীণ এলাকায় ৫৫১ কিলোমিটার রাস্তা (ব্রিক সলিং, পেভার ব্লক, সিমেন্টের কংক্রিট রাস্তা) এবং ২৫৫টি কালভার্ট / ক্রস ড্রেনেজ নির্মাণ করা হয়েছে। এম.জি.এন.আর.ই.জি.এ.-এর অধীনে গ্রামীণ পরিবারসমূহের জন্য ২ কোটি ৫৫ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হয়েছে। ১১ মার্চ, ২০২৬ পর্যন্ত এই প্রকল্পে ৭৬৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৮০টি নতুন পঞ্চায়েত ভবন নির্মাণাধীন রয়েছে এবং ভবনপিছু বিয়াল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। এই ভবনসমূহ আরও সলপমানাবে পরিষেবা প্রদানে সহায়তা করবে। ৫৮টি ব্লক পঞ্চায়েত রিসোর্স সেন্টারের উন্নয় ৪/৬ প্রতিটি কেন্দ্রে চার লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয় সহযোগে আপগ্রেডেশন কার্যক্রম হয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি ও অপরাধদমন চিত্রে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ডাকাতি, চুরি, খুন, দাঙ্গা, নারী নির্যাতন, মাদক সংক্রান্ত অপরাধ, সাইবার জনিত অপরাধ এবং আর্থিক প্রতারণার মতো বিষয়গুলিতেও রাজ্যে অপরাধের হার যথেষ্ট নিম্নমুখী।
অর্থমন্ত্রী বলেন, ভারত সরকারের ব্যয় বিভাগ "ত্রিপুরা স্টেট হাইওয়ে ইমপ্রুভমেন্ট অ্যান্ড আরবান মবিলিটি প্রজেক্ট পি.পি.আর.আইডি, ২২৬২৫" নামে ১,৯২৬ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। প্রতিটি পরিবারের জন্য সরবরাহকৃত জলের সংযোগ প্রদানে রাজ্য উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। এবছর ১২ মার্চ পর্যন্ত রাজ্যের মোট ৬ লক্ষ ৪৮ হাজার ২২৪টি অর্থাৎ (৮৬.৩৩ শতাংশ) গ্রামীণ পরিবারে ট্যাপ ওয়াটার সংযোগ পৌঁছেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বিয়াল্লিশটি ডিপটিউবওয়েল খনন করা হয়েছে এবং ১৫০টি ডিপ টিউবওয়েল, ৩৩৮টি স্মল বোর ডিপ টিউব ওয়েল প্রকল্প এবং ৩৭টি উদ্ভাবনী প্রকল্প চালু করা হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে অবশিষ্ট ১ লক্ষ ৩ হাজার ২৬৬টি গ্রামীণ পরিবারকে এই পরিষেবার আওতায় আনা হবে। আশা করা যায় যে, ৩৫৫টি ডিপটিউবওয়েল, ৭৫৯টি স্মর বোর ডিপটিউবওয়েল প্রকল্প, ২৫৮টি উদ্ভাবনী প্রকল্প, ১,৫৪৩টি আয়রন রিম্যুভাল প্ল্যান্ট এবং ৩টি সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট চালু করা হবে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১,৪৮৪ হেক্টর চাষযোগ্য জমিকে নিশ্চিত সেচের আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমানে আরও দশ হাজার চারশো হেক্টর চাষযোগ্য জমিকে নিশ্চিত সেচের আওতায় আনতে ৪২২টি ডিপ টিউবওয়েল, ৩২টি লিফট ইরিগেশন প্রকল্প, ১৪টি মাইনর ইরিগেশন স্টোরেজ প্রকল্প এবং একটি ডাইভারশন প্রকল্প চালু রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা আরবান বাস্তবায়নে ত্রিপুরা দেশের অন্যতম সেরা রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। শহর এলাকায় বসবাসকারী দরিদ্র জনসাধারণের জন্য ৮১ হাজার ৪২টি বাড়ি নির্মাণ অনুমোদিত হয়েছে, যার মধ্যে ৭৪ হাজার ৮৮০টি অর্থাৎ ৯২ শতাংশ বাড়ি নির্মাণ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে।
এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের ঋণ সহায়তায় ত্রিপুরা আরবান অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের অধীনে বৃহৎ আকার নাগরিক পরিকাঠামো প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আনুমানিক ৫৩০ কোটি টাকার এই প্রকল্প রাজ্যের ১২টি শহরকে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং জল সরবরাহ, সড়ক, নিকাশি ও পর্যটন পরিকাঠামোর উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। প্রায় ৭৫ হাজার পরিবারকে বিশুদ্ধ পানীয়জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে ৩০৫ কিলোমিটারেরও বেশি জল বিতরণকারী পাইপলাইন বসানো হচ্ছে। জাতীয় ক্যারিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের অধীনে ৬টি চাকরি মেলা এবং একাধিক রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে চাকরি প্রার্থী এবং বেসরকারি নিয়োগ কর্তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা যায়। তরুণদের উপযুক্ত কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সম্পর্কে সহায়তা করতে ১২টি ভোকেশনাল গাইডেন্স প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়েছে, যাতে অংশগ্রহণ করেছেন ৫৪০ জন কর্মসংস্থান প্রার্থী। বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় পর্যায়ে ৮২টি ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম পরিচালনা করা হয়েছে, যেগুলির মাধ্যমে ১২ হাজার ৯০৭ জন শিক্ষার্থী ও কর্মসংস্থান প্রার্থীদের উন্নততর জীবিকার সুযোগ ও দক্ষতা বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ৬টি ক্যারিয়ার এক্সিবিশনের আয়োজন করা হয়েছে, যাতে অংশগ্রহণকারী ১ হাজার ৩৪২ জন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন পেশা ও কর্মপথ সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করেছে। অগ্নিবীর রিক্রুটমেন্ট স্কিম সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে তরুণদের অবহিত করতে ৫৬টি ক্যারিয়ার অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ৭ হাজার ৩৪৮ জন চাকরি প্রার্থী উপকৃত হয়েছেন। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে যুব সমাজের জন্য উন্নততর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এমন আরও ক্যারিয়ার কর্মসূচি আয়োজন করা হবে বলে অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন।
অর্থমন্ত্রী জানান, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের অধীনে ৬০টি নতুন গ্রামীণ বাজার নির্মাণ করা হবে। এছাড়া ১০০টি কৃষক পরামর্শ কেন্দ্র সহ কৃষি উপবীজ সংরক্ষণাগার এবং ৩০টি কৃষক জ্ঞান কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। পশ্চিম ত্রিপুরার মোহনপুরে একটি এগ্রিকালচার ফার্ম মেশিনারি প্রমোশন এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে। উদ্যানজাত পণ্যের বিপনন অবকাঠামো শক্তিশালী করতে রাজ্যে আরও ৩০টি স্থানে বাজার শেড নির্মাণ করা হবে। অর্থমন্ত্রী ঘোষণা করেন অভয়নগর রাজ্য ভেটেরিনারি হাসপাতালে একটি অ্যানিমেল পেট ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট এবং ব্লাড ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হবে।
আগরতলায় পশু ও পোল্ট্রি খাদ্যের জন্যে একটি ফিড অ্যানালেটিক্যাল ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হবে। আগরতলার গোর্খাবস্তিতে ত্রিপুরা স্টেট ফিসারিজ অ্যাওয়ারনেস সেন্টার এবং কুমারঘাট, কমলপুর, সাব্রুম ও বিলোনীয়ায় চারটি পিসসিকালচার নলেজ সেন্টার স্থাপন করা হবে। ১২টি নতুন উচ্চ ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা হবে। ত্রিপুরা সরকারি কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ত্রিপুরা সরকারি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। বিলোনীয়ার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজ, করবুক সরকারি ডিগ্রি কলেজ, আগরতলার রামঠাকুর কলেজ এবং ওল্ড আগরতলা সরকারি ডিগ্রি কলেজের নতুন অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হবে। রামঠাকুর কলেজ ক্যাম্পাসে ১০০০ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম নির্মাণ করা হবে। আগরতলার নেতাজী সুভাষ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে একটি নতুন ইন্ডোর জিমন্যাসিয়াম হল নির্মাণ করা হবে।
অর্থমন্ত্রী বলেন, বাধারঘাটের দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ৩০ হাজার দর্শক ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট গ্যালারী নির্মাণ করা হবে। ধলাই জেলা হাসপাতালে একটি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক, তেলিয়ামুড়া, খোয়াই ও বিশ্রামগঞ্জে ট্রমা কেয়ার সেন্টার, জেলা ও মহকুমা হাসপাতালে মেটারনেল এন্ড চাইল্ড হেলথ (এমসিএইচ) উইং এবং এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালে জেরিয়াট্রিক ও ডায়াবেটিক কেয়ার ইউনিট স্থাপন করা হবে। এছাড়া গোমতী জেলার কালাঝাড়িতে একটি নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (পিএইচসি) স্থাপন করা হবে এবং ২০টি পিএইচসি ও ৯টি সিএইচসি"র স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করা হবে। রানীরবাজার ও পেঁচারখল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে (সিএইচসি) উন্নীত করা হবে। এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালে একটি কম্প্রিহেনসিভ ডে কেয়ার হ্যামোফিলিয়া ও থ্যালাসেমিয়া ম্যানেজমেন্ট সেন্টার এবং ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে ক্যান্সার ডায়াগনস্টিক ও ম্যানেজমেন্ট সেন্টার স্থাপন করা হবে। ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্স প্রতিষ্ঠা করা হবে।
অর্থমন্ত্রী বলেন, বাধারঘাটের দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ৩০ হাজার দর্শক ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট গ্যালারী নির্মাণ করা হবে। ধলাই জেলা হাসপাতালে একটি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক, তেলিয়ামুড়া, খোয়াই ও বিশ্রামগঞ্জে ট্রমা কেয়ার সেন্টার, জেলা ও মহকুমা হাসপাতালে মেটারনেল এন্ড চাইল্ড হেলথ (এমসিএইচ) উইং এবং এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালে জেরিয়াট্রিক ও ডায়াবেটিক কেয়ার ইউনিট স্থাপন করা হবে। এছাড়া গোমতী জেলার কালাঝাড়িতে একটি নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র (পিএইচসি) স্থাপন করা হবে এবং ২০টি পিএইচসি ও ৯টি সিএইচসি"র স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করা হবে। রানীরবাজার ও পেঁচারখল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে (সিএইচসি) উন্নীত করা হবে। এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালে একটি কম্প্রিহেনসিভ ডে কেয়ার হ্যামোফিলিয়া ও থ্যালাসেমিয়া ম্যানেজমেন্ট সেন্টার এবং ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে ক্যান্সার ডায়াগনস্টিক ও ম্যানেজমেন্ট সেন্টার স্থাপন করা হবে। ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্স প্রতিষ্ঠা করা হবে।
আদিবাসী পণ্যের সংগ্রহ, মূল্য সংযোজন ও বিপননকে উৎসাহিত করতে ২টি ট্রাইবেল মাল্টিপারপাস মার্কেটিং সেন্টার (টিএমএমসি) স্থাপন করা হবে। ছামনু আরডি ব্লকের মানিকপুরে একটি ট্রাইবেল রেস্ট হাউস এবং উদয়পুরের ফুলকুমারীতে আরেকটি ট্রাইবেল রেস্ট হাউস নির্মাণ করা হবে। ৫০ আসন বিশিষ্ট ২টি এসটি বয়েজ হোস্টেল নির্মাণ করা হবে। একটি হবে তেলিয়ামুড়া সরকারি ডিগ্রি কলেজে এবং অন্যটি খোয়াই সরকারি ডিগ্রি কলেজে। দক্ষিণ ত্রিপুরার কলসিতে একটি সিন্থেটিক ফুটবল টার্ফ নির্মাণ করা হবে। ঊনকোটি জেলার ফটিকরায়ে একটি অ্যাওয়ারনেস কাম নলেজ সেন্টার স্থাপন করা হবে। আগরতলার অফিস লেনে মৌলানা আবুল কালাম পান্থনিবাস পুনঃর্নির্মান করা হবে। জাতীয়স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় রাজ্যে পরিচালিত শিশু সুরক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্মার্ট ক্লাসরুম স্থাপন করা হবে। গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে আরও ১১৭টি আরসিসি ফুটব্রীজ নির্মাণ করা হবে। ধলাই জেলার ছৈলেংটায় ১০০০ আসন বিশিষ্ট টাউনহল এবং নলছড় ব্লকের চন্দনমুড়া জিপিতে একটি বহুমুখী কমিউনিটি হল নির্মাণ করা হবে।
অর্থমন্ত্রী বলেন, প্রতিটি জেলায় ৮টি রুরাল এন্টারপ্রিস্টেশন সেন্টার কাম পঞ্চায়েত রিসোর্স সেন্টার স্থাপন করা হবে। ডুম্বুরে ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন এবং পূর্ব তকসাবাড়ি এডিসি গ্রামে একটি নেচার পার্ক স্থাপন করা হবে। উদ্ভাবন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি জেলায় রিজিওন্যাল স্টার্টআপ হাব স্থাপন করা হবে। আগরতলায় সাইবার সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার (সিএসওসি) স্থাপন করা হবে। আগরতলার চাঁনমারিতে ত্রিপুরা আইটি এবং ডাটা ইকো-সিস্টেম জোন স্থাপন করা হবে। আগরতলা এআইসিটি প্রকল্পের মাধ্যমে অত্যাধুনিক আইটি পার্ক গড়ে তোলা হবে। আগরতলার আস্তবল এলাকার কাছে আগরতলা ট্রাফিক ইউনিটের জন্যে বৃজি৪ তলা ভবন নির্মাণ করা হবে। গোমতী জেলার গর্জিতে নতুন ফায়ার স্টেশন এবং ঋষ্যমুখ ও কিল্লায় ফায়ার স্টেশনের নতুন ভবন নির্মাণ করা হবে। আগরতলার মাতৃপল্লীতে স্টেট ফায়ার সার্ভিসেস ট্রেনিং সেন্টারে একটি ট্রেনিং হোস্টেল নির্মাণ করা হবে। আগরতলায় সাইবার সিকিউরিটি তহশিল স্থাপন করা হবে। গোমতী জেলার করবুকে একটি মাল্টিপারপাস ডিজাস্টার রেসিস্ট্যান্ট সেন্টার নির্মাণ করা হবে। কুমারঘাট এবং ধুজনগরে ২টি বিজ্ঞান গবেষণাগার স্থাপন করা হবে। পেঁচারখলে একটি নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (আইটিআই) নির্মাণ করা হবে। উত্তর ত্রিপুরা, ঊনকোটি, খোয়াই, গোমতী, সিপাহীজলা ও দক্ষিণ ত্রিপুরায় ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডাস্ট্রি সেন্টার এর নতুন অফিস ভবন নির্মাণ করা হবে। ইন্দ্রনগরে হ্যান্ডলুম ভবন সহ হ্যান্ডলুম মিউজিয়াম ও ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থান প্রকল্প চালু করা হবে। এর মাধ্যমে নার্সিং আইটিআই ডিপ্লোমা ও স্নাতক শিক্ষার্থীদের বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হবে। রামকৃষ্ণ মিশনের সহযোগিতায় আগরতলায় একটি ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ স্কুল স্থাপন করা হবে। ডিজিসিএ অনুমোদিত লাইসেন্স সহ ড্রোন পাইলট প্রশিক্ষণের জন্যে একটি ড্রোন স্কুল স্থাপন করা হবে। উদয়পুরের অমরসাগর লেকে ওয়াটার ফ্রন্ট উন্নয়ন এব ট্যুইন আইল্যান্ড উন্নয়ন করা হবে। ব্রহ্মকুন্ডের অবকাঠামো উন্নয়ন করা হ ৩/৩ মোহনপুর, কল্যাণপুর ও যতনবাড়িতে নতুন মোটরস্ট্যান্ড নির্মাণ করা হবে। হাওড়া কাঁটাখালের বাঁধ শক্তিশালী করা হবে। গোমতী জেলায় আয়ুর্বেদিক মেডিকেল কলেজ এবং আগরতলার নেতাজী সুভাষ স্টেট হোমিওপ্যাথি হসপিটালে হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু করা হবে।

Page 3_5_7- JAGARAN FINAL.pmd 3 17-03-2026, 00:06

পাকিস্তানে ছাদ ধসে মৃত্যু ৮ মহিলার, আহত ৫০-এর বেশি

ইসলামাবাদ, ১৬ মার্চ (আইএএনএস): পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে একটি ভবনের ছাদ ধসে অন্তত আট মহিলার মৃত্যু হয়েছে এবং ৫০ জনের বেশি আহত হয়েছেন। সোমবার রহিম ইয়ার খান জেলা-এ কল্যাণমূলক ভাতা বিতরণের সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে জানানো হয়েছে।

প্রশাসনের মতে, নিম্নমানের নির্মাণসামগ্রী দিয়ে তৈরি হওয়ায় ভবনের ছাদটি বড় ভিড়ের চাপ সহ্য করতে পারেনি এবং হঠাৎ ভেঙে পড়ে। ফলে বহু মহিলা ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়েন।

পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, শহরের উপকণ্ঠে একটি বেনজির আয় সহায়তা কর্মসূচি (বিআইএসপি) কেন্দ্রের ছাদ ধসে এই ঘটনা ঘটে। চকের নং ১২৫ এলাকার কাছে অবস্থিত ওই খুচরো দোকানের প্রথম তলায় ২০০-রও বেশি মহিলা ভাতা সংগ্রহ করতে জড়ো হয়েছিলেন। সেই সময়ই দুর্বল ছাদটি ভেঙে পড়ে।

উদ্ধারকারী দল দ্রুত আহতদের শেখ জায়েদ হাসপাতাল-এ নিয়ে যায়। সেখানে পাঁচজন মহিলাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। ঘটনার পর জেলা প্রশাসন হাসপাতালে জরুরি অবস্থা জারি করেছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

জেলার ডেপুটি কমিশনার জহির আনোয়ার জাপ্পা সংবাদসংস্থা সিনহুয়া সংবাদ সংস্থা-কে জানান, ভবনের প্রথম তলায় ২০০-র বেশি মহিলা ভাতা নিতে জড়ো হওয়ার সময়ই দুর্ঘটনাটি ঘটে।

একজন প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি, ছাদ ধসের পর হুড়োহুড়ি ও পদদলিত হওয়ার ঘটনায় ঘটনাস্থলেই সাতজনের মৃত্যু হয় এবং বহু মানুষ আহত হন। যদিও প্রশাসন এই দাবির সত্যতা এখনও নিশ্চিত করেনি।

পাকিস্তানের সংবাদপত্র উল্লেখ করেছে, দুই বছর আগে সিন্ধু শিল্প ও বাণিজ্য সম্পত্তি এলাকায় জাকাত বিতরণের সময় পদদলিত হয়ে তিন শিশুসহ অন্তত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছিল।

অসম বিধানসভা নির্বাচন: পাঁচ আইএএস আধিকারিককে বদলির নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের

নয়াদিল্লি/গুয়াহাটি, ১৬ মার্চ: আসন্ন অসম বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে পাঁচজন আইএএস আধিকারিককে জেলা নির্বাচন আধিকারিক (ডিইও) হিসেবে বদলি ও নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)। সোমবার অসমের মুখ্যসচিবকে পাঠানো এক সরকারি চিঠিতে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ইসিআই জানিয়েছে, ২০২৬ সালের অসম বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্যালোচনা করার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যাতে নির্বাচন প্রক্রিয়া নিরপেক্ষ ও নির্বিঘ্নভাবে পরিচালিত হয়।

নির্দেশ অনুযায়ী, ২০১৬ ব্যাচের আইএএস আধিকারিক পি. উদয় প্রবীনকে কোকরাঝাড় জেলার ডিইও হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। ২০২১ ব্যাচের আইএএস আধিকারিক সৃষ্টি সিংকে মাজুলি জেলার ডিইও করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৪ ব্যাচের আইএএস আধিকারিক কিমনেই চাংসানকে বাক্সা জেলার ডিইও হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে ২০১৪ ব্যাচের আইএএস আধিকারিক মধুসূদন নাথকে বদলি করে চিরাং জেলার ডিইও করা হয়েছে। ২০২১ ব্যাচের আইএএস আধিকারিক জয় বিকাশকে উদালগুড়ি জেলার ডিইও হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিয়েছে যে এই বদলি অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন কিনা সে বিষয়ে একটি কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট আগামী ১৭ মার্চ বিকেল ৩টার মধ্যে কমিশনে জমা দিতে হবে।

এছাড়া যেসব আধিকারিককে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে, তাদের নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও নির্বাচন-সংক্রান্ত দায়িত্ব না দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতেই এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কমিশন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

এডিসি নির্বাচনে বামফ্রন্ট প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান, বিলোনিয়ায় সভা

বিলোনিয়া, ১৬ মার্চ : আসন্ন এডিসি নির্বাচনে বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানালেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুধন দাস। বিলোনিয়া মহকুমার হেতালিয়া এলাকায় বামফ্রন্টের উদ্যোগে এক নির্বাচনী সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় মির্জা—কাঠালিয়া—রাজাপুর কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই(এম) প্রার্থী পরীক্ষিত মড়াসিংকে বিপুল ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানানো হয়। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য সুধন দাস। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) নেতা অরূপ মজুমদার, সুবীর ত্রিপুরা এবং লক্ষণ ত্রিপুরা। সভায় সভাপতিত্ব করেন রায়বাহাদুর ত্রিপুরা।

অন্যদিকে একই দিনে মেলতী রিয়াং পাড়াতেও বামফ্রন্টের উদ্যোগে আরেকটি নির্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) রাজ্য কমিটির সদস্য দীপঙ্কর সেন, সিপিআই(এম) নেতা নির্মল ভৌমিক, অজয় রিয়াং এবং রামচন্দ্র রিয়াং। সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষ্ণ বাসি মুড়াসিং।

এদিকে রবিবার মেলতী রিয়াং পাড়ার সভায় এলাকার সনজিৎ রিয়াং সহ তাঁর পরিবারের চারজন ভোটার শাসক দল ছেড়ে সিপিআই(এম)-এর পতাকা তলে সামিল হন বলে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। তাদের বরণ করে নেন দীপঙ্কর সেন, নির্মল ভৌমিকসহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব।

পশ্চিম ত্রিপুরায় পেট্রোপণ্যের মজুদ ও সরবরাহ নিয়ে জেলা প্রশাসনের বৈঠক

আগরতলা, ১৬ মার্চ : পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় পেট্রোলিয়াম, তেল ও লুব্রিকেন্ট (পিওএল) পণ্যের মজুদ ও সরবরাহ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিন জেলার জেলাশাসক, মহকুমা শাসক এবং পিওএল পণ্য ডিলারদের উপস্থিতিতে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

ত্রিপুরার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর ডঃ বিশাল কুমার, আইএএস-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে জেলার সকল সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট এবং পেট্রোলিয়াম, তেল ও লুব্রিকেন্ট পণ্য ডিলাররা অংশগ্রহণ করেন। সভায় জেলার বর্তমান পিওএল পণ্যের প্রাপ্যতা ও বিতরণ ব্যবস্থা নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়।

বৈঠকে পিওএল ডিলাররা জানান, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় পেট্রোল, ডিজেলসহ অন্যান্য পেট্রোলিয়াম পণ্যের পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে এবং সরবরাহ ব্যবস্থাও স্বাভাবিক রয়েছে।

এদিন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জোর দিয়ে বলেন, জেলায় পিওএল পণ্যের কোনও ঘাটতি নেই। তিনি সাধারণ মানুষকে জ্বালানির প্রাপ্যতা নিয়ে অযথা আতঙ্কিত না হওয়ার এবং গুজবে কান না দেওয়ার পরামর্শ দেন। পাশাপাশি ডিলারদের উদ্দেশ্যে তিনি নির্দেশ দেন, যাতে পিওএল পণ্যের সুষ্ঠু ও সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা হয় এবং কোনওভাবেই অতিরিক্ত মজুদদারি বা বাল্ক সরবরাহের মাধ্যমে বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি না হয়। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জেলার সর্বত্র পিওএল পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ বজায় রাখতে প্রশাসন পরিস্থিতির উপর নিবিড় নজরদারি চালিয়ে যাচ্ছে।

স্কুলে ভর্তির ফি নিয়ে কেলেঙ্কারির অভিযোগ, চাঞ্চল্য

বিশালগড়, ১৬ মার্চ: স্কুলে ভর্তির ফি জমা দেওয়া নিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে বিশালগড়ে। অভিযোগ, প্রায় এক বছর আগে ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা বিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত টাকা জমা দিলেও এখন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দাবি করছে সেই টাকা জমা পড়েনি। এই ঘটনাকে ঘিরে আজ সকালে বিশালগড় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের প্রাতঃবিভাগে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।

অভিভাবকদের দাবি, গত বছর বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য নির্ধারিত ফি জমা দেওয়া হয়েছিল এবং তার রসিদ কপিও তাদের কাছে রয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি স্কুল কর্তৃপক্ষ জানায় যে ওই টাকা নাকি বিদ্যালয়ের হিসাব অনুযায়ী জমা পড়েনি।

এ নিয়ে সোমবার সকালে বেশ কয়েকজন অভিভাবক বিদ্যালয়ে গিয়ে বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ জানান। অভিযোগ উঠতেই প্রথমে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিষয়টি অস্বীকার করে। পরে অভিভাবকদের চাপের মুখে বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক স্বীকার করেন যে রসিদ কপির পুরনো খাতা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয় চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। অভিভাবকদের দাবি, দ্রুত বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত করে প্রকৃত ঘটনা সামনে আনা হোক এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

হঠাৎ করেই উদয়পুর—আগরতলা বাস চলাচল বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা

আগরতলা, ১৬ মার্চ: হঠাৎ করেই উদয়পুর থেকে আগরতলাগামী বাস পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ যাত্রীরা। আজ সকাল থেকে এই রুটে অধিকাংশ বাস চলাচল বন্ধ থাকায় যাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।জানা যায়, সিন্ডিকেট নেতা বিমল দেব এবং সংশ্লিষ্ট মালিকপক্ষের নির্দেশে সোমবার সকাল থেকেই উদয়পুর—আগরতলা রুটে বাস চলাচল বন্ধ রাখা হয়। যদিও বাস চালকদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য সোমবার সকাল থেকে বাস চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিল।এদিকে, মাতাবাড়ি ও শিববাড়িতে জমাতিয়া হদার ধর্মীয় অনুষ্ঠান চলায় এলাকায় বহু পুণ্যার্থী সমবেত হয়েছেন। এমন সময় হঠাৎ বাস পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ ও পুণ্যার্থীরা। অভিযোগ, অনেক যাত্রী বাসে উঠে গন্তব্যে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস চালকরা জানিয়ে দেন যে এদিন আর বাস চলাচল করবে না। এমনকি কিছু যাত্রীকে বাস থেকে নামিয়ে দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে।এদিকে বাস পরিষেবা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সাধারণ যাত্রীদের চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, মাঝেমধ্যেই এই ধরনের সমস্যা তৈরি হয় এবং প্রশাসনের উদাসীনতার কারণেই পরিস্থিতি বারবার জটিল হয়ে উঠছে।

ফায়ারম্যান ও ড্রাইভার পদে নিয়োগের দাবিতে ফের বিক্ষোভ, দ্রুত ফল প্রকাশের দাবি পরীক্ষার্থীদের

আগরতলা, ১৬ মার্চ: ফায়ারম্যান ও ড্রাইভার পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করার দাবিতে আবারও বিক্ষোভে সামিল হলেন চাকরি প্রত্যাশীরা। আজ ফায়ার সার্ভিস দপ্তরের সামনে জড়ো হয়ে তারা প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ২০২২ সালে ত্রিপুরা ফায়ার সার্ভিসে ৩২৯টি শূন্যপদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর শারীরিক পরীক্ষা এবং লিখিত পরীক্ষাও সম্পন্ন হয়। কিন্তু প্রায় চার বছর কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়নি। ফলে দীর্ঘদিন ধরে অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছেন চাকরি প্রত্যাশীরা। তাদের দাবি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার আশায় দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছেন অনেক প্রার্থী। কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ায় বেকার সমস্যার মধ্যে পড়ে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে। এদিন তিনজনের একটি প্রতিনিধি দল দপ্তরের ডিরেক্টর মেঘা জৈন-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বিষয়টি তুলে ধরেন। তবে সাক্ষাতের পরও কোনও স্পষ্ট আশ্বাস পাননি বলে অভিযোগ করেন চাকরি প্রত্যাশীরা। বিক্ষোভকারীরা বলেন, দ্রুত ফল প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তারা। পাশাপাশি এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য মুখ্যমন্ত্রী-র কাছে আবেদন জানান বিক্ষোভকারীরা।

কল্যাণপুরে আলুর বাম্পার ফলন, মুখে হাসি চাষিদের

আগরতলা, ১৬ মার্চ : অনুকূল আবহাওয়া এবং কৃষি দপ্তরের পরামর্শে এ বছর কল্যাণপুরে আলুর বাম্পার উৎপাদন হয়েছে। ফলে এলাকার আলু চাষিদের মধ্যে ব্যাপক খুশির ছোঁয়া দেখা দিয়েছে। মাঠে মাঠে এখন কৃষকদের ব্যস্ততা, লাঙ্গল টানতেই জমি থেকে উঠে আসছে কিলো কিলো আলু।

কল্যাণপুর কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন আলু খেত পরিদর্শন করেন কৃষি দপ্তরের জয়েন্ট ডিরেক্টর তথা এমওভিসিডিএনইআর প্রকল্পের মিশন ডিরেক্টর রাজীব দেববর্মা। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কল্যাণপুরের কৃষি তত্ত্বাবধায়ক এস. এ. দেবরাজ বর্মন। তারা বিভিন্ন আলু খেত ঘুরে উৎপাদন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন।

জানা গেছে, এমওভিসিডিএনইআর ফেজ প্রকল্পের আওতায় এ বছর কল্যাণপুরে কুপরি প্রজাতির তিন ধরনের আলু কুপরি উদয়, কুপরি মোহন এবং কুপরি হিমালিনী বেশি পরিমাণে চাষ করা হয়েছে। প্রায় ৬০ থেকে ৭০ হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়েছে। এর মধ্যে এপিক্যাল রুট কাটিং (এআরসি) পদ্ধতিতে প্রায় ২.৫২ হেক্টর জমিতে চাষ করা হয়েছে।

কৃষি তত্ত্বাবধায়ক এস. এ. দেবরাজ বর্মন জানান, প্রায় ১৫ হেক্টর জমির বীজ আগেই কৃষকদের কাছে সংরক্ষিত ছিল, আর বাকি বীজ কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া প্রায় দুই হেক্টর জমিতে সম্পূর্ণ জৈব পদ্ধতিতে আলু চাষ হয়েছে।

এবার চিরাচরিত টি পি এস আলুর পরিবর্তে কুপরি প্রজাতির আলু চাষে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। কুপরি মোহন ও কুপরি উদয় প্রজাতির আলু লাল রঙের এবং খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু বলে কৃষকদের দাবি। তাদের মতে, এই আলু রান্না করলে সহজেই গলে যায়, টি পি এস আলুর মতো শক্ত থাকে না।

পশ্চিম দ্বারিকাপুর এলাকার কৃষক বিধান দাস জানান, তিনি কুপরি উদয় প্রজাতির আলু চাষ করে এই রবি মরসুমে বেশ লাভবান হয়েছেন। তিনি কৃষি দপ্তর এবং রাজ্যের কৃষিমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, দপ্তরের পক্ষ থেকে সার, বীজসহ প্রয়োজনীয় উপকরণ বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে। গ্রিন কল্যাণপুর ফারমার্স প্রোডিউস কোম্পানির মাধ্যমে পশ্চিম দ্বারিকাপুর এলাকায় এক হেক্টর জমিতে চারজন কৃষক বিধান দাস, দেবেশ দেব, বিশ্বজিৎ দাস এবং সুকেশ দাস আলু চাষ করেছেন।

এদিন মিশন ডিরেক্টর রাজীব দেববর্মার সামনে কল্যাণপুরের কৃষক সুধীর পাল আলু তোলেন। তাঁর জমিতে প্রচুর উৎপাদন হওয়ায় মিশন ডিরেক্টর এবং কৃষি আধিকারিকরা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বর্তমানে বাজারে এই লাল আলুর পাইকারি দাম প্রায় কিলো প্রতি ২৫ টাকা। কৃষকরা মাঠ থেকে আলু তুলে সামান্য রোদে শুকিয়ে বস্তাবন্দী করে সংরক্ষণ করছেন। অনেক ক্ষেত্রেই কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরাও কৃষকদের সঙ্গে মাঠে নেমে আলু তোলার কাজে সহায়তা করছেন। বাম্পার উৎপাদনের ফলে কল্যাণপুরের কৃষকদের মনে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। সারা বছরের পরিশ্রমে এবার ভালো লাভের স্বপ্ন দেখছেন তারা।

বিজেপির প্রথম

● প্রথম পাতার পর

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরি-তেও একই সময়ে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সব রাজ্যের ভোট গণনা হবে আগামী ৪ মে।

ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রের

● প্রথম পাতার পর

দিন হচ্ছে আগামী ২৬ মার্চ, ২০২৬। আগামী ৯ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে সকাল ৭টা থেকে ভোটদান প্রক্রিয়া শুরু হবে। চলবে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। ভোট গণনা হবে ৪ মে, ২০২৬। আগামী ৬ মে, ২০২৬ তারিখের মধ্যে নির্বাচনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার বিষয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে। ভারতের নির্বাচন কমিশন থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

রাজ্যের অর্থনীতিকে আরও

● প্রথম পাতার পর

৯৮৫ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা, শিক্ষাখাতে ৬ হাজার ৪৩৯ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে আরও জানান, ২০২৬-২৭ অর্থবছরে টিটিএএডিসি"র জন্য টিএসপি এর অর্থ বরাদ্দ সহ মোট ৭ হাজার ৫৪২ কোটি ৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা গত অর্থবছরের তুলনায় ৫.৫০ শতাংশ বেশি। টিএসপি তহবিলের বেশিরভাগ অংশ টিটিএএডিসি-এর জন্য বরাদ্দকৃত হয়ে থাকে। এবারের বাজেটে ধলাই জেলা হাসপাতালে ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক, তেলিয়ামুড়া, খোয়াই ও বিশ্রামগঞ্জে ট্রমা কেয়ার সেন্টার, জেলা ও মহকুমা হাসপাতালে ম্যাটারনাল এন্ড চাইল্ড হেলথ উইং এবং এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালে জেরিয়াট্রিক ও ডায়াবেটিক কেয়ার ইউনিট স্থাপন করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। গোমতী জেলার কালাঝাড়িতে একটি নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করার এবং ২০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ৯টি সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের পরিষেবা উন্নয়ন বিষয়ে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। তাছাড়া রানীরবাজার ও পেঁচারথলের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নীত করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, গোমতী জেলায় আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ এবং আগরতলার নেতাজী সুভাষ স্টেট হোমিওপ্যাথি হাসপাতালে হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হবে। উভয় মেডিক্যাল কলেজে ৬০টি করে আসন থাকবে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে মেডিক্যাল কলেজগুলিতে পড়াশুনা শুরু করা হবে। তাছাড়া এবারের বাজেটে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি অফ হেলথ সায়েন্সেস স্থাপন করারও প্রস্তাব রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নার্সিং, আইটিআই, ডিপ্লোমা ও স্নাতক শিক্ষার্থীদের বিদেশে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থান প্রকল্প নামে নতুন এক প্রকল্পের প্রস্তাব রাখা হয়েছে এবারের বাজেটে। তাছাড়া রামকৃষ্ণ মিশনের সহযোগিতায় একটি বিদেশী ভাষা স্কুল স্থাপনেরও প্রস্তাব রাখা হয়েছে এবারের বাজেটে। সাইবার সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার স্থাপন করারও প্রস্তাব রয়েছে এবারের বাজেটে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা এই জনকল্যাণমুখী বাজেট পেশ করার জন্য অর্থমন্ত্রী সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

রাজ্য সরকারি কর্মী ও পেনশন

● প্রথম পাতার পর

আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে ৫ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে বর্তমানে ১ লক্ষ ২ হাজার ৫৬৩ জন সরকারি কর্মচারী এবং ৮১ হাজার ৬১৯ জন পেনশনভোগী রয়েছেন। আগামী ১ এপ্রিল ২০২৬ থেকে এই বৃদ্ধি কার্যকর হবে।

তিনি আরও জানান, মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির ফলে রাজ্য সরকারের উপর বছরে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা পড়বে। এই বাড়তি ব্যয় মেটাতে সরকারকে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করতে হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তবে এই ঘোষণার পরই বিরোধী শিবির থেকে প্রশ্ন তোলা হয়। কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন এবং বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী জানতে চান, অর্থমন্ত্রী প্রণজিত সিংহ রায়ের বাজেট ভাষণে কেন মহার্ঘ ভাতা বৃদ্ধির বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি।

এছাড়াও বিরোধী দলনেতা রাজ্যে মোট কতজন চুক্তিভিত্তিক কর্মী রয়েছেন এবং তাঁদের ক্ষেত্রেও একই ধরনের আর্থিক সুবিধা প্রযোজ্য হবে কি না, সে বিষয়ে সরকারের কাছে স্পষ্টীকরণ দাবি করেন।

এ বিষয়ে ট্রেজারি বেঞ্চের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বিরোধী সদস্যদের উত্থাপিত প্রশ্নগুলির বিস্তারিত জবাব পরে বিধানসভায় দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের মোট প্রায় ১ লক্ষ ৮৪ হাজার ১৮২ জন কর্মচারী ও পেনশনভোগী সরাসরি উপকৃত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে। একই সঙ্গে আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কর্মীদের দাবির প্রতি সাড়া দিতে সরকারের এই পদক্ষেপকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন অনেকেই।

করোনাকালে কর্মরত চুক্তিভিত্তিক নার্সদের স্থায়ী নিয়োগের দাবি, স্বাস্থ্য অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন

আগরতলা, ১৬ মার্চ : করোনা মহামারীর সময় চুক্তির ভিত্তিতে রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালন করা বেকার নার্সরা এবার স্থায়ী নিয়োগের দাবিতে সরব হলেন। সোমবার প্রায় ১৬০ জন বেকার নার্স স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার কাছে তাদের দাবি জানাতে ডেপুটেশন প্রদান করেন।

নার্সদের অভিযোগ, করোনা মহামারীর সময় রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় তাঁরা চুক্তির ভিত্তিতে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সেই সময় দপ্তর এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে তাদের আশ্বস্ত করা হয়েছিল যে ভবিষ্যতে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এবং দপ্তর তাদের নিয়োগের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে।

কিন্তু ২০২১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত তাদের নিয়োগের বিষয়ে কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করেন বেকার নার্সরা। এই পরিস্থিতিতে তারা তাদের ন্যায্য দাবির কথা তুলে ধরতেই স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন দিতে আসেন।

এদিন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা তাদের আশ্বস্ত করে জানান, বিষয়টি যেন তারা লিখিত আকারে দপ্তরে জমা দেন। দপ্তর তাদের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন।

পরবর্তীতে অধিকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর বেকার নার্সরা সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তাদের দাবি ও সমস্যার বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন।

২০২৬-২৭ অর্থবছরের

● প্রথম পাতার পর

একইভাবে কৃষিক্ষেত্রেও সার্বিক পরিকল্পনার অভাব রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। কর্মসংস্থানের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, রাজ্যের যুবকদের জন্য নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির বিষয়ে বাজেট প্রস্তাবনায় কোনও স্পষ্ট রূপরেখা নেই। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন, বিভিন্ন দপ্তরে দক্ষ কর্মীর অভাবে প্রশাসনিক পরিষেবা ধুঁকছে।

২০২৬-২৭ অর্থবছরের

● প্রথম পাতার পর

করে কর্মসংস্থানের কোনও সুস্পষ্ট পরিকল্পনা বা সুযোগ রাখা হয়নি। তিনি আরও বলেন, রাজ্যের অর্থনীতি ও কর্মসংস্থানের বিষয়টি গুরুত্ব না দিয়ে শুধুমাত্র ঘোষণার মধ্যেই বাজেট সীমাবদ্ধ রয়েছে। এর ফলে রাজ্যের সাধারণ মানুষ এবং বিশেষ করে বেকার যুবকদের কোনও বাস্তব উপকার হবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এডিসির ২৮টি আসনের

● প্রথম পাতার পর

হচ্ছে ৪,৮২,০২৫ জন, মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৪,৮০,৬৬৬ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গ ভোটার ৬ জন। ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের নির্বাচন কমিশনের অফিস থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

২০২৬-২৭ অর্থবছরের

● প্রথম পাতার পর

১১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পাশাপাশি জনজাতি সম্প্রদায়ের সুবিধার্থে ট্রাইবেল রেস্ট হাউজ নির্মাণের জন্য ছামনু আর.ডি ব্লকের মানিকপুরে ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং উদয়পুরের ফুলকুমারিতে ৭ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

তিনি জানান, গুণগত শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী, সমৃদ্ধ ও বিকশিত ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই বাজেটে শিক্ষা খাতে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিজেপি সরকার প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও দাবি করেন তিনি।

সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি আরও বলেন, কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়ন ও উদ্যানপালনের আধুনিকীকরণে বাজেটে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং কৃষি ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়েছে রাজ্য সরকার।

জনজাতি উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাজেটে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলেও দাবি করেন সুব্রত চক্রবর্তী। তিনি জানান, জনজাতি পণ্যের সংগ্রহ, মূল্য সংযোজন ও বিপণনের জন্য দুটি ট্রাইবেল মাল্টিপারপাস মার্কেটিং সেন্টার স্থাপন করা হবে।

এছাড়াও, টিটিএডিসি-এর জন্য ৯১৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ট্রাইবেল সাব-প্ল্যানের আওতায় ৭৫৪২.০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা মোট উন্নয়ন খাতের ব্যয়ের প্রায় ৩৯.৩৯ শতাংশ।

সব মিলিয়ে এই বাজেটের মাধ্যমে "নতুন ত্রিপুরা" গড়ে তোলার লক্ষ্যে সবার জন্য উন্নয়ন ও সবার জন্য সুযোগ নিশ্চিত করার দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়েছে রাজ্য সরকার বলে দাবি করেন প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র।

বিজেপি সরকারের

● প্রথম পাতার পর

অ্যাকাউন্টগুলিতেও গড় জমার পরিমাণ মাত্র ৪ হাজার ৫৪২ টাকা। অথচ কোটি কোটি মানুষ স্বনির্ভর হয়ে উঠছেন বলে প্রচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও সরকারের দাবি প্রশ্নের মুখে পড়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের জুলাই মাসে ২৫ বছরের নিচে শ্রমিক নিয়োগের সংখ্যা ছিল ২২.০৫ লক্ষ, যা ২০২৫ সালের জুলাই মাসে কমে দাঁড়িয়েছে ২০.০৩ লক্ষে। একই সময়ে ইএসআই-তে ৩১,১৪৬টি নতুন সংস্থা নথিভুক্ত হলেও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির তেমন প্রতিফলন দেখা যায়নি বলে দাবি করা হয়েছে।

এছাড়াও কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে কর্মীর সংখ্যা ক্রমশ কমছে বলেও প্রেস বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। ২০১৩ সালে যেখানে মোট কর্মী সংখ্যা ছিল ১৭.৩ লক্ষ, ২০২২ সালে তা কমে দাঁড়িয়েছে ১৪.৬৬ লক্ষে। পাশাপাশি অসংগঠিত শিল্পক্ষেত্রেও কর্মসংস্থান হ্রাসের চিত্র সামনে এসেছে। সরকারের এমওএস রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৫ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৩.১ কোটি, যা দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকে কমে দাঁড়িয়েছে ১২.৯ কোটিতে। অর্থাৎ মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে প্রায় এক কোটি শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে। ছোট ও মাঝারি শিল্পকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্প চালু করা হলেও বাস্তবে পরিস্থিতি ভিন্ন বলে অভিযোগ করেন কংগ্রেস মুখপাত্র। সংসদে দেওয়া তথ্যে জানা গেছে, গত পাঁচ বছরে এক লক্ষেরও বেশি ছোট, মাঝারি ও বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। এতে প্রায় ৭ লক্ষ ৮৩ হাজার ৮৩৩ শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। অথচ ২০২০-২১ অর্থবর্ষে বন্ধ হওয়া সংস্থার সংখ্যা ছিল মাত্র ১৭৫টি। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ২০ হাজার ৯৩৩টিতে।

ত্রিপুরার প্রসঙ্গ টেনে বিবৃতিতে বলা হয়, গত আট বছরে আউটসোর্সিং, ডিআরডব্লিউ এবং চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রায় ২০ হাজারের কিছু বেশি সরকারি চাকরির ঘোষণা করেছেন। অথচ রাজ্যে হাজার হাজার শূন্যপদ থাকা সত্ত্বেও নিয়মিত নিয়োগ প্রক্রিয়া কার্যত স্থবির হয়ে রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এজেন্সির মাধ্যমে আউটসোর্সিং নিয়োগের ক্ষেত্রে আবেদন ফি বাবদ বিপুল অর্থ সংগ্রহ করা হলেও নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার কোনও নিশ্চয়তা নেই বলেও দাবি করা হয়।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, অতীতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে যে স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু ছিল, বর্তমান সরকার তা বন্ধ করে অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের উচ্চ বেতনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করছে।

এই পরিস্থিতিতে দেশের ও রাজ্যের কর্মপ্রার্থীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার স্বার্থে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক লড়াই জোরদার করার আহ্বান জানিয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। আসন্ন এডিসি নির্বাচন এবং ধর্মনগরের উপনির্বাচনে পরিবর্তনের পক্ষে ভোট দিয়ে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার জন্য রাজ্যের জনগণের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে বলে প্রেস বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

খেলাধুলা

আদিত্যর দ্বিশতরানে চুরমার বিসিসি ১৭০ রানে বড় জয় পোলস্টার ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সন্তোষ মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন ক্রিকেট টুর্নামেন্টে আবারও নিজেদের শক্তির জানান দিল পোলস্টার ক্লাব। সোমবার এমবিবি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত লিগ পর্যায়ের ম্যাচে আদিত্য যাদবের বিধ্বংসী দ্বিশতরানের সৌজন্যে পোলস্টার ক্লাব ১৭০ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করল বিসিসি-কে। ৪ ম্যাচে এটি পোলস্টারের তৃতীয় জয়।পাহাড় প্রমাণ স্কোর পোলস্টারের বেশ উল্লেখযোগ্য। এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৫০ ওভারে মাত্র ৫ উইকেট হারিয়ে ৪১১ রানের পাহাড় গড়ে পোলস্টার ক্লাব। মাঠের চারদিকে চার-ছক্কার ফুলঝুরি ছুটিয়ে ওপেনার আদিত্য যাদব খেলেন ২০৪ রানের এক মহাকাব্যিক ইনিংস। মাত্র ১২২ বলে সাজানো তাঁর এই ইনিংসে ছিল ২০টি চার এবং ১১টি বিশাল ছক্কা। তাঁকে যোগ্য সংগত দেন আয়ুষ দেবনাথ (৭০) এবং সন্দীপ মিত্তল (৫৬)। বিসিসি-র বোলারদের মধ্যে সিদ্ধার্থ দেবনাথ ৪টি উইকেট পেলেও ১০ ওভারে খরচ করেন ৮৬ রান। অধিনায়ক তনয় মন্ডল নেন ১টি উইকেট।৪১২ রানের বিশাল লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে শুরু থেকেই চাপে পড়ে যায় বিসিসি। পোলস্টারের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ২৪১ রানেই থমকে যায় তাদের ইনিংস। দলের পক্ষে অধিনায়ক তনয় মন্ডল সর্বোচ্চ ৪৯ রান এবং অনুজ পাল ৪২ রান করেন। পোলস্টারের হয়ে বল হাতে উজ্জ্বল ছিলেন আকাশ দে (৩ উইকেট) এবং রিব্রজিত দাস (২ উইকেট)।গত ৭ মার্চ মৌচাক ক্লাবকে ৩৮ রানে হারিয়ে অভিযান শুরু করেছিল পোলস্টার। দ্বিতীয় ম্যাচে ৯ মার্চ চলমান সঙ্ঘের কাছে ১ উইকেটে হারলেও, তৃতীয় ম্যাচে ১২ মার্চ ওপিসি-র বিরুদ্ধে ১২ রানে জয় ছিনিয়ে নেয় তারা। আজকের এই বড় জয়ের পর লিগ টেবিলে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করল তারা।সংক্ষিপ্ত স্কোরকার্ড:পোলস্টার ক্লাব: ৪১১/৫ (৫০ ওভার) আদিত্য যাদব ২০৪, আয়ুষ দেবনাথ ৭০।বিসিসি: ২৪১/৮ (৫০ ওভার) তনয় মন্ডল ৪৯, অনুজ পাল ৪২। আকাশ দে ৫১/৩।ফল: পোলস্টার ক্লাব ১৭০ রানে জয়ী।ম্যান অফ দ্য ম্যাচ: আদিত্য যাদব।

সন্তোষ মেমোরিয়াল লীগ ক্রিকেটে চালমান সংঘকে হারিয়ে কসমোপলিটনের হ্যাটট্রিক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ।। আগরতলার এমবিবি স্টেডিয়ামে টানটান উত্তেজনার ম্যাচে চালমান সংঘকে ১০ রানে পরাজিত করল কসমোপলিটান ক্লাব। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সন্তোষ মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন লিগ পর্যায়ের এই ম্যাচে আজ ব্যাটে-বলে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই দেখল ক্রিকেটপ্রেমীরা। এই জয়ের ফলে টুর্নামেন্টে টানা তিনটি ম্যাচ জিতে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখল কসমোপলিটন।লক্ষ্মণ কুমারের অনবদ্য শতরানএদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ৩০২ রানের পাহাড় গড়ে কসমোপলিটান। দলের পক্ষে ওপেনার লক্ষ্য কুমার বিধ্বংসী মেজাজে ১০০ বলে ১১১ রানের একটি ঝকঝকে ইনিংস খেলেন, যাতে ছিল ৮টি চার। তাকে যোগ্য সঙ্গ দেন তন্ময় দাস (৭৪ বলে ৮৬ রান) এবং বাবুল দে (৬২ বলে ৪৮ রান)।চালমান সংঘের বোলারদের মধ্যে অজিত বর্মা ১০ ওভারে ৫৭ রান দিয়ে ৫টি উইকেট দখল করলেও কসমোপলিটানের রানের গতি থামাতে পারেননি। অভিক পাল পান ২ উইকেট৩০৩ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নেমে লড়াই জারি রেখেছিল চলমান সংঘ। দলের পক্ষে আদি আদেশ শুক্লা ১১৯ বলে ১৩৫ রানের এক ম্যারাথন ইনিংস খেলেন (৭টি চার ও ৭টি ছক্কা)। লোয়ার অর্ডারে অজিত বর্মা ৪০ বলে ৪২ রান করে জয়ের আশা জাগিয়ে রাখলেও শেষ রক্ষা হয়নি। কসমোপলিটানের দানবীর পাল ৫৮ রানে ৩ উইকেট নিয়ে চালমান সংঘের জয়ের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ান। ৫০ ওভার শেষে চালমান সংঘ ৮ উইকেটে২৯২ রানে থমকে যায়।টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে ওপিসি-র কাছে ১৪১ রানে বড় হারের মুখ দেখলেও, দ্বিতীয় ম্যাচ থেকেই স্বরূপে ফেরে কসমোপলিটান। ১২ মার্চ বিসিসি-র বিরুদ্ধে ৮১ রানে জয় এবং ১৪ মার্চ ইউনাইট বিরুদ্ধে ১৩৯ রানের বিশাল জয়ের পর আজকের এই জয় তাদের আত্মবিশ্বাসকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল।

ফ্রেন্ডসকে ৬ উইকেটে হারিয়ে জয়ের ফিরলো ইউনাইটেড বি এস টি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ মার্চ।। আগরতলার পিটিএ গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত সন্তোষ মেমোরিয়াল এ-ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে আজ একপেশে ম্যাচে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে ৬ উইকেটে হারিয়ে দিল ইউনাইটেড বিএসটি। বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিং এবং অভয় যাদবের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ভর করে টুর্নামেন্টে নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে তৃতীয় জয় তুলে নিল তারা।বোলারদের দাপটে অল্প রানেই গুটিয়ে গেল ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসএদিন সকালে টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন ইউনাইটেড বিএসটি-র অধিনায়ক। তাঁর এই সিদ্ধান্ত সঠিক প্রমাণ করেন বোলাররা। ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস মাত্র ৩৬ ওভারে ১২১ রানেই অল-আউট হয়ে যায়। দলের পক্ষে হেমন্ত বিশ্বেশ ৪৩ বলে ৩১ রান এবং মহম্মদ আলবাহার ৪২ বলে ২৪ রান করলেও বড় ইনিংস গড়তে ব্যর্থ হন।ইউনাইটেড বিএসটি-র হয়ে বিধ্বংসী বোলিং করেন অভিষেক কৃষ্ণ শ্রীবাস্তব (৮ ওভারে ১৮ রানে ৩ উইকেট) এবং অভয় যাদব (৯ ওভারে ২৫ রানে ৩ উইকেট)।সহজ জয় তুলে নিল ইউনাইটেড বিএসটি১২২ রানের সহজ লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে ইউনাইটেড বিএসটি মাত্র ১৬.২ ওভারেই ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌঁছে যায়। দলের জয়ের কান্ডারি ছিলেন অভয় যাদব। তিনি ৩২ বলে ৫টি চার ও ১টি ছক্কার সাহায্যে ৩৫ রান করে অপরাজিত থাকেন। এছাড়া সন্তোষ গোস্বামী ২৩ বলে ২৬ রানের কার্যকরী ইনিংস খেলেন।ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের হয়ে চন্দ্রেশ ১৪ রানে ২ উইকেট এবং সুভাষ চক্রবর্তী ৩২ রানে ২ উইকেট নিলেও হারের মুখ থেকে দলকে বাঁচাতে পারেননি।টুর্নামেন্টে এটি ইউনাইটেড বিএসটি-র চতুর্থ ম্যাচে তৃতীয় জয়। ৭ মার্চ প্রথম ম্যাচে চালমান সংঘের বিরুদ্ধে ৫ উইকেটে এবং ৯ মার্চ ওপি-র বিরুদ্ধে ৬ উইকেটে জয় পেলেও গত ১৪ মার্চ কসমোপলিটানের কাছে ১৩৯ রানের বড় ব্যবধানে হারতে হয়েছিল তাদের। আজকের এই দাপুটে জয় ফের দলকে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে পৌঁছে দিল। ফলাফল: ইউনাইটেড বিএসটি ৬ উইকেটে জয়ী।ম্যাচ সেরা: অভয় যাদব (ইউনাইটেড বিএসটি)।

ইরান এখনও ফুটবল বিশ্বকাপ থেকে বাদ যায়নি জানালেন এশীয় ফুটবলের কর্তা, নতুন করে শুরু জল্পনা

ইরান এখনও ফুটবল বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়েনি। তাদের এই প্রতিযোগিতায় খেলার সম্ভাবনা প্রবল। জানালেন এশীয় ফুটবল সংস্থার (এএফসি) কর্তা। অর্থাৎ, ইরান যে বিশ্বকাপে খেলবে না, এ কথা এখনই বলা যাচ্ছে না।সোমবার এএফসি-র সচিব দাতো উইন্ডসন জন জানিয়েছেন, ইরান বিশ্বকাপে খেলবে না, এমন কথা তাঁরা শোনেননি। তিনি বলেন, "ওরা আমাদের সদস্য দেশ। আমরা চাই ওরা খেলুক। আমরা যতদূর জানি, ইরান খেলছে। এটা খুব আবেগপ্রবণ একটা সময়। অনেকে অনেক কথা বলছে। দিনের শেষে ইরান ফেডারেশনই ঠিক করবে ওরা খেলবে কি না। এখনও পর্যন্ত ইরান জানিয়েছে যে, ওরা বিশ্বকাপে যাচ্ছে।"

প্রসঙ্গত, কিছু দিন আগেই ইরানের ক্রীড়ামন্ত্রী আহমদ দোনিয়ামালি একটি সাক্ষাৎকারে বলেন, "এই দুর্নীতিগ্রস্ত শাসক আমাদের নেতাকে হত্যা করেছে। সেটা মাথায় রেখে কোনও পরিস্থিতিতেই আমরা বিশ্বকাপে খেলতে যাব না। আমাদের শিশুরা নিরাপদ নয়। স্বাভাবিক ভাবেই এই পরিস্থিতিতে বিশ্বকাপ খেলার কথা মাথায় রাখাই উচিত নয়।"তিনি আরও বলেন, "ওরা ইরানের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব দেখিয়েছে। গত আট-ন'মাসে দু'বার আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়িয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। তাই ওই দেশে আমাদের উপস্থিত থাকার কোনও দরকার নেই।" ইরানের প্রাক্তন সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আল খামেনেইয়ের হত্যাকে তুলে ধরেছেন আহমদ।এর পর ইরানের ফুটবলারদের প্রচ্ছন্ন হুঁশিয়ারি দেন ট্রাম্প। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট সমাজমাধ্যমে লেখেন, "বিশ্বকাপে ইরানের জাতীয় দলকে স্বাগত। কিন্তু আমি মনে করি না, এই পরিস্থিতিতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওদের এখানে আসা উচিত।"ট্রাম্পের এই মন্তব্যের জবাব দেয় ইরানও। ফুটবল দলের সমাজমাধ্যমের অ্যাকাউন্টে লেখা হয়েছে, "বিশ্বকাপ একটি ঐতিহাসিক এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা। এর নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। কোনও ব্যক্তি বা দেশ নয়। ইরানের জাতীয় দল তার শক্তি এবং সাহসী ফুটবলারদের জন্য ধারাবাহিক ভাবে সাফল্য অর্জন করেছে। সে কারণে প্রতিযোগিতার যোগ্যতা অর্জনকারী দলগুলির মধ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে। কেউ ইচ্ছা হলেই ইরানকে বিশ্বকাপ থেকে বাদ দিতে পারে না। বাদ দিতে হলে এমন একটি দেশকে বাদ দেওয়া উচিত, যারা শুধু আয়োজক। অথচ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সব দলকে নিরাপত্তা দিতে পারে না।"

NOTICE INVITING e-TENDER

NIeT No. F.23(34)-Agri(FM)/SSP/2026-27/4518 dtd. 07-03-2026

On behalf of Govt. of Tripura, the Department of Agriculture & Farmers Welfare invites an e-Tender in two-bid system (Technical & Financial) from the Bonafied manufactures or their authorized dealers upto 17:00 Hrs 30-03-2026 for "Supply of 20,000.00 MT SSP Fertilizer (16% P2O5 powdered) during 2026-27".

Estimated Tender Value Rs. 26,32,00,000/-
EMD Rs. 52,64,000/-
Tender Fee Rs. 5,000/-
Bid submission end date & time : 30-03-2026 upto 17:30 Hrs.
For details visit website www.tripuratenders.gov.in

(Dr. P.B.Jamatia)
Director of Agriculture Tripura.

ICA/C-4889/26

PNIERFP No. 30/EE(FY)/2025-26 Dated: 10/03/2026
Notice Inviting Request for Proposal (RFP)

The Executive Engineer on behalf of the Department of Fisheries, Govt. of Tripura invites Request for Proposal (RFP) through e-Procurement Portal of Govt. of Tripura, from the Central PSU or State PSU for Project Management Consultancy for the following works:
i) Redevelopment of Fish Market at Maharajganj Bazar, Agartala under West Tripura
District [RFP No. EE(FY)/2025-26/82(2nd Call)]
ii) Redevelopment of Batishadhepa Waterbody at Rajnagar RD Block under South Tripura
District [RFP No.EE(FY)/2025-26/83 (2nd Call)]
iii) Redevelopment of Pechardahar Waterbody at Chandipur RD Block under Unakoti
District [RFP No.EE(FY)/2025-26/84 (2nd Call)]
Detailed can be obtained from https://tripuratenders.gov.in. Last Date of submission of proposal: 30/03/2026 upto 3.00 PM.

(Er. S. Sarkar
Executive Engineer
Directorate of Fisheries
Agartala, Tripura.

ICA/C-4874/26

The Executive Engineer, W.R Division No-II, Agartala Tripura invites e-tender against press NIT No:- 32/EE/WRD- II/2025-2026, Dated 10-03-2026.

Sl No.	Name of the Work/DNIT	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Cost of Tender Form
1	DNIeT No:33/ CE/PWD(WR)/ ACE(P&DU)/ DNIeT/2025-26	Rs. 4,59,88,230.00	Rs. 9,19,765.00	180(One hundred Eighty) days	8,000.00

Last Date of bidding for bids 24-03-2026 upto 15.00 Hrs.
Opening of Bid on 24-03-2026 at 15.30 Hrs. If possible.
For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in

(Er. Parimal Debnath),
Executive Engineer,
Water Resource Division No-II,
Visvesvaraya Complex, Kunjaban, Agartala

ICA/C-4884/26

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে অভয়নগরস্থিত বাকপুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানের ২০২৬ সালের ভর্তির জন্য নির্দিষ্ট আবেদন পত্র প্রতিষ্ঠানের কার্যালয় হইতে ছুটিরদিন ছাড়া আগামী ২০/০৩/২০২৬ ইং হইতে ৩১/০৩/২০২৬ পর্যন্ত বেলা ১১ ঘটিকা হইতে বিকাল ৪ ঘঠিকার মধ্যে বিলি করা হইবে এবং পুরন করা আবেদনপত্র প্রয়োজনীয় নথিসহ উল্লিখিত তারিখের মধ্যে জমা দিতে হবে।
যে সমস্ত ভারতীয় নাগরিকের মুক ও বধির (আংশিক) ছেলে মেয়ের বয়স ৪ (চার) থেকে ৮ (আট) বছরের মধ্যে তাহাদের জন্যই কেবল আবেদন পত্র সংগ্রহ করা যাইবে।
মোবাইল No: 7005881329
7005012678

ইতি
শর্মিষ্ঠা সেন
অধ্যক্ষা
বাক পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান অভয়নগর,
আগরতলা পশ্চিম ত্রিপুরা।

ICA/D-2146/26

বিক্রি হয়ে যেতে পারে বৈভবদের দল

আইপিএল শুরু হওয়ার আগেই হয়তো বিক্রি হয়ে যেতে পারে রাজস্থান রয়্যালস। তেমনই সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। জানা গিয়েছে, বর্তমান মালিকেরা দল বিক্রি করে দিচ্ছেন। চারটি গোষ্ঠী বৈভব সূর্যবংশীর দল রাজস্থান কেনার দৌড়ে রয়েছে, যার মধ্যে আইপিএলের প্রতিষ্ঠাতা ললিত মোদীর একটি গোষ্ঠীও রয়েছে। শোনা গিয়েছে, ১১০ কোটি ডলার বা ৯২৫৮ কোটি টাকায় বিক্রি হতে পারে রাজস্থান।'খেল নাউ' ওয়েবসাইটের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই চুক্তির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত তাঁদের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হয়েছে। আগামী সোমবার তাঁরা বৈঠক করবেন। দল বিক্রি করার পরবর্তী রূপরেখা তৈরি হয়ে যাবে সেই বৈঠকেই।এই মুহূর্তে রাজস্থানের মালিকানার অধিকাংশই রয়েছে এমার্জিং মিডিয়া ভেঞ্চার্সের মনোজ বাদালের হাতে। তাঁর কাছে ৬৫ শতাংশ শেয়ার রয়েছে। রেডবার্ড ক্যাপিটাল পার্টনার্সের সঙ্গে ১৫ শতাংশ এবং লাকলান মার্ডকের হাতে ১৩ শতাংশ শেয়ার রয়েছে। বাকি ৭ শতাংশ শেয়ার ভাগ করা হয়েছে ইয়ান ম্যাকি, কাল সোমানি, সিমের মায়ো এবং মিহির পটেলের মধ্যে।চারটি গোষ্ঠী রাজস্থান কিনতে তৈরি। প্রথম গোষ্ঠী আদিত্য বিড়লা গ্রুপ এবং ডেভিড ব্লিৎজারের। দ্বিতীয় গোষ্ঠী সত্যন গাজওয়ানির নেতৃত্বে। তৃতীয় গোষ্ঠী কাল সোমানি এবং প্রাক্তন আইপিএল কমিশনার ললিত মোদীর নেতৃত্বে। চতুর্থ গোষ্ঠী আদর পুনাওয়ালার নেতৃত্বে।

P'NIET No.: 15/EE/Rig/2025-26 Dated 12/03/2026

The Executive Engineer, Rig Division, P.N. Complex, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/ item rate e-tender in single bid tendering system from the appropriate registered of the commercial vehicle of model as specified below for the following work through e-procurement portal:

DNIeT No :	11/DNIe-T/EE/Rig/2025-26
Name of Work:	Hiring of Maruti- Eeco (Year of mfg: 1st January, 2022 on wards) (Petrol/ C.N.G run) for the office of the Addl. Chief Engineer, PWD(DWS) Planning & Design Unit, P.N. Complex, Agartala for 02(two) years.
Estimated Cost:	Rs. 7,38,900.00
Time of Completion :	730 Days
Earnest Money :	Rs. 14,7778.00
Bid Fee :	Rs. 1000.00
Last date and time of Submission of Bid:	26/03/2026 Time : 3.00 PM

The bid forms and other details including online activities should be done in the, e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in

Executive Engineer
Rig Division, P.N. Complex

ICA/C-4878/26

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO. - 48/NP/EO/KMP/2025-26.

The Executive Officer, Nagar Panchayat, Kamalpur, Dhalai, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura in separate sealed cover for separate tender in PWD Format F/TRI/7, as applicable, from the appropriate classes of enlisted contractors of Tripura PWD & also from the contractors registered in MES/ RLYS/CPWD/TTAADC and other State PWD up to 3.00 p.m. on 17/03/2026 for the following works. The tender can be dropped into the specific tender box kept in the office chamber of the undersigned. The tender will be opened on 17/03/2026 at 4.00 PM, if possible. The intended tenderers are requested to remain present in the opening of tenders as per schedule...
If the last date of dropping tender remain closed / paralyzed due to un-avoidable circumstances, the dropping and opening date of tender will automatically be extended up to the same time of next working day.

Sl No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money	Last date of Application Received	Date of Dropping	Time for Completion
1	2	3	4	5	6	7
1	Extention of Pucca cannel near the house of Bikash sen at Ward no. 08 of Kamalpur Nagar Panchayat, Dhalai Tripura, During the year 2025-26. DNIT. NO. 353/NP/EO/KMP/ MMNUP/2025-26.	2,80,112	5,602			2(Two) months
2	Construction of pucca drain from KA tpwards Shudhangshu Bhowmik at Ward No. 09 of Kamalpur Nagar Panchayat, Dhalai Tripura, During the year 2025-26. DNIT. NO. 357/NP/ EO/KMP/MMNUP/2025-26.	4,79,613	9,592			2(Two) months
3	Construction of Pucca drain from Court quarter towards Guni Debnath servicing at Ward No. 02 of KNP, Dhalai Tripura, During the year 2025-26. DNIT. NO. 370/NP/EO/KMP/ MMNUP/2025-26.	4,57,078	9,142			2(Two) months
4	Re-Construction of Pucca drain near the house of Satish Ghosh to Majumder pond at Ward No. 06(New) of KNP, Dhalai Tripura, During the year 2025-26. DNIT. NO. 373/NP/EO/ KMP/MMNUP/2025-26	4,77,826	9,557	12/03/2026	17/03/2026	2(Two) months
5	Construction of CC Road in/c earth filling near the house of Ranadir Ghosh to Goutam Debnath at Ward No.05 KNP, Dhalai Tripura, During the year 2025-26. DNIT. NO. 381/NP/ EO/KMP/MMNUP2025-26.	4,84,351	9,687			2(Two) months
6	Construction of Pucca drain near the house of Sudip Debnath & Nayan Deb at Ward No. 02 of Kamalpur NP, Dhalai Tripura, During the year 2025-26. DNIT. NO. 386/NP/EO/ KMP/MMNUP/2025-26.	4,83,906	9,678			2(Two) months
7	Construction of Reading Room with GCI sheet roof at ward No. 07, of Kamalpur Nagar Panchayat, Dhalai Tripura, During the year 2025-26. DNIT. NO. 393/NP/EO/KMP/5th SFC/2025-26.	4,85,533	9,711			2(Two) months
8	Construction of Reading Room with GCI sheet roof at ward No. 11, of Kamalpur Nagar Panchayat, Dhalai Tripura, During the year 2025-26. DNIT. NO. 394/NP/EO/KMP/5th SFC/2025-26.	4,85,533	9,711			2(Two) months
9	Construction of Reading Room with GCI sheet roof at ward No. 09, of Kamalpur Nagar Panchayat, Dhalai Tripura, During the year 2025-26. DNIT. NO. 395/NP/EO/KMP/5th SFC/2025-26.	4,85,533	9,711			2(Two) months
10	Construction of Reading Room with GCI sheet roof at ward No. 01, of Kamalpur 10 Nagar Panchayat, Dhalai Tripura, During the year 2025-26. DNIT. NO. 396/NP/EO/KMP/ 5th SFC/2025-26.	4,85,533	9,711			2(Two) months
11	Construction of Pucca drain near Switch Gate Mini Dam at ward No. 04, of Kamalpur Nagar Panchayat, Dhalai Tripura, During the year 2025-26. DNIT. NO. 397/NP/EO/KMP/15th F.C/2025-26.	4,82,716	9,654			2(Two) months

Earnest money in the shape of "Deposit-at-Call" or Demand Draft, of a scheduled Bank of India guaranteed by the RBI in favour of the Executive Officer, Nagar Panchayat, Kamalpur, must be submitted along with the tender. Earnest money in any other form will not be accepted.
Application for purchase of the Tender Form, separately for each work, will be accepted in any working day up to 12/03/2026 and the original documentary proof of registration of the firm/enlistment, valid labour license, GST clearance certificate, pan card, experience certificate and application must be incorporated with attested copies of the same. Tender Form will be issued to the successful applicant on payment of 1000/- (Rupees One thousand) only cash (Non-refundable) (Ref. No. F. 8(5)-PWD(C)/2012, dt. 25.03.2014, w.e.f. 01.04.2014) for each work on 09/03/2026 during office hours.
Kamalpur.
Details of tender Notice, appropriate PWD format can be seen in the office of the Executive Officer Nagar Panchayat,

For & on behalf of the Governor of Tripura.

Executive Officer
Nagar Panchayat Kamalpur,
Dhalai, Tripura.

ICA/C-4870/26

রোহিত-কোহলির অবসর বিতর্কে নিজের ভুল স্বীকার করলেন গম্ভীর? ধোনিকে ভারতের কোচ দেখতে চান গৌতি, মুখ খুললেন কেকেআর নিয়েও

বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার টেস্ট থেকে অবসরের আসল কারণ কি গৌতম গম্ভীর? সোমবার এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে গম্ভীরের মন্তব্যে এমনই জল্পনা তৈরি হয়েছে। তিনি কথা বলেছেন মহেন্দ্র সিংহ ধোনি এবং কেকেআর নিয়েও।

সোমবার কলকাতায় 'রেভস্পোর্টজ'-এর একটি অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন ভারতের কোচ। সেখানে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, সাম্প্রতিক অতীতে বহু বার খেলোয়াড়দের সঙ্গে তাঁর খারাপ সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। কখনও রোহিত, কখনও কোহলির বিরুদ্ধে তাঁকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। গম্ভীর নিজেও এ ব্যাপারে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন। এই মন্তব্য তিনি কী ভাবে সামলান?

গম্ভীর বলেছেন, "আমি মানুষ। অন্য কারও মতো আমিও ভুল করতে পারি। খেলোয়াড়দেরও ভুল করার অধিকার রয়েছে। আমি গত ১৮ মাসে অনেক ভুল করেছি। স্বীকার করতে কোনও লজ্জা নেই। একটা জিনিসে বরাবর বিশ্বাস করি, সঠিক মানসিকতা নিয়ে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া গ্রহণযোগ্য। কিন্তু খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া কোনও মতেই মেনে নেওয়া যায় না। সকলকে ভুল করার অধিকার দিতে হবে।" অর্থাৎ প্রকারান্তরে গম্ভীর স্বীকার করে নিয়েছেন, টেস্ট খেলা নিয়ে রোহিত এবং কোহলির উপরে পরোক্ষে চাপ দেওয়া হয়তো তাঁর ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। ইংল্যান্ডে গিয়ে ভাল লড়াই করলেও ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে চুনকাম হয়েছিল ভারত।

গম্ভীর জানিয়েছেন, সততা তাঁর কাছে সবার আগে। তাঁর মতে, যত ক্ষণ সাজঘরে সকলের কাছে সৎ থাকতে পারছেন তত ক্ষণ নিজের পদের প্রতি সুবিচার করতে পারবেন। গম্ভীরের কথায়, "ক্রিকেটারেরা কেন ভুল করতে পারে না? ওরাও তো মানুষ। যত ক্ষণ আমি সৎ ভাবে সব কাজ করছি এবং ম্যাসিয়োর থেকে সহকারি কোচ, সাজঘরে প্রত্যেকের প্রতি সৎ থাকছি, তত ক্ষণ আমি নিজের পদের প্রতি সুবিচার করছি বলেই মনে করি।"

ধোনিকে কোচ চান

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর গম্ভীরকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন ধোনি। এ-ও বলেছিলেন, গম্ভীরের মুখে হাসি ভাল লাগে। সেই পোস্টের উত্তরও দেন গম্ভীর। এ দিন ধোনির প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "ও মাঠে এসে ফাইনাল দেখেছে। খুব ভাল লেগেছে আমার। আমাকে হাসতে বলেছে, সেটা দেখেও ভাল লেগেছে। আশা করি কোনও এক দিন ওকে আমার পদে দেখতে পাব। তা হলে আমিও ওকে একই কথা লিখব। আশা করব ডাগআউটেও ওর মুখে হাসি দেখা যাবে।"

কেকেআরের প্রশংসা

দলের মেন্টর হিসাবে ২০২৪-এ কেকেআরকে ট্রফি জিতিয়েছিলেন গম্ভীর। তার পরেই ভারতের কোচ হন তিনি। গম্ভীর মনে করেন, কেকেআর না থাকলে তিনি ভারতের কোচ হতেই পারতেন না। বলেন, "কেকেআরের মেন্টর হওয়া খুব সম্মানের ছিল। ৭-৮ বছর পর কেকেআরে মেন্টর হিসাবে ফিরেছিলাম। সেই দায়িত্ব পালন করার মাঝেই যখন কেকেআর ভাল খেলতে শুরু করেছিল, তখন জয় (শাহ) ভাইয়ের থেকে ফোন পেয়েছিলাম। ও বলেছিল, তোমাকে এই কাজটাই ভারতের হয়ে করতে হবে। ভারতের কোচ হতে হবে।"

গম্ভীরের সংযোজন, "সেই সময় আমি তৈরি ছিলাম না। কারণ আগে কখনও কোনও দলের প্রধান কোচের দায়িত্বে ছিলাম না। বরাবর উপদেষ্টাই থেকেছি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম কতটা বড় চ্যালেঞ্জের সামনে পড়তে চলেছি। কারণ প্রধান কোচ এবং উপদেষ্টার কাজের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। তবে কঠিন চ্যালেঞ্জ না থাকলে জীবনে আর মজা আসবে কী করে? আমি ভেবেছিলাম, যদি সততা থাকে, হৃদয় ঠিক জায়গায় থাকে এবং যদি বুঝতে পারি ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা কতটা, তা হলেই দায়িত্ব নেব। সেটা পেরেছিলাম।"

ভারতের কোচ হওয়ার নেপথ্যে কেকেআরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন গম্ভীর। তাঁর কথায়, "ভারতের কোচ হওয়ার ক্ষেত্রে কেকেআরের পদ প্রচুর সাহায্য করেছে। কেকেআরে না ফিরলে এবং দল ভাল না খেললে আজ যেখানে আছি সেখানে কোনও দিন থাকতে পারতাম না। তাই কেকেআর আমার জীবনে সৌভাগ্য এনে দিয়েছে। কলকাতার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা আলাদাই।"দু'বছর আগে তাঁর কোচিংয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। এ বছর তিনি দূর থেকে সূর্যকুমার যাদবদের ট্রফি তুলতে দেখেছেন। রাহুল দ্রাবিড়ের মনে হয়েছে, সূর্যেরা খুব কঠিন একটা কাজ করে দেখিয়েছেন। কারণ দেশের মাটিতে বিশ্বকাপ জেতা মোটেই সহজ নয়।

রবিবার বোর্ডের তরফে জীবনকৃতি পুরস্কারে সম্মানিত করা হয় দ্রাবিড়কে। তার ফাঁকেই তিনি বলেন, "ভারতকে বিশ্বকাপ জিততে দেখে দারুণ লেগেছে। বিশ্বের সেরা টি-টোয়েন্টি দলের থেকে পারফরম্যান্স প্রত্যাশিত, সেটাই দেখতে পেয়েছি। প্রত্যাশা ছিল প্রচুর। ভারত ট্রফির দাবিদার হিসাবেই শুরু করেছিল যা সহজ ছিল না। নিশ্চিত ভাবেই ভারতের দলটা খুব ভাল ছিল। কিন্তু দাবিদার হিসাবে খেলতে নেমে ট্রফি জেতা সহজ নয়। অনেক রকম চাপ ও চ্যালেঞ্জ থাকে। সূর্য এবং গৌতমেরা (গম্ভীর) সেই কাজটা করে দেখাল। অসাধারণ লাগছে।"

বিশ্বকাপের শুরুতে সুযোগ না পেলেও প্রতিযোগিতার সেরা ক্রিকেটার হয়েছেন সঞ্জু স্যামসন। তাঁকে তুলে আনার নেপথ্যে দ্রাবিড়ের কৃতিত্ব কম নয়।

CMYK

জাগরণ 17 March, 2026, Tuesday আগরতলা ১৭ মার্চ, ২০২৬ ইং, ■ ২ চৈত্র , ১৪৩২ বঙ্গাব্দ মঙ্গলবার

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

বিধানসভায় তিন দিন অনুপস্থিত থাকবেন মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা, দপ্তরের দায়িত্বে রতন লাল নাথ

আগরতলা, ১৬ মার্চ: ত্রিপুরা সরকারের বন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা তিন দিনের জন্য বিধানসভার অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকবেন। সোমবার থেকে শুরু করে ১৮ মার্চ পর্যন্ত তিনি বিধানসভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানিয়েছেন।

বিধানসভার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রাম প্রসাদ পালের উদ্দেশ্যে পাঠানো এক চিঠিতে মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা জানান, সরকারি কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে তিনি ১৬ মার্চ থেকে ১৮ মার্চ পর্যন্ত চলমান ত্রিপুরা বিধানসভার অধিবেশনে অংশ নিতে পারবেন না।

এ প্রসঙ্গে বিধানসভার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রাম প্রসাদ পাল অধিবেশনে জানান, অনিমেষ দেববর্মার অধীনস্থ দপ্তরগুলির দায়িত্ব এই সময়ের জন্য অস্থায়ীভাবে বিদ্যুৎমন্ত্রী রতন লাল নাথের উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। ফলে অনিমেষ দেববর্মা দায়িত্বে ফিরে না আসা পর্যন্ত বন, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ দপ্তরের দায়িত্ব পালন করবেন রতন লাল নাথ।

এদিকে জানা গেছে, ১৫ মার্চ মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা নয়াদিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছেন। রাজনৈতিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে যে, এই সফরে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করতে পারেন।

রাজনৈতিক মহলের একটি সূত্রের দাবি, আসন্ন ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল (টিটিএএডিসি) নির্বাচনের আগে সম্ভাব্য রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। এমনও ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, কাউন্সিল নির্বাচনের আগে অনিমেষ দেববর্মা গেরুয়া শিবিরে যোগ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন। যদিও এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি।

বিপ্লবের প্রশংসায় প্রদ্যোত কিশোর

আগরতলা, ১৬ মার্চ: এডিসির সদর দপ্তর খুমুলুঙে অবস্থিত খেরেংবার হাসপাতালে আনুষ্ঠানিকভাবে ওপিডি পরিষেবার সূচনা হয়েছে। এদিন তিপরা মথা দলের সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের হাত ধরে এই পরিষেবার উদ্বোধন হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এডিসি-র চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার পূর্নচন্দ্র জমাতিয়া, এক্সিকিউটিভ মেম্বার রবীন্দ্র দেববর্মা, রোনাল দেববর্মা সহ অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মা বলেন, খুমুলুঙে খেরেংবার হাসপাতাল নির্মাণের জন্য রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব-কে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, প্রায় ৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই হাসপাতাল এডিসি এলাকার মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। করোনার সময় এডিসি এলাকায় এই হাসপাতাল নির্মাণে অনুমোদন দিয়েছিলেন তিনি। এদিন তিনি আরও বলেন, সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব অত্যন্ত ভালো মনের মানুষ। আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক মতভেদ থাকতেই পারে কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে আমি তাঁকে অনেকটাই সম্মান করি।এই হাসপাতাল চালু হওয়ার ফলে আশপাশের এলাকার সাধারণ মানুষ সহজেই চিকিৎসা পরিষেবা পেতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

এডিসি নির্বাচনের প্রাকমুহূর্তে কিল্লায় অটোচালক খুন, ৩০ ঘণ্টা পরও ধরা পড়েনি দুষ্কৃতিকারীরা

উদয়পুর, ১৬ মার্চ: এডিসি নির্বাচনের প্রাকমুহূর্তে গোমতী জেলার কিল্লা থানার অন্তর্গত রাইয়া মলসুম এলাকায় এক অটোচালককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে খুন করার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার প্রায় ৩০ ঘণ্টা পার হলেও এখনো পর্যন্ত পুলিশ দুষ্কৃতিকারীদের সনাক্ত করতে পারেনি। এতে এলাকাজুড়ে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। মৃতের নাম সুখেন লোধ, যিনি এলাকায় 'কালু লোধ' নামে পরিচিত ছিলেন। তার পিতার নাম মৃত প্রমোদ লোধ। বাড়ি খিলপাড়া অনাথ আশ্রম সংলগ্ন এলাকায়। বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর। পেশায় তিনি অটোচালক ছিলেন। পরিবারে স্ত্রী ও এক ছেলে রয়েছে।

জানা যায়, গতকাল রাত আনুমানিক আটটা নাগাদ রাইয়া মলসুম এলাকায় তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। শরীরের বিভিন্ন অংশে এবং মাথায় ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। ফলে ঘটনাটি খুন নাকি অন্য কোনো কারণে মৃত্যুতা নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে নানা প্রশ্ন উঠেছে। তবে প্রাথমিকভাবে ঘটনাটিকে খুন বলেই সন্দেহ করা হচ্ছে। ঘটনার খবর পেয়ে কিল্লা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুত আহত সুখেন লোধকে কিল্লা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ঘটনার খবর পেয়ে কিল্লা থানার ওসি, উদয়পুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও) দেবাঞ্জলি রায় সহ পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। পরে রাত দেড়টা নাগাদ মরদেহ কিল্লা হাসপাতাল থেকে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং মর্গে রাখা হয়। সোমবার ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

মরদেহ নিয়ে অটো রিক্সা সংঘের পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। খিলপাড়া ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যালয়েও দলীয় পতাকা ও পুষ্পমাল্য দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান খিলপাড়া শক্তিকেন্দ্রের ইনচার্জ অ্যাডভোকেট কুন্তল দাস এবং জেলা পরিষদের সদস্য বিপ্লব নন্দী। এছাড়াও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শিখা দাস, খিলপাড়া গ্রামের প্রধান মিনতি দাস এবং পশ্চিম খিলপাড়া পঞ্চায়েতের প্রধান মিমন মিয়া মিধ্যা সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পরবর্তীতে খিলপাড়া ইয়ং সোসাইটি রিক্রিয়েশন সেন্টারেও ক্লাবের সদস্যরা পুষ্পমাল্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। বরিষ্ঠ সদস্য অমল দাস, সুদাংশু দাস, পুলক চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা এতে অংশ নেন।

এরপর মরদেহ বাড়িতে নিয়ে গেলে আত্মীয়-স্বজনরা শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরে উদয়পুর লোকনাথ আশ্রম সংলগ্ন মহাশ্মশানে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পাশাপাশি দুষ্কৃতিকারীদের দ্রুত সনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে স্থানীয় ক্লাব ও বাসিন্দারা। দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন মৃতের আত্মীয়-পরিজনরা।

এদিকে, ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কিল্লা থানার সাব-ইন্সপেক্টর জাকির হোসেনকে। এখন দেখার বিষয়, পুলিশ কত দ্রুত ঘটনার রহস্য উদঘাটন করে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে পারে। এলাকাবাসীর নজর এখন পুলিশের তদন্তের দিকেই।

সোনামুড়ায় দুই মাদক পাচারকারী গ্রেফতার, তদন্তে নেমেছে পুলিশ

আগরতলা, ১৬ মার্চ: ত্রিপুরার সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া থানার পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযানে দুইজন মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে। এই অভিযানে সোনামুড়া ও যাত্রাপুর থানার পুলিশের যৌথ উদ্যোগে এই সাফল্য আসে।

সোনামুড়া থানার ওসি তাপস দাস জানান, এলাকায় অবৈধ মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে প্রথমে আমিনুল ইসলাম (৩৬) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি সোনামুড়া থানার অধীন সূর্যনগর সোনাপুর এলাকার বাসিন্দা। তাকে আদালতে তোলা হয়েছে এবং আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ রিমান্ডের আবেদন করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিশেষ পুলিশ দলের জিজ্ঞাসাবাদের সময় আমিনুল ইসলাম সোনামুড়া ও যাত্রাপুর থানার অধীন এলাকায় সক্রিয় আরও কয়েকজন মাদক পাচারকারীর নাম ও ঠিকানা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। বর্তমানে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা এই তথ্যগুলির সত্যতা যাচাই করছে। পুলিশের আশা, তদন্তের অগ্রগতির ভিত্তিতে এই চক্রের সঙ্গে জড়িত আরও বহু ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা সম্ভব হবে।

অন্যদিকে মাদক বিরোধী চলমান অভিযানের অংশ হিসেবে যাত্রাপুর থানার অধীন ভবানীপুরের মনোয়ার টিলা এলাকার বাসিন্দা সুব্রত নামা (২৪) নামের আরেক ব্যক্তিকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মাদক চক্রের বিরুদ্ধে অভিযান আগামী দিনেও জোরদার করা হবে।

১০ দফা দাবিতে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মীদের একদিনের প্রতীকী ধর্মঘট

আগরতলা, ১৬ মার্চ: ১০ দফা দাবিকে সামনে রেখে আজ একদিনের প্রতীকী ধর্মঘটে সামিল হলেন ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের কর্মী ও আধিকারিকরা। যৌথ উন্নয়ন মঞ্চের ব্যানারে এই কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

সংগঠনগুলির নেতৃত্ব জানিয়েছেন, কর্মপরিবেশের উন্নতি এবং বেতন-ভাতা সংক্রান্ত চুক্তিগুলির সঠিক বাস্তবায়নের দাবিতেই এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে। তাদের মূল দাবির মধ্যে রয়েছে নবম যৌথ নোট এবং দ্বাদশ দ্বিপাক্ষিক চুক্তি অনুযায়ী কর্মীদের প্রাপ্য সুবিধা কার্যকর করা। পাশাপাশি ব্যাঙ্কের শাখাগুলির সঠিক শ্রেণিবিন্যাস এবং কাজের পরিমাণ অনুযায়ী পর্যাপ্ত কর্মী নিয়োগের দাবিও তোলা হয়েছে। এছাড়াও দৈনিক মজুরিভিত্তিক ও সাফাই কর্মীদের জন্য ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করা, কর্মীদের প্রাপ্য অধিকার সংক্রান্ত কেন্দ্র সরকারের নির্দেশিকা মেনে চলা এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখতে কর্তৃপক্ষ ও কর্মী প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি যৌথ কমিটি গঠনের দাবিও জানানো হয়েছে।

সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে আরও বলা হয়, ব্যাঙ্কের আধুনিক পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত প্রশাসনিক অঞ্চল গঠনের বিষয়টিও তাদের দাবির অন্তর্ভুক্ত।

তাদের বক্তব্য, এই প্রতীকী ধর্মঘটের মূল উদ্দেশ্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি তাদের ন্যায্য দাবিগুলির দিকে আকর্ষণ করা।

সংগঠনের নেতারা আরও জানান, এর আগে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দুই দফা আলোচনাও হয়েছে। কিন্তু সেই বৈঠকগুলিতে কোনও সমাধান না হওয়ায় বাধ্য হয়েই আবারও আন্দোলনের পথে নামতে হয়েছে ব্যাঙ্কের কর্মী ও আধিকারিকদের।

আদালতের নির্দেশে দখলমুক্ত রাবার বাগান পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ এলাকাবাসীর

আগরতলা, ১৬ মার্চ: দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর অবশেষে আদালতের নির্দেশে দখলমুক্ত হলো একটি টিলাভূমির রাবার বাগান। সোমবার দুপুরে আদালতের আধিকারিকরা এবং আমতলী থানার পুলিশের উপস্থিতিতে সূর্যমনিনগর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম রায়ের দখল থেকে ৬৪ শতক জমি মুক্ত করে প্রকৃত মালিকের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

অভিযোগ, সূর্যমনিনগর বিধানসভার চৌমুহনী বাজার রেল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় স্বর্গীয় সুরেন্দ্র সূত্রধরের নামে রেজিস্টারকৃত একটি টিলাভূমিতে তাঁর ছেলে ভুলু সূত্রধর রাবার বাগান করেছিলেন। কিন্তু সেই জমির ওপর নজর পড়ে সূর্যমনিনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান প্রধান উত্তম রায়ের। অভিযোগ অনুযায়ী, প্রশাসনিক প্রভাব ও বাহুবল ব্যবহার করে তিনি ওই জমি ও রাবার বাগান দখল করে নেন।

এই ঘটনার পর ভুলু সূত্রধর আদালতের দ্বারস্থ হন এবং মামলা দায়ের করেন। দীর্ঘদিন শুনানি চলার পর আদালত সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ পর্যালোচনা করে রায় দেয় যে জমির প্রকৃত মালিক স্বর্গীয় সুরেন্দ্র সূত্রধর। সেই অনুযায়ী আদালত নির্দেশ দেয় দখলকৃত জমি প্রধান উত্তম রায়কে ছেড়ে দিয়ে ভুলু সূত্রধরের হাতে হস্তান্তর করতে।

আদালতের নির্দেশে প্রায় দুই মাস আগে আধিকারিকরা জমি দখলমুক্ত করতে ঘটনাস্থলে গেলেও অভিযোগ, তখন প্রধান উত্তম রায় তাঁর ভাই ও সমর্থকদের নিয়ে আদালতের কাজে বাধা দেন। ফলে আদালতের আধিকারিকরা সেদিন নিরুপায় হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

পরে বিষয়টি পুনরায় আদালতের নজরে আনা হলে কড়া নির্দেশ জারি করা হয়। সেই নির্দেশ অনুযায়ী সোমবার আদালতের আধিকারিকরা আমতলী থানার পুলিশের সহযোগিতায় ঘটনাস্থলে পৌঁছে জমিটি দখলমুক্ত করেন। এদিন আদালতের নির্দেশপত্র পাঠ করে শোনানো হয়, লাল পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং ঢোল পিটিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ৬৪ শতক জমি ভুলু সূত্রধরের হাতে বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

ঘটনার সময় পুলিশ উপস্থিত থাকায় পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম রায়কে সামনে আসতে দেখা যায়নি বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে এলাকাবাসীর অভিযোগ, প্র। শাসনিক ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে উত্তম রায় আরও বহু মানুষের জমি জোর করে দখল করে রেখেছেন। ইতিমধ্যেই সেইসব জমি দখলমুক্ত করার দাবিতে আদালতে একাধিক মামলা চলমান রয়েছে।

একজন জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ সামনে আসায় এলাকায় তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, মানুষের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার পরিবর্তে যদি জনপ্রতিনিধিরাই জমি দখলের অভিযোগে জড়িয়ে পড়েন, তবে তা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য উদ্বেগজনক। তাই দ্রুত এই বিষয়ে প্রশাসন ও সরকারকে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি উঠেছে।

পাহাড় নির্বাচনে হিংসা রুখতে আহ্বান তিপরা উইমেন ফেডারেশনের

আগরতলা, ১৬ মার্চ: আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পাহাড় এলাকায় যেন কোনও ধরনের রাজনৈতিক সন্ত্রাস বা হিংসাত্মক ঘটনা না ঘটে, সেই আহ্বান জানিয়েছে তিপরা ওমেন ফেডারেশন। সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এডিসি নির্বাচনে সব রাজনৈতিক দলই নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে লড়াই করবে। কিন্তু সেই রাজনৈতিক লড়াই যেন কখনোই হিংসার পথে না যায়। শহর, পাহাড় কিংবা গ্রামগঞ্জে রাজনৈতিক সংঘর্ষের কারণে যেন কোনো মায়ের কোল খালি না হয় এই আবেদনই জানিয়েছেন সংগঠনের নেতৃত্বরা। তাদের বক্তব্য, একজন মা-ই সবচেয়ে ভালো বোঝেন তাঁর সন্তানের মূল্য কতটা। তাই রাজনৈতিক মতভেদ থাকলেও মানুষের প্রাণহানি যেন না ঘটে, সে বিষয়ে সব রাজনৈতিক দল ও কর্মী-সমর্থকদের সংযমী হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

জনজাতি যুবক যুবতীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে একটি শক্তিশালী মানবসম্পদ গড়ে তোলা রাজ্য সরকারের লক্ষ্য : মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৬ মার্চ: রাজ্য সরকারের লক্ষ্য জনজাতি এলাকাগুলিতে শিক্ষার প্রসার ও জনজাতি ছেলেমেয়েদের মধ্যে মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা। রাজ্য সরকার চেষ্টা করছে জনজাতি মহিলাদের নিজেদের পরম্পরাগত হস্তশিল্পের সাথে আরও বেশি করে যুক্ত করে রিয়া, পাছড়া বুননে উৎসাহিত করা ও দক্ষতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে তাদের বিকল্প আয়ের সাথে যুক্ত করা। রাজ্য সরকার চায় উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে জনজাতিগণও অংশীদার হোক। আজ রবীন্দ্র ভবনে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে জনজাতি মহিলাদের সুতা প্রদান এবং বিভিন্ন বোর্ডের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের মেরিট অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার জনজাতি মহিলাদের আরও বেশি করে স্বনির্ভর করে তুলতে চায়। বর্তমানে সরকারের প্রচেষ্টায় রাজ্যের জনজাতি মহিলাদের হাতে তৈরি রিয়া, পাছড়া জিও ট্যাগ পেয়েছে। জনজাতি মহিলাদের নিজস্ব শিল্পকে বিশ্ব দরবারে আরও বেশি করে পৌঁছে দিতে তার সদ্ব্যবহার করতে হবে। বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার জনজাতিদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নে জোর দিয়ে ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযান, প্রধানমন্ত্রী জনমন প্রকল্প সহ নানা প্রকল্প গ্রহণ করেছে। রাজ্য সরকারও মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি উন্নয়ন মিশন সহ নানা প্রকল্প গ্রহণ করে রাজ্যের জনজাতি এলাকায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও নানা পরিকাঠামো উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। রিয়াং জনজাতিদের আর্থসামাজিক মানোন্নয়নে সরকার ৮০০ কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজ গ্রহণ করেছে।

সরকারের পক্ষ থেকে জনজাতি এলাকায় ৫০০টি বৈদ্যুতিক অটো বিতরণ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য জনজাতি এলাকায় শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি জনজাতি যুবক যুবতীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে একটি শক্তিশালী মানবসম্পদ গড়ে তোলা।

নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়তে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের জনজাতি এলাকাগুলির হোস্টেলগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য সরকার আরও ১৭০ জন হোস্টেল সুপার নিয়োগ করবে। বর্তমানে ৩৪ হাজার জনজাতি ছাত্রছাত্রী হোস্টেলগুলি থেকে উপকৃত হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা আনুষ্ঠানিকভাবে ৫টি মহকুমা থেকে আগত জনজাতি মহিলাদের হাতে রিয়া পাছড়া বোনার সুতা তুলে দেন এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষায় মেধাবী জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের হাতে শংসাপত্র ও আর্থিক পুরস্কার প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, রাজ্য সরকার জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। আগে রাজ্যে ৪টি একলব্য স্কুল ছিলো। বর্তমানে তা ২১টি হয়েছে। এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার জন্য নতুন নতুন হোস্টেল গড়ে তোলা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী জনবিকাশ যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী রাবার মিশন প্রকল্পে জনজাতিদের মধ্যে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব তথা অধিকর্তা শুভাশিস দাস। অনুষ্ঠানে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অন্যানা আধিকারিকগণও উপস্থিত ছিলেন।

উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়ামে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু

আগরতলা, ১৬ মার্চ : রাজ্যের অন্যতম বনেদী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ছাত্রছাত্রী ভর্তিকে কেন্দ্র করে অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক তৎপরতা লক্ষ্য করা গেছে। স্কুলের মর্নিং সেকশনে ভর্তির জন্য আজ থেকে আবেদনপত্র (ফর্ম) বিতরণ শুরু হয়েছে। জানা গেছে, এই ফর্ম বিতরণ চলবে আগামী ১৮ই মার্চ পর্যন্ত। স্কুল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সংগ্রহ করা আবেদনপত্র জমা নেওয়া হবে আগামী ১৯, ২০ এবং ২৩ মার্চ। ভর্তির পুরো প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন উমাকান্ত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ইনচার্জ। এদিকে মর্নিং সেকশনে ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করাতে সকাল থেকেই বহু অভিভাবক স্কুল প্রাঙ্গণে ভিড় জমিয়েছেন। সন্তানদের ভালো শিক্ষার সুযোগ করে দিতে অভিভাবকদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

সোমবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সাফল্যের জন্য বিশিষ্ট ১১ জন নারীকে স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মানে সন্মানিত করা হয়।

পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধে সামিল প্রমিলা বাহিনী

আগরতলা, ১৬ মার্চ: দীর্ঘ একমাস ধরে জগাইবাড়ি এলাকাবাসী জলের সমস্যায় ভুগছেন। একাধিকবার কর্তৃপক্ষের নিকট কথা জানানো হলেও সমস্যা সমাধানের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করে নি। আজ বাধ্য হয়ে জম্পুইজলা-বিশ্রামগঞ্জ সড়ক অবরোধে সামিল হয়েছন প্রমিলা বাহিনী। অবরোধের যানচলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। তাতে সাধারণ যাত্রীরা চরম দূর্ভোগের শিকার হয়েছেন। এদিকে, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে। তাঁরা অবরোধকারীদের সাথে কথাবার্তা বলেন।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, জগাইবাড়ি এলাকায় দীর্ঘ একমাস ধরে পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন। সংশ্লিষ্ট এলাকায় ডি ডব্লিও এস দপ্তর থেকে জল সরবরাহ করা হলেও তা পর্যাপ্ত নয়।স্থানীয় জনগণ বেশ কয়েকবার স্থানীয় নেতৃত্ব থেকে শুরু করে প্রশাসনের আধিকারিকদের জানালেও কেউ কোনও কর্ণপাত করেনি। ফলে জনগন বাধ্য হয়ে আজ সকালে পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ করে।

প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে লন্ডভন্ড কদমতলা ব্লকের একাধিক গ্রাম, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, সরকারি সাহায্যের আশ্বাস

ধর্মনগর, ১৬ মার্চ: চৈত্রের প্রথম দিনেই অকাল কালবৈশাখীর মতো প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে লন্ডভন্ড হয়ে গেল উত্তর জেলার ধর্মনগর মহকুমার কদমতলা ব্লকের একাধিক গ্রাম। ঝড়ের তাণ্ডবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েছেন বহু পরিবার। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শনে ইতিমধ্যেই পৌঁছেছেন প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তি ও জনপ্রতিনিধিরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার দিনভর মাঝারি বৃষ্টিপাতের পর রাত প্রায় বারোটা নাগাদ হঠাৎ করে শুরু হয় প্রবল ঝড়ো হাওয়া ও ভারী বৃষ্টি। মাত্র কয়েক মিনিটের তাণ্ডবেই বহু বাড়িঘরের টিনের চাল উড়ে যায়, ভেঙে পড়ে বড় বড় গাছ এবং বিদ্যুতের খুঁটি। ফলে বিদ্যুৎ পরিষেবাও ব্যাহত হয় বেশ কিছু এলাকায়।

সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে চুরাইবাড়ি, ফুলবাড়ী, পূর্ব ফুলবাড়ী, পূর্ব চুরাইবাড়ি এবং উত্তর ফুলবাড়ী পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ডে। চুরাইবাড়ি বাজার এলাকাতেও ঝড়ের প্রভাব পড়ে। বাজারের একাধিক দোকান ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের টিনের চাল উড়ে যায় এবং অনেক স্থানে বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়ে।

পূর্ব ফুলবাড়ি পঞ্চায়েতের ১ নম্বর ওয়ার্ডে সুজিত দত্ত, মিন্টু দত্ত, ময়না মিয়া, বিশ্বজিৎ দত্ত এবং প্রশান্ত দাসের বাড়িতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঝড়ের তীব্রতায় তাদের ঘরের টিনের চাল উড়ে গিয়ে গাছের ওপর ঝুলে থাকতে দেখা যায়। এছাড়া চুরাইবাড়ি পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুরুচি গিরির বাড়িতেও বড় বড় গাছ উপড়ে পড়ে এবং ঘরের অংশ বিশেষ ভেঙে যায়।

হঠাৎ এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে এলাকাজুড়ে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের অনেকেই জানিয়েছেন, এত তীব্র ঝড় তারা এর আগে কখনও প্রত্যক্ষ করেননি।

এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে সোমবার সকাল থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শনে যান কদমতলা ব্লকের চেয়ারম্যান মিহির রঞ্জন নাথ, পঞ্চায়েত প্রধান ও উপপ্রধানরা। তাদের সঙ্গে ছিলেন সমিতির সদস্য হাসিম তালুকদার, ব্লকের দুই ইঞ্জিনিয়ার, স্থানীয় তহশিলদার এবং উত্তর জেলার বেসামরিক প্রতিরক্ষা স্বেচ্ছাসেবকরা। পরিদর্শনে প্রশাসনিক দলকে সহযোগিতা করেন স্থানীয় শাসকদলীয় নেতা উস্তার আলী ও সিদ্ধার্থ সিংহ। প্রশাসনিক কর্তারা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের নাম ও ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেন। ব্লক চেয়ারম্যান মিহির রঞ্জন নাথ জানান, যেসব পরিবারের রান্নাঘর ভেঙে পড়েছে তাদের দ্রুত শুকনো খাবার সরবরাহ করা হবে। পাশাপাশি যাদের বাড়িঘর ও গাছপালা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের সরকারি নিয়ম অনুযায়ী আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।

এদিকে, ঝড়ের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারাও ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছেন।

হুইলচেয়ারের জন্য মোবাইল জমা চিকিৎসা না করেই ফিরলেন রোগী

আগরতলা, ১৬ মার্চ: হুইলচেয়ার ব্যবহারের জন্য মোবাইল ফোন জমা রাখতে বলা হয় জিবি হাসপাতালে। আর সেই কারণেই চিকিৎসা না করেই বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হলেন এক রোগী ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

জানা যায়, সিধাই মোহনপুর এলাকার বাসিন্দা গোপাল আচার্যী নামে এক রোগী চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে আসেন। রোগী হাঁটতে না পারায় পরিবারের পক্ষ থেকে হাসপাতালের হেল্প ডেস্কে কর্তব্যরত এক মহিলা কর্মীর কাছে হুইলচেয়ার চাওয়া হয়। অভিযোগ, ওই কর্মী প্রথমে রোগীর পরিবারের কাছে কোনো পরিচয়পত্র বা নথি জমা রাখতে বলেন। কিন্তু রোগীর পরিবারের কাছে তখন কোনো নথি না থাকায় তারা তা দিতে পারেননি। পরবর্তীতে ওই মহিলা কর্মী মোবাইল ফোন জমা রেখে হুইলচেয়ার নেওয়ার কথা বলেন। পরিস্থিতির চাপে রোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে মোবাইল ফোন জমা রেখে হুইলচেয়ারে করে রোগীকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হয় এমআরআই করানোর জন্য।

কিন্তু পরে মোবাইল ফোন জমা থাকায় রোগীর ছেলে নিকটবর্তী আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে পুনরায় হেল্প ডেস্কে আসেন। সেই সময় হেল্প ডেস্কে থাকা কর্মীদের বিরুদ্ধে রোগীর পরিবারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ ওঠে। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়ায় রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি না করিয়ে বাড়ি নিয়ে যেতে বাধ্য হন পরিবারের লোকজন। এ বিষয়ে এক নিরাপত্তারক্ষী জানিয়েছেন, তাদের সুপারভাইজারের নির্দেশ রয়েছেহুইলচেয়ার নিতে হলে কোনো নথি বা মোবাইল ফোন জমা রাখতে হবে। কারণ অনেক সময় রোগীর পরিবার হুইলচেয়ার ফিরিয়ে দেয় না।

তবে রোগীর পরিবারের অভিযোগ, প্রতিদিনই বহু রোগীর পরিবার জিবি হাসপাতালে এমন দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে তারা স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে ঘটনার তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas